আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

রুশ সেনাদের অস্ত্র সমর্পণের আহবান কিয়েভের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল দখল করে তা রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার চুক্তিতে স্বাক্ষর **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০২ || সোমবার || আশিন ২৭ || ১৪২৯ || রবিউল আঃ ১৪ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 02 || 10 October || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ দূর্নীতি

কোভিড ফান্ডের ৫৬৪ বিলিয়ন ডলার প্রতারণা!

বিশেষ প্রতিনিধি: মহামারী কাভিডের সুযোগে যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬৪ বিলিয়ন ডলারের দূর্নীতি হয়েছে। যা আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ দূর্নীতি। কোভিডের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার আমেরিকানদের জন্য ৫ ট্রিলিয়ন ডলার 'কোভিড-১৯ রিলিফ' ফান্ড ঘোষণা করে। কংগ্রেসেও তা পাষ হয়। কিন্তু এক শ্রেনীর সুবিথাবাধী আমেরিকান এই সুযোগে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দূর্নীতির মাধ্যমে ৫৬৪ বিলিয়ন ডলার তছরুপ হয়েছে। নিউইয়র্কের বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক 'নিউইয়র্ক পোস্ট' সোমবার (২ অক্টোবর) খবরটি প্রকাশ করেছে। ডেইলী পোষ্টের খবরে বলা হয়েছে, 'কোভিড-১৯ রিলিফ' ফান্ড ঘোষণার পর অনেকেই সুযোগের অপব্যাহার **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



গিনেস বুকে রেকর্ড গড়লেন ঠাকুরগাঁওয়ের রাসেল

ঢাকা ডেস্ক: বাম স্কিপ বা বসে ঘুরিয়ে দড়ি লাফানো খেলায় নৈপুণ্য দেখিয়ে **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

বিশেষ বিমানে সরানো হলো ৯০টি কুকুর-বিড়াল

ইয়ানের আঘাতে লন্ডভন্ড ফ্লোরিডা : নিহত শতাধিক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার উপকূলীয় এলাকায় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইয়ানের আঘাতে বিধ্বস্ত ফ্লোরিডা। এদিকে জীবন বাঁচাতে ফ্লোরিডা থেকে অন্যত্র সরানো হয়েছে পোষা প্রাণীকে। ইতোমধ্যে বিশেষ বিমানে ৯০টি পোষা কুকুর ও বিড়ালকে নিউ জার্সিতে স্থানান্তর করে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন বুধবার (৫ অক্টোবর) বিধ্বস্ত ফ্লোরিডা পরিদর্শনের **(বাকি অংশ ৩ পাতায়)**

জাপার অবস্থানের বিপরীতে রওশন এরশাদ

ঢাকা ডেস্ক: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া-না-নেওয়া এবং **(বাকি অংশ ৩ পাতায়)**

ছাত্র অধিকার পরিষদের ২২ নেতা-কর্মী আটক

ঢাকা ডেস্ক: ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ছাত্র সংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন বিয়ালিয়াতস্কি ও ২ সংগঠন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে একজন ব্যক্তি ও দুই সংস্থাকে। বেলারুশের মানবাধিকার আইনজীবী অ্যালেস বিয়ালিয়াতস্কি এই পুরস্কার পেলেন রাশিয়ার মানবাধিকার সংস্থা মেমোরিয়াল এবং ইউক্রেনীয় মানবাধিকার সংস্থা সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজের সঙ্গে। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর তিনটায় এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তিন বিজয়ী পুরস্কারের প্রাইজমানি সমান তিন ভাগে ভাগ করে নেবেন।



আলেস বিয়ালিয়াতস্কি বেলারুশের একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী। তিনি বর্তমানে বিনা বিচারে কারাগারে আটক রয়েছেন। ৬০ বছর **(বাকি অংশ ৩ পাতায়)**

ফাল্গুনি'র ফুচকায় মাতোয়ারা ব্রঙ্কস



হাবিব রহমানঃ নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে ব্যস্ত রাস্তার পাশে একটি ফুচকার দোকান। মাইকে বাজছে শেফালি ঘোষের **(বাকি অংশ ২ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

ফাল্গুনি'র ফুচকায় মাতোয়ারা ব্রঙ্কস

(প্রথম পাতার পর)

গান-ওরে ও শাম্পানওয়ালা তুই আমারে করলি দেওয়ানা..... । শেফালী ঘোষের গান মানুষকে দেওয়ানা না বানালেও এই ফুচকা যে দেওয়ানা বানিয়েছে তা দোকানের চারপাশের ভীড় দেখেই বোঝা যায় । অনেকেই লাইনে ফুচকা অর্ডার দেয়ার অপেক্ষায় । কেউবা ফুচকার প্লেট হাতে এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে গল্প আড্ডায় রত । দোকানে শুধু ফুচকা নয় চটপটি, আমভর্তা আরো অনেক মুখরোচক খাবারেরসমাহার । দোকানটির নাম 'ফাল্গুনি ফুচকা' । দোকানের স্বত্বাধিকারী মাসুদ রানা । সবার কাছে মাসুদ ভাই । একাই হাঁসি মুখে ভীড় সামলাচ্ছেন ।

ফুচকা বাঙালীর ঘরে ঘরে একটি অতি জনপ্রিয় নাম । আর এর জনপ্রিয়তা ওপার-এপার দু'বাংলাতেই । অঞ্চল ভেদে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত । যেমন বাংলাদেশে এটা ফুচকা নামে পরিচিতি পেলেও উত্তর ভারতে এর নাম "গোল গাপ্পা । আবার পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে এর নাম পানি পুরি । যা হোক অঞ্চল ভেদে এই খাবারটিকে যে নামেই ঢাকা হোক না কেন আমাদের বাঙালদের কাছে এর নাম 'ফুচকা' ।

এটা সাধারণত আটা এবং সুজি দ্বারা প্রস্তুত একটি গোলাকৃতি পাপড়ির মধ্যে মসলা মিশ্রিত সেদ্ধ আলুর পুর ভরে তেঁতুল জল সহযোগে পরিবেশিত হয় এই ফুচকা । বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ নামধারণের পাশাপাশি ফুচকা পরিবেশনের রীতিটিও বিভিন্নতা লাভ করেছে । কোন কোন অঞ্চলে তেঁতুল জলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় পুদিনামিশ্রিত জল । আবার পশ্চিমবঙ্গে ফুচকার পুর হিসেবে ব্যবহৃত আলুতে পেঁয়াজের প্রচলন না থাকলেও ভারতের ওড়িশা প্রদেশে পেঁয়াজ ফুচকার একটি অন্যতম উপকরণ । এছাড়া সমগ্র দেশেই দই-ফুচকা অর্থাৎ টকদই সহযোগে পরিবেশিত ফুচকা জনপ্রিয়তা প্রবল ।

ফুচকার পাপড়িটিতে একটি ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে মসলাযুক্ত আলুর পুর ভরে দেওয়া হয় । এরপর পুর ভর্তি ফুচকা তেঁতুল জলে ডুবিয়ে এক একটি ছোট পাত্রে পরিবেশিত হয় ফুচকা । পথের ধারে অস্থায়ী ফুচকার দোকানে ফুচকা উপস্থাপনের এই রীতিটিই অধিক প্রচলিত । কিন্তু স্থায়ী দোকানে বা রেস্তোরাঁয় প্লেটে পুর ভর্তি শুকনো ফুচকা দিয়ে একটি পৃথক পাত্রে দেওয়া হয় টকজল অথবা চাটনি । সাধারণত একেকটি প্লেট পাঁচটি থেকে আটটি ফুচকায় ধরা হয় ।

বাঙালীর কাছে জনপ্রিয় এই ফুচকার পেছনেও আছে



একটি ইতিহাস । যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল 'মহ-াভারতের দ্রোপদীর' হাতে এর সূত্রপাত । দ্রোপদী বিয়ে করে আসার পরে কুন্তি তাকে গত রাতে বেচে যাওয়া আলুর সব্জি আর আটার মন্ড দিয়েবলেছিল তার স্বামীদের জন্য ভোজন প্রস্তুত করতে । তখন দ্রোপদী আটা দ্বারা প্রস্তুত একটি গোলাকৃতি পাপড়ির মধ্যে মসলামিশ্রিত সেদ্ধ আলুর পুর ভরে তেঁতুলজল সহযোগে পরিবেশন করেন এই ফুচকা । কুন্তি পরে দ্রোপদীর এই খাবার-কে অমরত্বের আশীর্বাদ দেয় ।

ফুচকা নিয়ে এটা হলো একটা পৌরাণিক কাহিনী । এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে এমন দিব্যি কিন্তু আপনাকে কেউ দেয়নি । তার চেয়ে চলুন আমাদের প্রিয় মাসুদ রানার ফাল্গুনীর ফুচকার গল্পে ফিরে যাই ।

বয়সভেদে অনেক খাবারের বাছ বিচার হয় । কিন্তু ফুচকা? না, এটা ছেলে বুড়ো সবার কাছেই সমান জনপ্রিয় । আর এর প্রমান খুঁজতে আপনাকে দূরে কোথাও যেতে হবে না । চলে আসুন না ব্রঙ্কসে । নিজের চোখে দেখে যান । ফাল্গুনীর ফুচকা ব্রঙ্কসের ঘরে ঘরে এখন একটি অতি পরিচিত নাম । ছেলে বুড়ো মহিলা সব লাইন দিয়ে কিনছে ।

কথা হলো আজিজুর রহমানের সাথে । তিনি এসেছেন কানেকটিকাট থেকে ফাল্গুনি'র ফুচকা খেতে? জানতে চেয়েছিলাম- এতদূও থেকে শুধুই কি ফুচকা খেতে এসেছেন না অন্য কাজে এসে এখন ফুচকা খাচ্ছেন?

আমার কথা শুনে মনে হলো তিনি দু:খ পেয়েছেন । বল্লেন, না শুধুই ফুচকা খেতে এসেছি । অন্য কোন কাজে নয় । আগে ব্রঙ্কসে থাকতেন এখন কানেকটিকাটে থাকেন এমন কয়েকজনের কাছে ফালগুনির ফুচকার প্রশংসা শুনে এসেছি । এখন টেস্ট করার পর বুঝলাম এত দূর থেকে এসে ঠকিনি ।

ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি, কমিউনিটি নেতা এ ইসলাম মামুন বলেন, আমি ফাল্গুনি'র ফুচকার একজন অন্ধ ভক্ত বলতে পারেন । এক কথায় বলতে পারেন ফাল্গুনির ফুচকা যেন প্রবাসে দেশের স্বাদ ।

ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের প্রেসিডেন্ট, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কামরুজ্জামান বাবু বলেন, আমি মাসুদ রানাকে চিনি অনেক বছর । দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে ফুচকা বিক্রি করে গ্রাহকদের মন জয় করেছেন । শুধু ব্রঙ্কসবাসী নয় অনেক দুর দুরান্ত থেকে ক্রেতারা আসেন ফাল্গুনি'র ফুচকা খেতে । এই প্রবাসে বাংলাদেশীদের বাইরেও তিনি এই ফুচকার ক্রেতা তৈরি করতে পেরেছেন যা একজন বাংলাদেশী হিসাবে আমি গৌরব অনুভব করি ।

স্টারলিং এভিনিউতে ব্যবসা করেন স্বপন তালুকদার । তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম সুন্দরবন গ্রোসারী । তিনি বলেন স্টারলিং বাংলাবাজার একটি পূর্ণাঙ্গ বিপনি বিতান এলাকা । সব ধরনের পণ্য সামগ্রী পাওয়া যায় । মাসুদ রানার ফাল্গুনি ফুচকা এলাকায় পূর্নতা এনে দিয়েছে । তার এই ফুচকা এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ।

কমিউনিটি নেতা মোজাফফর হোসেন বলেন, মাসুদ রানার হাত শুধু ফুচকাতেও নয় । তিনি রাধেনও ভালো । আমি তাঁর ফুচকার দারুন ভক্ত ।

কথা হচ্ছিলো ফাল্গুনি ফুচকার স্বত্বাধিকারী মাসুদ রানার সাথে । তিনি বলেন, এটা অবশ্যই আমার ব্যবসা । তবে একই সাথে আমি দেশীয় খাবার ফুচকাকে এই প্রবাসে জনপ্রিপ্র করতে চেয়েছি । আর আমি বিণীতভাবে বলতে চাই এতে আমি স্বার্থকও হয়েছি । দেশীয় ভাইবোনদের পাশাপাশি বিদেশীরাও এখন মজা করে এই খাবার খায় । আর আমি মনে করি এখানেই আমার স্বার্থকতা ।

তিনি প্রবাসীদের ফাল্গুনি'র ফুচকার স্বাদ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান ।

USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRILANKA

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)
ASAAL is of the community and for the community
P.O. Box 1698, New York, NY 10008 Phone: 1-800-464-7370; E-mail: asaal@asaal.org; Website: www.asaal.org

ASAAL 5th MEDIA DINNER

Dear Media Partner, Elected Officials and ASAAL Family:
The ASAAL National Executive Council is cordially inviting you to join the Alliance of South Asian American Labor (ASAAL) Fifth Media Dinner on October 14, 2022, preceded by the Queens Chapter Officers Inauguration for the Term 2022-2024. At this event we are expecting many local and electronic media personnel to be present as we show them the respect for the work they do for our community. We also expect many elected officials from Queens County will be present with their remarks.
The event is free but registration is required. Dinner and refreshments will be served. Please confirm your attendance at asaal08@gmail.com and call below for details.

Chief Guest:
Hon. Donovan Richards
President, Queens Boro

Date: Friday, October 14, 2022
Time: 7:30 pm – 10:00 pm
Venue: Thomas Berry Place
86-45 Edgerton Blvd, Jamaica Estate, NY 11432
F Train Last Stop to jamaica 178th St. Hillside Ave. Bus: Q1, Q2, Q3, Q43, Q76

Guest Speakers:
Hon. Leroy Comrie, Senator
Hon. Jessica Ramos, Senator
Hon. Catalina Cruz, Assemblywoman
Hon. Alicia Hyndman, Assemblywoman
Hon. Nathalia Fernandez, Assemblywoman
Hon. Steve Raga, To be Elected Assemblyman
Hon. James F. Gennaro, Council Member
Hon. Linda Lee, Council Member

In Solidarity

Maf. Misbah Uddin
President, ASAAL National

Mohammed Karim Chowdhury
Secretary, ASAAL National

Kazi Farid Ahammad, CPA
President, ASAAL Queens

Adan Islam
Women's Committee Chair

Sultana Khanam
Political Director

Harjit Minhas
Secretary, ASAAL Queens

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

জাপার অবস্থানের বিপরীতে রওশন এরশাদ

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার প্রশ্নে কোনো অস্পষ্টতা না রেখে সরাসরি দলীয় অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়ালেন ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ। এক ভিডিও বার্তায় রওশন ঘোষণা দিলেন, 'জাপা নির্বাচনে অংশ নেবে।' ইভিএম প্রশ্নেও তিনি সরাসরি ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'অবশ্যই আমরা ইভিএমের মাধ্যমেই নির্বাচন করব। আমি জানি, নির্বাচন যা হবে, ভালোই হবে।' বৃহস্পতিবার রাজধানীর পুরানা পল্টনের একটি হোটেলে 'জাতীয় পার্টির' ব্যানারে রওশনের কিছু অনুসারীর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তার ধারণকৃত ভিডিও বার্তাটি প্রচার করা হয়।





ইয়ানের আঘাতে লন্ডভন্ড ফ্লোরিডা : নিহত শতাধিক

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন। ঘূর্ণিঝড় ইয়ানের আঘাতে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে শতাধিক। ঝড়ের সময় দায়িত্ব 'অবহেলার' জন্য কিছু কর্মকর্তা সমালোচনার মুখে পড়েছেন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার ফ্লোরিডার উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়ঙ্কর ঝড়টি আঘাত হানে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি)।

এনএইচসি জানায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে একটি ইয়ান। দক্ষিণ ক্যারোলিনার উপকূলে ইয়ানের আঘাতে চারটি জেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনপ্রিয় সমুদ্রতীরবর্তী শহর মার্টল বিচসহ আশপাশের এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়।

অপরদিকে দক্ষিণ ক্যারোলিনার প্রায় দুই লাখ বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ছিল। উপকূলীয় লি কাউন্টিতে শেরিফ অফিস জানিয়েছে, তারা ৪২ জনের মৃতদেহ পেয়েছে। প্রতিবেশী কাউন্টি থেকে ৩৯ জনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে।

এদিকে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডেন ক্রিসওয়েল বলেন, ফেডারেল সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের বড় অঙ্কের সহায়তার পরিকল্পনা করেছে। এ ক্ষেত্রে ফ্লোরিডাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

ফ্লোরিডার ন্যাপোলস এবং ফোর্ট ম্যায়ার্স থেকে এসব পোষা কুকুর ও বিড়ালকে স্থানান্তর করা হয়। ঘূর্ণিঝড় ইয়ানে ফ্লোরিডার সবচেয়ে বিপর্যস্ত শহরগুলোর অন্যতম হচ্ছে ন্যাপোলস এবং ফোর্ট ম্যায়ার্স। এসব শহর থেকে বিপন্ন লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। লোকজনের ভেঙ্গে পড়া ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাড়ি পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া লোকজনের বহু পোষা কুকুর ও বিড়াল হঠাৎ করেই আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এসব গৃহহীন পশুর আশ্রয়ের দ্রুত উদ্যোগ নেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। গত ২ অক্টোবর রোববার একটি বিশেষ বিমানে ৯০টি পোষা কুকুর ও বিড়াল নিউজার্সিতে স্থানান্তর করা হয়। নিউ জার্সির মেডিসন শহরের হিউবার্ট এনিমেল উয়েলফেয়ার সেন্টারে। পোষা কুকুর বিড়ালদের এ আশ্রয়কেন্দ্রে এর আগে পোর্টরিকোতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে বিপুল সংখ্যক কুকুর বিড়ালকে আশ্রয় দেয়া হয়।





শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন বিয়ালিয়াতস্কি ও ২ সংগঠন

(প্রথম পাতার পর)

বয়সী বিয়ালিয়াতস্কি বেলারুশের ভিয়াসনা (বসন্ত) মানবাধিকার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯৬ সালের গণবিক্ষোভের বিরুদ্ধে বেলারুশের স্বৈরাচারী নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর নৃশংস দমন অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভিয়াসনা কারাবন্দী বিক্ষোভকারী ও তাদের পরিবারকে সহায়তা দেয় এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বেলারুশ সরকারের নির্যাতনের ঘটনা নথিবদ্ধ করে।

রাশিয়ার 'মেমোরিয়াল' সংগঠনটি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সোভিয়েত আমলের রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকারদের পরিণতি জানতে অনুসন্ধান চালিয়েছে। রাশিয়ার বর্তমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোও তুলে ধরছে এটি।

সংগঠনটিকে রুশ সরকার প্রথমে ২০০৬ সালে সতর্ক করে দিয়েছিল। ২০১৪ সালে একে 'বিদেশি এজেন্টদের' তালিকায় তোলা হয়। রাশিয়ার সরকারের দাবি, কথিত ওই এজেন্টরা হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তি যারা বিদেশ থেকে তহবিল পায়।

ইউক্রেনে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে কিয়েভে 'সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংগঠনটি ইউক্রেনীয় নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করা এবং ইউক্রেনকে একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার জন্য সরকারকে চাপ দিয়ে আসছে।

তাদের পুরস্কৃত করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে নরওয়েজীয় নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান বেরিট রাইস-এন্ডারসেন বলেন, 'শান্তি পুরস্কার বিজয়ীরা নিজ নিজ দেশে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা বহু বছর ধরে ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার পক্ষে কাজ করছেন। তারা যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য অসামান্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। একইসাথে তারা শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য নাগরিক সমাজকে পথ প্রদর্শন করেছেন।'





বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নির্বাচন-২০২২

(শেষের পাতার পর)

মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ সহ ১৪ পদে কোন প্রার্থী নেই।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০ অক্টোবর রোববার এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন- মোহাম্মদ সোহেল হেলাল (প্রধান নির্বাচন কমিশনার), মোহাম্মদ আবুল কাশেম, একেএম রশীদ আহমেদ, শাহজাহান কবীর ও মোহাম্মদ জয়নাল। আরো উল্লেখ্য, বিগত ২০১৭ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও করোনা মহামারী সহ বিভিন্ন কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এরমধ্যে সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া সভাপতি পদ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে অংশ নেন নেন এবং তৎকালীন সিনিয়র সহ সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র আসন্ন নির্বাচনের তফসিল মোতাবেক গত ২৮ সেপ্টেম্বর সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের (২০২২-২০২৪) ১৭টি পদে ২১জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। পরদিন ২৯ অক্টোবর মনোনয়নপত্র যাছাই-বাছাই হয়। ১ অক্টোর ছিলো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন। এদিন 'মানিক-জসিম' প্যানেলের কার্যকরী সদস্য পদের একজন প্রার্থী রুবেল আলী তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। গত ২ অক্টোবর রোববার চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। ফলে সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের ১৪ পদের প্রার্থীর বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হন এবং বাকী তিনটি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পদ তিনটি হচ্ছে- কোষাধ্যক্ষ, সহ কোষাধ্যক্ষ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক। এর আগে ২২-২৩ অক্টোবর মনোনয়নপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয় ৫১টি, সংগঠনের আয় হয় ৫,১০০ ডলার।

এদিকে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন 'মানিক-জসিম' প্যানেলের বাইরেও ৪টি পদে চারজন প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। প্রার্থীদের পক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন জাফর আহমেদ। প্রার্থীরা হলেন কোষাধ্যক্ষ পদে মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, সহ কোষাধ্যক্ষ পদে আমীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী এবং কার্যকরী সদস্য পদে সোহেল আলম ভূইয়া।



অপরদিকে 'মানিক-জসিম' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- মোহাম্মদ টি মিয়া (তাজু মিয়া) ও আবুল বাশার, যুগ্ম সম্পাদক- সালেহ আহমেদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মহি উদ্দিন, সহকারী কোষাধ্যক্ষ- জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম বাবু, প্রচার সম্পাদক- আইনুল ইসলাম সোহেল, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ক্রীড়া, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, দপ্তর সম্পাদক- গোলাম কিবরিয়া মিরন এবং কার্যকরী সদস্য জাহিদ মিন্টু, মোহাম্মদ আব্দুল মালেক খান, মাহমুদুল হক, মোহাম্মদ মনির হোসেন ও রুবেল আলী।

ব্রুকলীনস্থ নোয়াখালী সোসাইটি ভবনে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি হাজী মফিজুর রহমান, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেল (হেলাল) জানান, বর্তমানে সোসাইটির মোট ১৬৮২ জন ভোটার রয়েছেন। এরধ্যে ১৩২৫ জন আজীবন ভোটার আর ৩৫৭জন সাধারণ ভোটার।











নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পূজার আয়োজন

(শেষের পাতার পর)

ধর্মীয় উৎসব। তিথি, নক্ষত্র ও বিধান অনুযায়ী এই পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয় ২৫টিরও অধিক দূর্গাপূজার অনুষ্ঠান। প্রতিদিনই প্রতিটি পূজামন্ডপেই ছিল ভক্ত ও দর্শণার্থীদের উপচেপড়া ভীড়। সকল পূজা মন্ডপেই ছিল দেশ ও প্রবাসের শিল্পীদের সঙ্গীত পর্ব। এদিকে মন্দিরের পুরোহিতরা জানান, দেবী এবার গজে (হাতি) আগমন এবং নৌকায় গমন করবেন, যার ফলে পৃথিবীতে খাদ্য শস্যের অভাব থাকবে না। তাছাড়া প্রার্থনা করেন সাম্প্রদায়িক শক্তির পতন আর মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বর কথা।

অপরদিকে জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি আয়োজিত পূজা মন্ডপ পরির্শন করেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। নিউইয়র্কে প্রতিবছর যেসকল প্রতিষ্ঠান দুর্গাপূজার আয়োজন করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, আমেরিকান বাঙালী হিন্দু ফাউন্ডেশন, ওঁম শক্তি মন্দির, শ্রীশ্রী গৌর নিতাই মন্দির, সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ, বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ সহ বিভিন্ন মন্দির ও সংগঠন।

বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ: এদিকে নিউইয়র্কে এবারই প্রথমবারের মতো জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করে বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ। সংগঠনটির উদ্যোগ ও আয়োজনে পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসবে অংশ নেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। এতে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিজ্ঞানী ড. নূরুন নবী, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম, ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য ক্যাটালিনা ক্রুজ, নিউইয়র্ক সিটি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা সংকটে নতুন মাত্রা

বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কবে তাদের দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসিত হবে-এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ নয়। তবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, সহসাই তাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে না। বাংলাদেশ গত পাঁচ বছরের অধিককাল থেকে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সংকটটি জাতিসংঘেও উত্থাপিত হয়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতেও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে মামলা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

এই যখন বাস্তবতা, তখন আরাকান আর্মির এক ঘোষণা সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছে। আরাকান আর্মি তাদের ওয়েবসাইটে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে অর্থাৎ রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে হলে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকারকে তাদের সঙ্গে (আরাকান আর্মি) আলোচনা করতে হবে। এর বাইরে কোনো প্রত্যাবাসন হবে না।

অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের এখন স্বদেশে ফেরত যেতে হলে শুধু মিয়ানমার সরকার নয়, আরাকান আর্মিরও সদিচ্ছা প্রয়োজন হবে। সন্দেহ নেই, সংকট দূর হওয়া পরের কথা, সংকট আরও বেড়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, রাখাইন রাজ্য এখন আরাকান আর্মির প্রায় দখলে চলে এসেছে। ফলে তাদের অমতের বাইরে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন করা আরও কঠিন হয়ে পড়ল।

এ বিষয়ে রোহিঙ্গা নেতা হামিদ হোসেন বলেছেন, মিয়ামার যেমন রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করছে না, তেমনি আরাকান আর্মিও তাদের গ্রহণ করবে না। এতে রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন হয়ে পড়বে।

আরাকান আর্মির ঘোষণার পর নতুন এ সংকট বাংলাদেশ কীভাবে মোকাবিলা করবে, তা এক বড় প্রশ্ন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি জাতিসংঘসহ বিশ্বনেতাদের কাছে রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন। আমাদের কথা হলো, জাতিসংঘ ও বিশ্বনেতাদের কাছে এর আগেও বহুবার জোরালো দাবি জানানো হয়েছিল।

কিন্তু ফলাফল একেবারে শূন্যের কোঠায়। সত্য হচ্ছে, বিশ্বনেতারা মিয়ানমারের ওপর কার্যকর চাপ প্রয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে না। সবাই শুধু আশার বাণী শুনিয়েছেন। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য যে, মিয়ানমার সরকার লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মিয়ানমারের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ বিশ্ব সম্প্রদায় বিষয়টির প্রতি একেবারেই উদাসীন!

বিশ্ব সভ্যতার এ এক বড় কলঙ্ক। এটা এখন বাংলাদেশের বড় নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার ভার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বহন করে যেতে হবে। এই নিয়তি খণ্ডাতে পারে যারা, তারা যতদিন কার্যকরভাবে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াবে না, ততদিন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ইস্যুতে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

শেখ হাসিনার 'দ্য লাস্ট ব্যাটেল'

সৈয়দ বোরহান কবীর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর নির্মিত অসাধারণ এক চলচ্চিত্র 'দ্য লাস্ট ব্যাটেল'। হ্যারাল্ড জাওয়ার্ড এ ছবিটি পরিচালনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ফ্রান্সের আল্পসে একটি ক্যাসেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে। তাঁদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে চেয়েছিল নাৎসি বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ বাহিনী এক শ্বাসরুদ্ধকর যুদ্ধ শুরু করে। লক্ষ্য ছিল মৃত্যুপ্রতীক্ষায় থাকা ব্যক্তিদের মুক্ত করা। হিটলারের মৃত্যু ও নাৎসি বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে এ যুদ্ধটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ চলচ্চিত্রের মূল ভাবনা হলো, চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার আগে শত্রুপক্ষ মরণকামড় দেয়। সব নীতিনৈতিকতা ভুলে যে-কোনো উপায়ে শেষ চেষ্টা করতে চায়। এটাই হলো দ্য লাস্ট ব্যাটেল। বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি দেখে এ সিনেমাটার দৃশ্য বারবার সামনে চলে এলো।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আছে প্রায় দেড় বছর। এর আগেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সরকার উৎখাতের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন ষড়যন্ত্রকারীরা বাসা বেঁধেছে। একের পর এক অঘটন ঘটানো হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই- সরকারকে বিব্রত করা, বিতর্কিত করা। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা 'আতঙ্ক রোগে' ভুগছেন। আড়ালে আবডালে আওয়ামী লীগ নেতারা যেভাবে সরকারের সমালোচনা করছেন, তাতে বিরোধী দলের নেতারাও লজ্জায় মুখ লুকাবেন। রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগ প্রায় বন্ধুহীন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শরিকরা আগে ফিসফাঁস করে সরকারের সমালোচনা করতেন। এখন করেন প্রকাশ্যে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জোট 'মহাজোট'কে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। একটা সময় ছিল, বুদ্ধিজীবীরা আওয়ামী লীগের প্রতি এক ধরনের নৈতিক সমর্থন জানাতেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, সমতাভিত্তিক একটা সমাজ বিনির্মাণে মুক্তচিন্তার মানুষ আওয়ামী লীগের ওপরই ভরসা রাখত। কিন্তু এখন বুদ্ধিজীবীরাই আওয়ামী লীগের কঠিন সমালোচক। যাদের নানা স্বার্থ আছে। বিভিন্ন পদপদবির আশায় এরা প্রকাশ্যে সরকারের তোষামোদ করে। গোপনে এদের হতাশার দীর্ঘশ্বাস রীতিমতো ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও- এত দিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় কেন? এ নিয়ে ভীষণ অস্থির কেউ কেউ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পুরোপুরি আওয়ামীবিরোধী প্ল্যাটফরমে পরিণত হয়েছে। কেউ যদি এসব কয়েক দিন দেখেন তাহলে তার মনে হবে সরকার বোধহয় যায় যায়। সরকারের ভিতর অযোগ্য লোকের ভিড়। এরা চুরি করা ছাড়া আর কোনো কাজ ঠিকঠাকমতো করতে পারে না। তাকিয়ে থাকে শেখ হাসিনার দিকে। আওয়ামী লীগ দল ও সরকারে শেখ হাসিনার অন্ধভক্তের সংখ্যা কাকের চেয়ে বেশি। কিন্তু শেখ হাসিনার একটা নির্দেশও তারা ঠিকঠাকমতো পালন করেন না। বরং প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তার উল্টো করার একটা অশুভ প্রবণতা বাড়ছে। সবাই শুধু চান। নেতারা মন্ত্রী হতে চান। এমপি হতে চান। কর্মীরা পদ চান। আমলারা ক্ষমতা চান। অবসরের পর চান নতুন চাকরি। বুদ্ধিজীবীরা উপাচার্য হতে চান। পদক চান। যারা পান তারা থালাসুদ্ধ চেটেপুটে খান। যারা পান না তারা সরকারের সমালোচনায় মুখর হন।

ব্যতিক্রম শুধু দুই ধরনের মানুষ। সাধারণ মানুষ আর আওয়ামী লীগের তৃণমূল। সাধারণ মানুষের চাওয়ার গন্ডিটা একেবারে সীমিত। ছোট্ট। তারা শান্তি চান। খেয়েপরে বাঁচতে চান। সন্তানকে লেখাপড়া করাতে চান। মাথা গোঁজার ঠাঁই চান। অসুস্থ হলে চিকিৎসা চান। এই সাধারণ মানুষ ভালো আছেন। গত ১৪ বছরে তাদের জীবনের উন্নতি হয়েছে। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের গৃহহীন মানুষটা এখন নতুন ঘর পেয়েছে। তার ঘরের কোনায় লাউয়ের ডগায় সূর্যের আলো সোনালি আভা তৈরি করে। সে আভায় ওই মানুষটি নতুন স্বপ্ন দেখে। এ রকমই একজন রহিমা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ঘর পেয়ে তিনি আত্মহারা। তার কাছে এ ঘরই স্বর্গ। রহিমার মেয়ে পুষ্পিতা। সে স্কুলে যায়। বিকাশে বৃত্তির টাকা আসে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাছেই কমিউনিটি ক্লিনিক। রোগশোক হলেই সেখানে চলে যাওয়া যায়। এটা তো রহিমাদেরই। রহিমা, আর টেলিভিশন টকশোয় সরকারের সমালোচনা শুনে উল্লাস। আওয়ামী লীগের পতন হলে কে কোথায় পালাবে তা নিয়ে উত্তেজক আলাপচারিতা। কিন্তু একজন মানুষ যখন শেখ হাসিনার উপহার দেওয়া নতুন ঘরের উঠোনে বসে চাঁদ দেখে তখন তার কাছে মনে



পুষ্পিতারা অনেক বড় স্বপ্ন দেখেন। পুষ্পিতা বড় হয়ে ডাক্তার হবে। এ রকম হাজারো গল্প বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে। গল্প নয়, সত্যি। বদলে যাওয়া এই বাংলাদেশ নেই আমাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মূলধারার টেলিভিশনে, সংবাদপত্রে। শহুরে পরিপাটি মানুষের শোভিত ড্রয়িং রুমে এ সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে আর্তনাদ। হয়, কি অসাধারণ এই জীবন।

অন্য একশ্রেণির মানুষের কোনো অভিযোগ নেই। তারা আওয়ামী লীগের তৃণমূল। বিশেষত বয়ঃপ্রবীণ কর্মীরা। কিংবা আওয়ামী লীগ করেন না কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাস করেন। বাংলাদেশ নিয়ে গর্ব করেন। এঁরা ১৯৭৫ দেখেছেন। কি নির্মম বীভৎসতা তাঁদের চারপাশে হয়েছে তা দেখে এখনো শিউরে ওঠেন। এঁরা ২০০১ সাল দেখেছেন। দানবের উত্থানে কীভাবে সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে চোখের সামনে। এখনো ভাবতে পারেন না। এ রকম মানুষ ভালো আছেন। শান্তিতে আছেন। তৃণমূলের এই মানুষদের চাওয়া-পাওয়া একটাই- দেশটা যেন ভালো থাকে।

টাঙ্গাইল থেকে মল্লিকদা আমাকে প্রতি শনিবার টেলিফোন করেন। ১৯৭১-এ কৈশোরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। '৭৫-এ বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রতিবাদ যুদ্ধ করেছেন। এখন আওয়ামী লীগ করেন না। বঙ্গবীরের দল করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা যেন একেকটা দর্শন। শনিবার সন্ধ্যায় ফোন করে বললেন, 'শেখ হাসিনা ছাড়া বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাবে। তালেবানরা দেশ দখল করবে।' বললেন, 'দাদা, আওয়ামী লীগের সঙ্গে দয়া করে বিএনপির তুলনা করবেন না।' অভাব-অনটনে থাকেন। শরীরে রোগশোক বাসা বেঁধেছে। তার পরও এই মানুষটি কি দৃঢ়ভাবে কথা বলেন। অবাক হয়ে যাই। প্রতিবার তাঁর ফোনের পর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবী। আওয়ামী লীগের এক বর্ষীয়ান কর্মী সাদেক মোহাম্মদ। রাজশাহী থেকে ফোন করে বললেন, 'আমাদের চাওয়া-পাওয়া একটাই- শেখ হাসিনা যেন বেঁচে থাকেন। আর কিছু চাই না।' বাংলাদেশের প্রান্তজুড়ে এ রকম কোটি মানুষ। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ রক্তেভেজা দেশটার আসল মালিক তাঁরাই। কিন্তু চার দেয়ালে বন্দি শহুরে সুবিধাবাদী মানুষ তাদের আনন্দগুলো দেখে না। তাদের জীবনের আলোর পথযাত্রার খবর রাখে না। বদলে যাওয়া গ্রামের চিত্রকল্প চোখের সামনে ভেসে ওঠে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সর্বশেষ জনশুমারিতে দেশের জনসংখ্যা হিসাব করেছে সাড়ে ১৬ কোটির কিছু বেশি। এর মধ্যে ১০ কোটি মানুষই এ রকম। কিংবা তার চেয়েও বেশি। এদের একমাত্র নেতার নাম শেখ হাসিনা। এসব মানুষের আস্থার জায়গা শেখ হাসিনা। এদের কাছে শেখ হাসিনাই দেবতা। যেমনটি বলছিলেন, চা-বাগানের শ্রমিকরা। এই বিভক্ত বাংলাদেশের মালিকানা কার কাছে যাবে, সেটাই এখন নির্ধারিত হবে। এটাই শেষ যুদ্ধ। দ্য লাস্ট ব্যাটেল। এ যুদ্ধে একদিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপামর (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ফজর	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫৩
সূর্যোদয়	৭.০১	৭.০২	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭
জোহর	১২.৪৩	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪১
আসর	৪.৩৯	৪.৩৭	৪.৩৬	৪.৩৪	৪.৩৩	৪.৩২	৪.৩০
মাগরিব	৬.২৪	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৮	৬.১৬	৬.১৫
এশা	৭.৩৭	৭.৩৬	৭.৩৪	৭.৩৩	৭.৩১	৭.৩০	৭.২৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

প্রকৃত বিপ্লবই পারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মিয়ানমারে একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলন বেশ ভালো রকমের শক্তিশালী ছিল; কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে নেবে এমনও মনে হয়েছে। সে দেশে সামরিক বাহিনী যে তান্ডব ঘটিয়েছে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী নির্যাতিত, নিহত ও দেশান্তরিত রোহিঙ্গারা। অং সান সু চি সামরিক বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিলেন। রোহিঙ্গাদের পক্ষে টুঁ শব্দটিও করেননি, তাদের ওপর সামরিক ও সামাজিক নিপীড়নকে নীরবে সমর্থনই করেছেন।

এখন টের পাচ্ছেন সেনাবাহিনী কতটা নৃশংস হতে পারে। প্রতিবাদকারীদের সেখানে নিয়মিত হত্যা করা হচ্ছে; চারজন সুপরিচিত গণতন্ত্রপন্থীকে প্রহসনের বিচারে প্রাণদন্ডাদেশ দিয়েছে, দন্ডাদেশ কার্যকরও করে ফেলেছে। বিশ্ব কী বলবে তার তোয়াক্কা করেনি। আর বিশ্ব তো তেমন কিছু বলেও না। দেশটির প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর পুঁজিবাদীদের চোখ রয়েছে।

আমরা টাকার শাসনের কথা বলছিলাম। গণচীন যে এখন আর কমিউনিস্ট নেই তার নানা ধরনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে কিছু মানুষ অতি দ্রুত অসম্ভব রকমের ধনী হয়ে গেছে; তাদের অনেকেই দেশে থাকতে চাচ্ছে না, বিদেশে চলে গেছে বা চলে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। এই লেখাটি লিখতে লিখতেই খবর পাওয়া গেল যে চীনের একজন সাবেক বিচারমন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আমাদের প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মোটেই কমিউনিস্ট নন, কখনো ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হবেন না; উল্টো ঘোরতর কমিউনিস্টবিরোধী বলেই তিনি সুপরিচিত। তবে ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের মতোই তিনি যে খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেন, সেটি তো সুবিদিত। তাই টাকা-পয়সার দিকে ঝুঁকবেন না, এটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁর দলের মস্ত বড় নেতা পার্থ চক্রবর্তী তো দেখা যাচ্ছে ঘুষ গ্রহণে পুঁজিবাদী নেতাদেরও হার মানিয়ে ছেড়েছেন। কানাঘুষা ছিল যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগদানের বেলায় টাকা নেওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম বাছবিচার করেননি, দুহাতে তো বটেই, থাকলে দশ হাতকেই কাজে লাগাতেন। আর এ ধরনের উপার্জনের স্বভাবটিই এ রকমের যে শুধু একজনের সেবাদাস হয়েই সে সন্তুষ্ট থাকে না, ওপরের দিকেও চলে যায়। এ ক্ষেত্রেও সে রকমের চলমানতার সন্দেহের গুঞ্জন যে নেই, তা নয়। সে যা-ই হোক, পার্থ চক্রবর্তী, যিনি দোর্দন্ড প্রতাপের নেতা, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং নেত্রীর ডান হাত বলেই সুপরিচিত, তাঁর সংগৃহীত নগদ ৫০ কোটি রুপি, প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণালংকার ও স্থাবর সম্পত্তি যে ধরা পড়ল তার ব্যাখ্যাটি কী? শোনা যাচ্ছে, টাকা নাকি বিদেশেও পাচার হয়েছে। এই টাকা নিশ্চয়ই মাটি ফুঁড়ে গজায়নি কিংবা আকাশ থেকে ঝরে পড়েনি, এটি জনগণেরই টাকা; তৃণমূল যে জনগণের 'রক্ষক' যিনি বিপুলসংখ্যক বাঙালির জলকষ্ট বৃদ্ধি করেন? ভালো কথা, বাম জোট ছেড়ে অনেক বুদ্ধিজীবী কিন্তু মমতার স্কুলে নাম লিখিয়েছিলেন; তাঁদের জন্য টানটা নিশ্চয়ই মতবাদগত ছিল না। ওদিকে পার্থ বলছেন যে টাকা তিনি সংগ্রহ করেছেন দলের অজান্তে নয়, দলের জ্ঞাতসারেই। এবং দলের নির্দেশেই টাকা তাঁর হেফাজতে রেখেছিলেন। আর যে টাকা ধরা পড়েছে সেটা নাকি আসলের ভগ্নাংশ মাত্র। এবং তিনি একা নন, সংগ্রহ অন্যরাও করেছেন।

পুঁজিবাদের দুঃশাসনের কালে পাকিস্তানের অবস্থা তো দেখা যাচ্ছে আরো করুণ। ইমরান খান পদচ্যুত হয়েছেন 'দুর্নীতিতে দক্ষ' প্রমাণিত হওয়ায়। তাঁর জায়গায় এসেছেন পুরনো মুসলিম লীগের পুরনো নেতা শাহবাজ শরিফ; কিন্তু তাঁকে তো শুনলাম আদালত তলব করেছেন অর্থপাচারের মামলায়। তাঁর ছেলেকেও। ওদিকে ইমরান খানের দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণের। অভিযোগ অন্য কেউ আনেনি, এনেছে দেশটির নির্বাচন কমিশনই।

গরিব বাংলাদেশের কত টাকা যে বিদেশে গেছে পাচার হয়ে তার হিসাব তো মনে হয় কোনো দিনই পাওয়া যাবে না। টাকা পাচার হয়ে নানা জায়গায় যায়। একটি অংশ নাকি নিশ্চিন্তে জমা থাকে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ওই দেশটির ব্যাংকগুলো বেশ নিরাপদ। সেখানে কপালদার বাংলাদেশী ব্যক্তিদের জমা নাকি বাড়ছেই। ওরা কারা, তা জানা যায় না। ওদিকে এটি তো অনুমান না করে উপায়ই নেই যে বাংলাদেশের বড় বড় প্রজেক্টে বড় বড় মানুষের বড় বড় অঙ্কের অর্থলাভ ঘটে। ভর্তির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা হয় এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। টাকাই ঘটায় যা ঘটানোর। একটি জাতীয় দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে নাকি 'হাজার কোটি' টাকার লেনদেন ঘটে থাকে। ভর্তির চেয়েও বড় বাণিজ্য চাকরির, সেই বাণিজ্য তো ক্রমাগত নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে চলেছে।

সব কিছুই কিন্তু ঘটছে রাষ্ট্রের অধীনে। রাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছে দুর্নীতি দমন করবে। দমনের জন্য বিস্তর ব্যবস্থা আছে। আইন আছে, আদালত রয়েছে, রয়েছে দুর্নীতি দমনের স্বাধীন কমিশন, কাজ করছে গোয়েন্দারা, তৎপর রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিভিন্ন বাহিনী, গণমাধ্যমও উন্মুখ থাকে দুর্নীতির কাহিনি উন্মোচনের জন্য এবং উন্মোচন যে ঘটে না এমনও নয়, চমকপ্রদ খবরগুলো তো গণমাধ্যমের কল্যাণেই আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু দুর্নীতি কমে না, বরং বাড়তেই থাকে। বিদেশিরা বলে যতই ডাকাডাকি করো না কেন, বিনিয়োগে যাচ্ছি না। কারণ তোমাদের দেশের দুর্নীতি বিনিয়োগে পদে পদে বাধা দেবে, মুনাফা যা করব সেটি গিলে খেয়ে ফেলতে চাইবে। রাষ্ট্র যে পারছে না দুর্নীতি দমন করতে তার আসল রহস্যটি তো রয়েছে এখানে যে রাষ্ট্রের যারা শাসক শ্রেণি, তারা মুখে যা-ই বলুক না কেন, অন্তরে অন্তরে নিজেরাই দুর্নীতির প্রতি অনুরক্ত এবং সেই অনুরাগেরও আসল কারণ হলো পুরো ব্যবস্থাটি হচ্ছে পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদ অন্য কিছু বোঝে না মুনাফা ছাড়া। পুঁজিবাদে দুর্নীতি থাকবে, এটি অনিবার্য। তবে যেসব রাষ্ট্রে কিছুটা জবাবদিহি আছে, আছে স্বচ্ছতাও এবং যেখানে সরকারের জন্য ঝুঁকি থাকে জনপ্রিয়তা হারালে ক্ষমতা থেকে পড়ে যাওয়ার, সেখানে দুর্নীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। পুঁজিবাদ নিজেও সংযত হয় টিকে থাকার স্বার্থে। আর পুঁজিবাদ যেখানে রাষ্ট্রের বাধা-নিষেধের মোটেই তোয়াক্কা করে না, দায় নেয় না জবাবদিহির, সেখানে কে থামাবে লুণ্ঠন, কে বাধা দেবে দুর্নীতিকে? অনেক দেশেই কেউ তা দেয় না, দেয় না আমাদের এই বাংলাদেশেও। তবে আমাদের ক্ষেত্রে বেদনাটা এখানে যে মুক্তির জন্য আমরা বড় বড় সংগ্রাম করেছি এবং সেই সংগ্রামের লক্ষ্য একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠন ছিল না, লক্ষ্য ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনই।

সমাজতন্ত্রে পৌঁছার জন্যই গণতন্ত্র চাই। সেই গণতন্ত্রে শুধু মানুষের ভোটাধিকারই থাকবে না, থাকবে অধিকার ও সুযোগের সাম্যও; সেখানে ক্ষমতা কোনো একটি জায়গায় পুঞ্জীভূত থেকে স্বৈরাচারী, দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারবে না, সেখানে ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং সর্বস্তরেই ক্ষমতা চলে যাবে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের হাতে। সেদিকে তো আমরা এগোতে পারিনি, এগোনো ভুলে বরং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একদা ঘোষিত লক্ষ্য থেকে ক্রমাগত পিছিয়েই গেছি।

একটি ভুল ধারণা চালু ছিল, এখনো মনে হয় আছে, সেটি হলো বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র। এটি বলার অর্থ দাঁড়ায় এই রাষ্ট্র শুধু একটি জাতির মানুষদেরই, যে মানুষেরা সবাই বাঙালি। এটি কিন্তু সত্য নয়। বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র নয়, এটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সেই রকম হয়নি বটে, তবে সেটিই তার হওয়ার কথা ছিল। বস্তুত এ যুগে একটি রাষ্ট্রের সব মানুষ এক জাতির হবে, এমনটি মোটেই সম্ভব নয়। আমেরিকা চেষ্টা করেছিল বিভিন্ন জাতির মানুষকে একসঙ্গে করে, ফুটন্ত পাত্রে ফেলে রান্না করার কায়দায়, এক জাতিতে পরিণত করে তবে ছাড়বে। পারেনি। করতে গিয়ে নানা ধরনের বিভেদ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে, এখনো করে চলেছে। গ্রেট ব্রিটেন মেনে নিয়েছে, বাধ্য হয়েছে মেনে নিতে যে ওই রাষ্ট্র শুধু ইংরেজদের নয়, এমনকি শুধু শ্বেতাঙ্গদেরও নয়, নানা বর্ণের ও সংস্কৃতির মানুষ সেখানে রয়েছে এবং থাকবে। বাংলাদেশেও বাঙালীদের পাশাপাশি অবাঙালিরা আছে, তা সংখ্যায় তারা যত কমই হোক না কেন। অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে এ রাষ্ট্রে নাগরিকদের ভেতর শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম ও লিঙ্গের ব্যবধান থাকার কথা নয়। সেটি যে রয়ে গেছে এবং অনবরত বাড়ছেই, তাতেই প্রমাণিত হয় যে এ রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক নয়; এ রাষ্ট্র পুঁজিবাদী এবং এর কাঠামো আমলাতান্ত্রিক। আগে যেমন ছিল।

রাষ্ট্র হিসেবে শ্রীলঙ্কার বিপদ কাটেনি, শিগগির যে কাটবে এমনও নয়। মূল সমস্যাটি অবশ্যই অর্থনৈতিক, কিন্তু সেটি তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। রাষ্ট্র চলে গিয়েছিল একটি পরিবারের সর্বাত্মক কর্তৃত্বের অধীনে। শাসকরা ভিন্নমত শুনতে চাননি, অন্য দলকে দাঁড়াতেই দেননি। যা ইচ্ছা তা-ই করেছেন। ফলে অর্থনৈতিক দুর্দশা বেড়েছে এবং তার কারণে মানুষ শেষ পর্যন্ত ভীষণ খেপে গেছে, রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের অবরোধ করেছে, তাঁদের কেউ কেউ পালিয়ে বেঁচেছিলেন। তা তো হলো,শ্রীলঙ্কার সরকারের পতনও ঘটল, কিন্তু কারা এলেন ক্ষমতায়? যাঁরা এলেন তাঁরা তো আগের শাসকদেরই আপনজন, তাঁদের ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী চরিত্রে তো কোনো পরিবর্তন ঘটল না। আর পরিবর্তন যে ঘটবেও না, তা বোঝা যায় এটি দেখেই যে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ এখন বিপদে পড়েছেন। কয়েকজন এরই মধ্যে গ্রেপ্তারও হয়েছেন। কেউ কেউ আত্মগোপন করেছেন। আন্দোলনকারীদের ওপর আধাসামরিক বাহিনীর হামলাও ঘটেছে। ওদিকে আন্দোলন নিজেও দুই ভাগ হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

পুঁজিবাদী-কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় এটিই ঘটবে, সরকার নামে বদলাবে, কাজে বদলাবে না এবং রাষ্ট্রের স্বভাব-চরিত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ বাড়িয়ে অর্থনীতিকে হয়তো সাময়িকভাবে কোনোমতে রক্ষা করা যাবে, কিন্তু তাতে তো সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলাবে না। আসল কথা ওই একটিই, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নাগরিকদের এখন আর স্বস্তি দিতে পারবে না, সুখ তো নয়ই। প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এখন যা প্রয়োজন, তা হলো সামাজিক বিপ্লব, যে বিপ্লব প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তো নিজে বেঁচে থাকতে এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই সেটি ঘটতে দেবে না। নানা ধরনের বিপ্লব ঘটাতে থাকবে প্রকৃত বিপ্লবকে প্রতিহত করার প্রতিজ্ঞায়।

আমাদের প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মোটেই কমিউনিস্ট নন, কখনো ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হবেন না; উল্টো ঘোরতর কমিউনিস্টবিরোধী বলেই তিনি সুপরিচিত। তবে ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের মতোই তিনি যে খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেন, সেটি তো সুবিদিত। তাই টাকা-পয়সার দিকে ঝুঁকবেন না, এটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁর দলের মস্ত বড় নেতা পার্থ চক্রবর্তী তো দেখা যাচ্ছে ঘুষ গ্রহণে পুঁজিবাদী নেতাদেরও হার মানিয়ে ছেড়েছেন।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে নজর দিতে হবে

ডা. কামরুল হাসান খান

২০২০ সালের আগে গোটা বিশ্বের নজরটা ছিল অসংক্রামক রোগের দিকে। মনে হচ্ছিল বিশ্ব যেন সংক্রামক রোগ থেকে নিস্তার পেল। কিন্তু ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে করোনাভাইরাস উৎপন্ন হয়ে গোটা বিশ্বকে গত প্রায় আড়াই বছরে তছনছ করে দিয়েছে এবং এখনো এর তান্ডব চলছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি অবশ্য পরিবেশ ধ্বংস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দিকেও আছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ দুটো বিষয়কে প্রাধান্য না দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারব তত দিন পৃথিবীতে নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগ-বালাই আসতেই থাকবে। বাংলাদেশে এখন একই সঙ্গে চলছে করোনা, ডেঙ্গু সংক্রমণ এবং সঙ্গে আছে চোখ ওঠা।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি: দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। গত ১ অক্টোবর ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রেকর্ড ৬৩৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যা চলতি বছর ওই দিন পর্যন্ত এক দিনে হাসপাতালে সর্বোচ্চ রোগী ভর্তির রেকর্ড। প্রাথমিক পর্যায়ে হাসপাতালে না আসা এবং শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় ডেঙ্গুতে শিশু বেশি মারা যাচ্ছে। এ ছাড়া শিশুর ডেঙ্গুর উপসর্গ দেরিতে প্রকাশ পাচ্ছে। যখন উপসর্গের দেখা মিলছে তখন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, দেশে এ পর্যন্ত যত মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, তার ৩৩ শতাংশই শিশু।

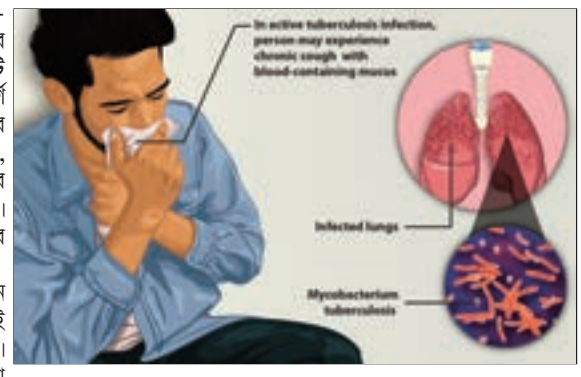
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, সারা দেশে ১৮টি এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের রোগী বেশি পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত ঢাকায় সবচেয়ে বেশি রোগী পাওয়া গেছে মুগদা এলাকায়। সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে। দেশের ৫০টি জেলায় এ বছর ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলা কক্সবাজারে।

করোনা পরিস্থিতি: গত ১ অক্টোবর ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ছিল ১৫.২৮। আগের দিন এ হার ছিল ১৪.৬৬। এখন পর্যন্ত দেশে ২০ লাখ ২৫ হাজার ৬৭৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত মারা গেছে ২৯ হাজার ৩৬৮ জন। কিছুদিন ধরে বৈশ্বিকভাবে করোনার সংক্রমণ কমছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে বিশ্বের সব দেশে বা অঞ্চলে তা কমেনি। কোনো কোনো দেশ বা অঞ্চলে সংক্রমণ বেড়েছে। সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে সংক্রমণ বাড়ছে।

দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ মার্চ। এর পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে সংক্রমণের চিত্রে কয়েক দফা ওঠানামা দেখা গেছে। গত বছরের শেষ দিক থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি করোনার ওমিক্রন ধরনের দাপট চলে। পরে ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে।

কনজাংটিভাইটিস বা চোখ ওঠা রোগ : গরমে, বর্ষায় ও ঋতু পরিবর্তনের সময় চোখ ওঠা রোগের প্রকোপ বাড়ে। একে বলা হয় কনজাংটিভাইটিস বা চোখের আবরণ কনজাংটিভার প্রদাহ। সমস্যাটি চোখ ওঠা নামেই পরিচিত। রোগটি ছোঁয়াচে। ফলে দ্রুত অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে গোটা বাংলাদেশে বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে চোখ ওঠা রোগের প্রকোপ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

কনজাংটিভাইটিসের লক্ষণ হলো চোখের নিচের অংশ লাল হয়ে যাওয়া, চোখে ব্যথা বা অস্বস্তি। প্রথমে এক চোখ আক্রান্ত হয়। পরে অন্য চোখে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগে চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে। চোখের নিচের অংশ ফুলে ও লাল হয়ে যায়। আলোয় চোখে অস্বস্তি বাড়ে।



এটি এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এক সপ্তাহের মধ্যে তা সেরে যায়। রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে ছড়ায়। রোগীর ব্যবহারের রুমাল, তোয়ালে, বালিশ অন্যরা ব্যবহার করলে এতে আক্রান্ত হয়। এ ছাড়া এটি বাতাসের মাধ্যমেও ছড়ায়।

আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাবান পানি দিয়ে কিছুক্ষণ পর পরই হাত পরিষ্কার করতে হবে। কোনো কারণে চোখ ভেজা থাকলে চোখ টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নিতে হবে। ব্যবহারের পর টিস্যু পেপারটি অবশ্যই ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিতে হবে। এ ছাড়া চোখ উঠলে কালো চশমা ব্যবহার করা ভালো। এতে চোখে স্পর্শ করা কমবে এবং ধুলাবালি, ধোঁয়া থেকে চোখ রক্ষা পাবে। আলোয় অস্বস্তিও কমবে। এ ছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শে ড্রপ ও ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

করোনার এ সময় চোখ ওঠা নিয়ে আরো সতর্ক হতে হবে। কারণ করোনার সংক্রমণে কারো কারো চোখে প্রদাহ হতে দেখা যাচ্ছে। কাজেই এ সময় চোখ উঠলে করোনার অন্য উপসর্গ রয়েছে কি না তা খেয়াল করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনে করোনার পরীক্ষা করাতে হবে।

করণীয়

আড়াই বছরের লকডাউন, কোয়ারেন্টিন এবং মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতার পর বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কিন্তু মহামারি-পরবর্তী স্বাভাবিক জীবনের এ নতুন উপলব্ধি নানাভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। কভিড-১৯ মহামারিকে হারিয়ে দেওয়াটাকে আমাদের বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিতিশীল যুগের সমাপ্তিচিহ্ন হিসেবে দেখা যাবে না, বরং সেটিকে সেই যুগের সূচনাপর্বের উপসংহার হিসেবে দেখতে হবে।

অবশ্যই এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই এখনো শেষ হয়নি। আগের দুই বছরে মোট যত মানুষ কভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছিল, ২০২২ সালে তার চেয়ে বেশি সংক্রমিত হয়েছে এবং ভ্যাকসিন মৃত্যুর হার কমিয়ে আনলেও এই বছর বিশ্বব্যাপী ১০ লাখের বেশি মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। যেহেতু সরকারগুলো হালনাগাদ করা টিকার বুস্টার শট দেওয়ার কার্যক্রম গোটাচ্ছে, সেহেতু বিশ্বকে অবশ্যই একটি বড় পতনের ঢেউ ও করোনাভাইরাসের বিপজ্জনক নতুন ধরনের সম্ভাব্য উত্থানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

কভিড-১৯ শিগগির নির্মূল হয়ে গেলেও আমাদের লক্ষ্য স্থিতাবস্থার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত হবে না। প্রাক-মহামারি বিশ্বে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু যে একটি মারাত্মক রোগজীবাণুর জন্য প্রস্তুত ছিল না, তা নয়; বরং তারা এখনকার চলমান এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের বিস্ফোরণ মোকাবেলারও ন্যূনতম ধারণা আগেভাগে দিতে পারেনি। যদি আমরা এই মহামারির পরিসমাপ্তি ঘটানোকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে দেখতে থাকি, তবে নতুন স্বাভাবিক অবস্থাটি পুরনোটির মতোই ভঙ্গুর হবে।

মহামারি এখন আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। এই মহামারির সময় আমরা দেখেছি সাম্যের ভিত্তিতে একটি ন্যায়সংগত আগাম বৈশ্বিক প্রস্তুতি নেওয়ার বদলে ভ্যাকসিন বিতরণে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে এবং দরিদ্র দেশগুলোর ভ্যাকসিন পাওয়া নিশ্চিত করতে নেতাদের গড়িমসি করতে দেখা গেছে। তবে পাহাড়সমান চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্লোবাল অ্যাকসেস ফ্যাসিলিটি (কোভ্যাক্স) উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু এরপর যখন আমরা এ ধরনের একটি বৈশ্বিক সংকটের মুখোমুখি হব, তখন যাতে অধিকতর দ্রুততায় সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করতে পারি, তা আগে থেকেই নিশ্চিত করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেকোনো সম্ভাব্য সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ তহবিল ও অর্থায়ন নিশ্চিত করে রাখতে হবে অথবা নিদেনপক্ষে প্রাক-অনুমোদিত একটি কন্টিনজেন্ট তহবিল থাকতে হবে, যাতে নিম্ন আয়ের দেশগুলো অবিলম্বে জীবন রক্ষাকারী প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলোর সুবিধা পায়।

অবশ্য কোভ্যাক্স মডেল ভবিষ্যতের সব ধরনের বিপর্যয়ের জন্য 'ওয়ান সাইজ ফিটস অল' বা একের ভেতরে সব সমস্যার সমাধান নয়। তবে এটি আমাদের এমন দরকারি পাঠ দেয়, যা জনস্বাস্থ্যের বাইরের সংকটগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ স্ট্রাইপ, অ্যালফাবেট, শপিফাই, মেটা এবং ম্যাক-কিন্সির নেতৃত্বে চলা বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো কোভ্যাক্সের উদ্ভাবনী অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে ক্লাইমেট অ্যাডভান্স মার্কেট কমিটমেন্ট শীর্ষক একটি জলবায়ুসংকট সমাধান প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এখানে আগাম বিনিয়োগ করার জন্য তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য আমরা যে নীতিই রাখি না কেন, আমাদের অবশ্যই তা দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে। আমরা পছন্দ করি বা না করি, পরবর্তী দুর্যোগ সময়ের ব্যাপার মাত্র। এর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখাটাকে অবশ্য আমাদের নতুন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত করতে হবে। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের কিছু সাধারণ নিয়ম আছে, যার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং প্রস্তুত রাখতে হবে। করোনা নিয়ন্ত্রণ সেখানে অবশ্যই একটি রোল মডেল। আমাদের যে ঘাটতি লক্ষ করা যায় তা হলো সমন্বয়হীনতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেওয়া। আশা করা যায়, আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা সবাই মিলে বাস্তবায়ন করে আগামী দিনের সব সংক্রামক রোগ বা মহামারি প্রতিরোধ করতে পারব। পাশাপাশি পরিবেশ ধ্বংস এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে কঠোর কর্মসূচি নিতে হবে।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নেইপিডোর ঔদ্ধত্য বন্ধুত্রয়ের ঔদাসীন্য

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

প্রায় দুই মাস ধরে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর আরাকান আর্মির সাথে জান্তাবাহিনী 'তাতমাডা'র তুমুল যুদ্ধ চলছে। ফলে জান্তাবাহিনী বারবার বাংলাদেশের সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিবাদকে নেইপিডো সরকার আমলে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। অন্য দিকে বাংলাদেশের তিন বন্ধুপ্রতিম দেশ- চীন, ভারত ও রাশিয়া এ নিয়ে উদাসীন। এ জটিল পরিস্থিতিতে তাদের কাউকে আমাদের পাশে পাওয়া যাচ্ছে না।

১৪ আগস্ট ২০২২ যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মিয়ানমার জান্তাবাহিনীর হেলিকপ্টার বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ সীমানা অতিক্রম করে। গত ২৮ আগস্ট তাদের নিক্ষিপ্ত মর্টার শেল ঘুমধুমের তুমব্রু এলাকায় এসে পড়ে, তবে সৌভাগ্যক্রমে বিস্ফোরিত হয়নি। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর জান্তাবাহিনীর যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া দু'টি গোলা নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম এলাকায় এসে পড়ে। ৯ সেপ্টেম্বর তুমব্রু এলাকায় আরো একটি গোলা এসে পড়ে। পরে ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে তাদের ছোড়া একটি মর্টার শেল বাংলাদেশের শূন্যরেখা বরাবর রোহিঙ্গা শিবিরে এসে পড়ে বিস্ফোরিত হয়ে ১৭ বছরের মো: ইকবাল নিহত হয় ও পাঁছজন আহত হন। ওই দিন একই এলাকায় সীমান্তে গরু আনতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণে উইনু থোয়াইং তঞ্চঙ্গ্যা নামে একজনের পায়ের নিম্নাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর এ ধরনের আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘনে ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে ডেকে চারবার কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে নেপিডো আরকান আর্মির ওপর দোষ চাপিয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমারের এ ধরনের উসকানিমূলক কার্যক্রমের পেছনে তাদের বহু ধরনের উদ্দেশ্য ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২০২১ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সেনা-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং ক্ষমতা দখল করেন। এ ক্ষমতা দখল ছিল মূলত সেন-াবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের গোষ্ঠীগত ক্ষমতা এবং জাতীয় অর্থনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য, স্বার্থ বহাল রাখার নিশ্চয়তা বিধানে। এরই মধ্যে জান্তাবাহিনীর সাথে সঙ্ঘাত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। কারেন, তোসাং ও কাচিন প্রদেশেও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিদ্রোহীরা জান্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। বর্তমানে ১৭ শতাংশ ভূমিতে জান্তা সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ৫২ শতাংশ জাতীয় ঐক্যের সরকারের (এনইউজি) নিয়ন্ত্রণে এবং বাকি অঞ্চলে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর একক কর্তৃত্ব নেই (ডেইলি স্টার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২)। এমন পরিস্থিতিতে ২০০৯ সালে গড়ে ওঠা আরাকানি বৌদ্ধদের সংগঠন ইউনাইটেড লিগ অব আরাকানের (ইউএলএ) সামরিক শাখা 'আরাকান আর্মি' রাখাইনে তাদের আধিপত্য কায়েম করেছে। এদের প্রায় ৩০ হাজার সদস্য রয়েছে। রাখাইনে তারা অত্যন্ত জন-প্রিয় হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় রাখাইন রাজ্যের আধিপত্য নিয়ে আরাকান আর্মি এবং জান্তাবাহিনীর মধ্যে মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে। গত দেড় মাসে আরাকান আর্মি জান্তা সরকারের দু'টি সেনাচৌকি দখল করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কৌশলগত স্থান পালেতোয়াতে আরাকান আর্মি নিজেদের অবস্থান সুসংহত করেছে। অন্য দিকে বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন গোরিলা যুদ্ধোপযোগী পাহাড়ি এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ এলাকায় 'আরাকান আর্মি' শক্ত অবস্থান গড়তে পারলে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের সাথে তাদের যোগাযোগ জান্তা সরকারের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাখাইনের দখল ধরে রাখতে মারিয়া হয়ে উঠেছে। মূলত এর ফলে এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের গোলাবারুদ সীমান্ত সন্নিকটের এলাকায় বাংলাদেশে এসে পড়ছে। তা ছাড়া জান্তা সরকারের একটি সন্দেহও থাকতে পারে যে, বাংলাদেশে আরাকান আর্মির কোনো ঘাঁটি আছে কি না। এসব এলোমেলো গোলা ছোড়া ও আকাশসীমা অতিক্রান্তের মাধ্যমে সেসব কাল্পনিক আরাকান আর্মির ঘাঁটি খোঁজা ও বাংলাদেশকে সরব বার্তা দেয়ার উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। এমনকি আরেক দফা রোহিঙ্গাদের ঠেলে পাঠানোর পটভূমি তৈরিতে এমনটি হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। কেউ মিয়ানমারের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মতৎপরতাকে উসকানি হিসেবে দেখছেন যেন, বাংলাদেশকে সীমান্ত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে বিশ্ববাসীকে বুঝানো যায়- রোহিঙ্গা সমস্যা তাদের অভ্যন্তরীণ নয়; বরং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের দ্বিপক্ষীয় জটিল সমস্যা। এতে করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ইস্যুটি অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়। জান্তা সরকারের আরো একটি উদ্দেশ্য এর মধ্যে লুক্কায়িত থাকতে পারে- মিয়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধাবস্থা ও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বিদ্রোহী তৎপরতার সময় তৃতীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে সব বিদ্রোহীকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসনে চেষ্টা করা। তা ছাড়া চলমান গৃহযুদ্ধ ও করোনায় গত ২০ বছরের মধ্যে মিয়ানমারের দারিদ্র্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ সময় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রশমনে একটি যুদ্ধে দেশকে জড়াতে পারলে মানুষের মনোযোগ অন্য দিকে সরানো সম্ভব হতে পারে। এ দিকে 'ইউনাইটেড লিগ অব আরাকান' রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দিয়ে বহির্বিশ্বের কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে জান্তা সরকার আরো মারিয়া হয়ে উঠেছে- কোনোভাবে যেন বাংলাদেশের সাথে ইউএলএ'র যোগাযোগ স্থাপিত হতে না পারে। ইতোমধ্যে আরাকান আর্মি রাখাইনের অনেকাংশে প্রশাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। এখন তারা রাজ্যটির পুরো নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্য দিকে জান্তাবাহিনীও কিছুতে রাখাইনের দখল ছাড়তে রাজি নয়। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী হওয়ায় রাখাইনের কৌশলগত অবস্থান দুই বাহিনীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য রাখাইন অঞ্চলে ভূমির আধিপত্য হারিয়ে তারা এখন বিমান হামলার মাধ্যমে আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। একই সাথে দূর থেকে নিক্ষেপযোগ্য মর্টার ও আর্টিলারির গোলা ছুড়ছে, যার ফলে এসব গোলা মাঝে মধ্যে আমাদের ভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে।

প্রায় দুই মাস ধরে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর আরাকান আর্মির সাথে জান্তাবাহিনী 'তাতমাডা'র তুমুল যুদ্ধ চলছে। ফলে জান্তাবাহিনী বারবার বাংলাদেশের সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিবাদকে নেইপিডো সরকার আমলে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। অন্য দিকে বাংলাদেশের তিন বন্ধুপ্রতিম দেশ- চীন, ভারত ও রাশিয়া এ নিয়ে উদাসীন। এ জটিল পরিস্থিতিতে তাদের কাউকে আমাদের পাশে পাওয়া যাচ্ছে না।

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়াও আর্থ-বাণিজ্যিক ও ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করছেন। বর্তমান বাস্তবতায় ভারত, চীন ও রাশিয়া আমাদের সবচেয়ে বেশি বন্ধুপ্রতিম দেশ বলে পরিচিত কিন্তু বাংলাদেশের এমন দুর্দিনে এই তিন দেশ আমাদের থেকে দূরত্ব বজায়ে রাখছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে। রাখাইনে এসব দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ, নিজেদের (চীন-ভারত) আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব ও বৈশ্বিক ক্যানভাসে ভূরাজনৈতিক স্বার্থকে তিনটি দেশই বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে। লক্ষণীয় যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সদ্য সমাপ্ত ভারত সফর শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে নেইপিডোর সীমান্ত লঙ্ঘন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এটি কি কাকতালীয়, নাকি চীনের কোনো বার্তা ছিল? যুগ যুগ ধরে সামরিক শাসিত ও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মিয়ানমারকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আসছে বেইজিং। চীনের বিআরআই-এর ছয়টি করিডোরের একটি রাখাইন রাজ্য দিয়ে যাবে। এরই মধ্যে মিয়ানমারে ২১টি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ৬০ লাখ ডলার বিনিয়োগের এমওইউ স্বাক্ষর করেছে চীন। চীনের কুনমিং থেকে আরাকানের কাইয়াকপু পর্যন্ত পাইপলাইনের পাশাপাশি রেললাইন বসিয়ে ভারত মহাসাগরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে বেইজিং। রাখাইনের কয়াক-পিউতে চীন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতায় গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি করেছে। এটি চীনের জ্বালানি নিরাপত্তায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতও এ সময় আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দিল্লিও মিয়ানমারে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে। ভারত রাখাইনের 'সিত্তুইয়ে' বন্দর পুনর্নির্মাণ করে 'কলাদান মাল্টিমোডাল হাইওয়ের' মাধ্যমে সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলোকে সরাসরি বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত করবে। তা ছাড়া তারা মিয়ানমারে কিলোকাস সাবমেরিন, ব্রহ্ম মিসাইল, তেজশ জঙ্গিবিমান সরবরাহ করেছে। আরো লক্ষণীয়, ভারত এবার মিয়ানমারের চীনা নির্ভরতা কমানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে জান্তা সরকারকে জোড়ালো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আরেক বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়াও এ দুর্দিনে মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে সহযোগিতা করছে। দেশটিকে বিপুল অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করছে। তাই মিয়ানমার জান্তাবাহিনী নিজ দেশে বিদ্রোহ দমাতে রাশিয়ার মিগ-২৯, ইয়াক-১৩০ ও চীনের এফ-৭ বিমান ব্যবহার করছে।

অন্যান্য কার্যকারণ ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের এই বন্ধুরাষ্ট্র তিনটি নেইপিডোর সীমান্ত লঙ্ঘনের বিষয়ে নীরব। ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখিত তিনটি দেশই মুসলিমবিরোধী। (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

যুদ্ধ বন্ধ না হলে মন্দাও বন্ধ হবে না

জালাল উদ্দিন ওমর

বিশ্বজুড়েই এখন অর্থনৈতিক মন্দার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সারা বিশ্বে এখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়ে গেছে। ফলে বিভিন্ন দেশের সরকার এখন ব্যয় সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচন নীতির মাধ্যমে আমরা জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে যতই চেষ্টা করি না কেন, তা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য কোনো ধরনের সুফল বয়ে আনবে না। ব্যক্তি বিশেষের ব্যয় সঙ্কোচন ওই ব্যক্তির জন্য সাময়িক অর্থনৈতিক সুবিধা বয়ে আনে এ কথা ঠিক; কিন্তু সবাই যখন ব্যয় সঙ্কোচন করে তখন অর্থনীতিও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কারণ, একজনের ব্যয় মানে কিন্তু আরেক জনের আয়। তাই সবাই যদি ব্যয় কমিয়ে দেয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের আয় কমে যায়। বাজারে মুদ্রার প্রবাহ কমে যায় এবং অর্থনীতি গতিহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় অর্থনীতি বিকশিত না হয়ে উল্টো সঙ্কুচিত হয়। অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি হয় ও মানুষের জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। পৃথিবী থেকে যতদিন যুদ্ধ বন্ধ না হবে, ততদিন অর্থনৈতিক মন্দাও বন্ধ হবে না।

মানুষের ব্যয় সঙ্কোচন নীতি কিভাবে অর্থনীতির ক্ষতি করে একটু ব্যাখ্যা করছি। বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষের আয়ই সীমাবদ্ধ। যারা অনেক বড় ব্যবসায়ী, জমিদার ও বড় বেতনের চাকরিজীবী কেবল তাদেরই আর্থিক সমস্যা নেই। জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও সমস্যা নেই, তাদের ব্যয় কমাতে হয় না; কিন্তু যারা মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী, দিনমজুর, ছোটখাটো ব্যবসায়ী- তাদের সবারই আয় সীমিত ও নির্দিষ্ট। ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে এরা সমস্যায় পড়েন। সমস্যা কাটিয়ে উঠতে কেনাকাটা কমিয়ে দেন। অনেকে অপেক্ষাকৃত বড় বাসার পরিবর্তে একটি ছোট বাসা ভাড়া নেন। কেউ বা বাসার কাজের মানুষটিকে বিদায় করে দেন। এতে কাজের লোকটি বেকার হয়ে যায় এবং তার পরিবার কষ্টে পড়ে। তারা যদি ব্যক্তিগত কোনো গাড়ি ব্যবহার করেন, তাহলে খরচ কমানোর জন্য গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে দেবেন। এর অংশ হিসেবে ড্রাইভারকে চাকরি থেকে বিদায় করবেন। গাড়ির তেল কেনা কমিয়ে দেবেন। নতুন গাড়ি কেনাও কমে যাবে। ফলে গাড়ির আমদানিও কমবে। এতে করে গাড়ি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

খরচ কমানোর অংশ হিসেবে এসব ব্যক্তি বাসায় পত্রিকা কেনা বন্ধ করে দেবেন। পত্রিকার মালিক, প্রেসের মালিক, পেপার মিলের মালিক, কাগজ ও কালি বিক্রেতা, পত্রিকা বিক্রেতাসহ এ খাতে জড়িত সবারই আয় কমে যাবে এবং তারা সমস্যায় পড়বেন। খরচ কমাতে গিয়ে তারা পোশাক ক্রয় কমিয়ে দেবেন, হোটেল রেস্তোরাঁয় খাওয়া কমিয়ে দেবেন এবং বেড়ানো কমিয়ে দেবেন। ফলে পোশাক ব্যবসায়ী, হোটেল, পরিবহন ব্যবসায় এবং পর্যটন খাতের ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সবাই বিপদে পড়বেন। খরচ কমাতে গিয়ে তারা বিলাসিতা পরিহার করবেন এবং এতে সব ধরনের বিলাস সামগ্রীর ব্যবসায়ে জড়িতরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। জমি কেনা, বাড়ি নির্মাণ, ফ্ল্যাট কেনা আপাতত স্থগিত রাখবেন অনেকে। ফলে ইট, বালু, রড, সিমেন্ট, টাইলস, সেনিটারি আইটেম, রঙ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ এসব খাতে জড়িত ব্যবসায়ীদের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পরিণতিতে সরকারের রাজস্ব আয়ও কমে যাবে।

মূলত একটি দেশের সব মানুষের ব্যয় সঙ্কোচন আরেকটি দেশের অর্থনীতি এবং মানুষকে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর সব দেশের ব্যয় সঙ্কোচন নীতি সব দেশের অর্থনীতিকেই বিপর্যস্ত করে। এতে পুরো বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের মানুষ গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে দিলে দেশে গাড়ি ও জ্বালানি তেল আমদানি কমে যাবে। ফলে জাপানের গাড়ি রফতানি ও সৌদি আরবের তেল রফতানি কমে যাবে। আবার ব্যয় সঙ্কোচন করতে গিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার জনগণ পোশাক কেনা এবং চিংড়ি খাওয়া কমিয়ে দিলে বাংলাদেশের পোশাক ও চিংড়ি রফতানি আয় কমে যাবে। বাংলাদেশের পোশাক খাতে জড়িত সবারই ক্ষতি হবে। শিল্পপতিরা সমস্যায় পড়বেন বিধায় নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করবেন না। ফলে ব্যাংকের বিনিয়োগ ও আয় কমে যাবে। একই সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না পাওয়ায় বেকার বেড়ে যাবে। আবার আমদানি-রফতানি কমে গেলে শিপিং ও পরিবহন ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি দেশের আমদানি মানে কিন্তু আরেকটি দেশের রফতানি। সুতরাং একটি দেশের আমদানি ও আমদানি ব্যয় কমে গেলে, আরেকটি দেশের রফতানি ও রফতানি আয় কমে যাবে। যেহেতু পৃথিবীর কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল এবং প্রতিটি দেশেই একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু ব্যয় সঙ্কোচন পুরো বিশ্বের অর্থনীতিরই ক্ষতি করবে।

যে যাই বলুক না কেন, বাস্তবতা হলো- বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার জন্য যুদ্ধই অন্যতম কারণ। তাই মন্দাবস্থা কাটাতে হলে সবার আগে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। যুদ্ধ এক ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। এতে সব কিছুই কেবল ধ্বংস হয়। বিপুল মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অথচ পৃথিবীতে যুদ্ধ লেগেই আছে। সব সময়ই বিশ্বের কোনো না কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল, এখনো আছে। এক জায়গায় যুদ্ধ বন্ধ হলে সাথে সাথেই আরেক অঞ্চলে শুরু হয়েছে। এ যেন এক চলমান প্রক্রিয়া।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা মিত্ররা ২০ বছর ধরে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব ইরাক, লিবিয়া এবং সিরিয়ায় আগ্রাসন চালিয়েছে, যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ চলছে ইয়েমেনে। এখন আবার ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। এসব যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির জন্য কোনো ধরনের কল্যাণ বয়ে আনেনি; বরং সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস ও ক্ষতিই বয়ে এনেছে।

জাতিসঙ্ঘ বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের পুরোটাই অনুৎপাদনশীল ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। আর এর পুরোটাই ক্ষতি। তাই বিশ্ব অর্থনীতিতে আজ এত সঙ্কট ও মন্দার পদধ্বনি।

অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি নিয়ম আছে যা প্রতিটি লেনদেনেই প্রযোজ্য। সেটি হলো- ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের লাভ হওয়া। হয়তো একজনের বেশি আরেকজনের কম লাভ হতে পারে; কিন্তু দু'পক্ষই নি-শ্চিতভাবে লাভবান হবেন। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে এ সূত্র প্রযোজ্য হয় না। যুদ্ধে একটি বোমা ব্যবহৃত হলে একটি বাড়ি ধ্বংস হয়। ফলে বোমার উৎপাদনখরচ ও বাড়ির নির্মাণখরচ উভয়ই সরাসরি ক্ষতি। এভাবেই যুদ্ধে ব্যয় করা অর্থের পুরোটাই কেবল বিনষ্ট হয়। বিনিময়ে কোনো রিটার্ন আসে না। এভাবেই মন্দার সৃষ্টি হয়। আর পৃথিবীর দেশগুলো যেহেতু একে অন্যের সাথে যুক্ত ও নির্ভরশীল তাই মন্দায় সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের জোয়ার-ভাটা, হিমালয় আর মেরু অঞ্চলের বরফ গলায় সারা বিশ্বের পানির স্তর যেমন প্রভাবিত হয় ঠিক তেমনি পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের দু'টি দেশের মধ্যকার যুদ্ধে সারা বিশ্বের অর্থনীতিও প্রভাবিত হয়।

যুদ্ধ বিশ্ববাসীর জন্য সবসময় কেবল দুর্ভোগই নিয়ে আসে। যে দুর্ভোগের পরিমাণ হিসাবের বাইরে, যার বোঝা সারা বিশ্বের ৮০০ কোটি মানুষকে বইতে হয়। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সারা বিশ্বের নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়ে এবং প্রায় ৫০০ কোটি মানুষ এর ফলে কষ্ট পায়। সুতরাং বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের এই দায়ভার যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর ওপর বর্তায়। অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো, তাদের জনগণ ও নেতারা কেউই পৃথিবীতে যুদ্ধ শুরু করেনি। তাই চলমান বিশ্বমন্দার জন্য তারা দায়ী নন। মূলত সবচেয়ে উন্নত, সভ্য ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের সৃষ্ট দুর্ভোগ তারা বহন করছে। এ রাষ্ট্রনেতাদের সৃষ্ট যুদ্ধ পুরো মানবজাতির জন্য ভয়াবহ দুর্ভোগ নিয়ে এসেছে। তাদের ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে সারা বিশ্বে আজ অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে কষ্ট পাচ্ছে বিশ্বের শত শত কোটি মানুষ।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্ব নেতাদের যুদ্ধ-সঙ্ঘাত চিরতরেই বন্ধ করতে হবে। বিশ্বকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করতে হবে। মানুষকে স্বাভাবিক এবং ভীতিহীন পরিবেশে কাজ করার ও বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে হবে। তা হলে মানুষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড, উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। ফলে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে এবং অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হবে না।

লেখক: প্রকৌশলী ও উন্নয়ন গবেষক

ভারতীয় কংগ্রেসে নেতৃত্বের ভ্রান্তি

(১৪ পাতার পর)

পরিণামে কংগ্রেস ওই সামাজিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলে। অন্য বর্ণহিন্দুদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণরাও বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়ে; উত্তরপ্রদেশে দলিতরা চলে যায় মায়াবতীর বিএসপি শিবিরে। উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের মাত্র ৩ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি এরই সাক্ষ্য বহন করে। সভাপতি পদে খারগের নির্বাচন কংগ্রেসের প্রতি দলিতদের আস্থা ফেরানোর একটা ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে। বিজেপি যেমন দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রে, যেখানে পরিচয়ের রাজনীতি বা আইডেন্টিটি পলিটিক্স প্রাধান্য বিস্তার করে আছে; খারগের কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া একটা বড় ঘটনা হতে পারে।

বলা হতে পারে, পাঞ্জাবে দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত চরণজিৎ সিং চান্নিকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানোর পরও কংগ্রেস গোহারা হেরেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পাঞ্জাবে পরাজয়ের জন্য চান্নি যতটা দায়ী, এর চেয়ে বেশি দায়ী নভজোত সিং সিধু, যিনি যে কোনো মূল্যে চান্নির জয় ঠেকানো হবে বলে রীতিমতো পণ করেছিলেন। সিধুকে বাদ দিয়ে কেন চান্নিকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলো- এ নিয়ে সিধু ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। আর খারগে কিন্তু চান্নি নন। তিনি অনেক বেশি বিচক্ষণ। উপরন্তু কংগ্রেসের জাতীয় পর্যায়ে কোনো সিধু নেই।

যাঁরা বলছেন, সভাপতি হিসেবে খারগের কোনো ক্ষমতা থাকবে না; তিনি হবেন গান্ধী পরিবারের পুতুল মাত্র, তাঁদের মনে রাখা দরকার- আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, গান্ধী পরিবারই এ মুহূর্তে কংগ্রেসের প্রাণ। বিজেপির অস্তিত্ব যেমন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ-আরএসএস ছাড়া চিন্তা করা যায় না, তেমনি গান্ধী পরিবার ছাড়াও কংগ্রেসকে ভাবা যায় না।

আশুতোষ: 'হিন্দু রাষ্ট্র' বইয়ের লেখক এবং সত্যহিন্দি ডটকম পোর্টালের সম্পাদক। এনডিটিভি ডটকম থেকে ভাষান্তর সাইফুর রহমান তপন

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে ইমরুল হাসানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেসের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেয়েছিলাম। বাংলাদেশ থেকে বৈধ ভিসা নিয়ে আসার একজনকে আমি বিয়ে করেছি। তার এদেশে কোন বৈধ স্ট্যাটাস নেই।

এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে- আমি কি এখন আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে পারব? নাকি আমার সিটিজেনশীপ পাওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? আর আমি যদি এখন এদেশের বাইরে অর্থাৎ দেশে বেড়াতে যাই তাহলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা? এই ধরনের প্রশ্ন আমি আগেও এই বিভাগে পেয়েছি কিন্তু এখন নিজের প্রয়োজনে পরামর্শ চাচ্ছি।

ইমরুল হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী। ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানদের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন গৃহিত হবার পরে বিয়ে করলে তার স্ত্রী সাধারণ নিয়মে পড়বেন। তিনি অতিরিক্ত বেনিফিটের আওতায় থাকবেন না। এখান থেকে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের ইন্টারভিউ এর জন্য উপযোগী হতে হলে স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে বৈধ প্রবেশাধারী হতে হবে। সেই সাথে উল্লেখ্য যে তাকে বৈধ স্ট্যাটাসধারী হতে হবে।

আবার পিটিশনার যদি ইউএস সিটিজেন হন এবং সন্তান, মা-বাবা অথবা স্পাউসের গ্রিনকাডের জন্য ফাইল করতে চান সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৈধ প্রবেশধারী হলেই চলবে। আর আপনি ইউএস সিটিজেন হলে তখন আপনার স্পাউসের গ্রিনকার্ডের ইন্টারভিউ এখান থেকে হবে।

আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী সে কারণে যে কোন সময় এদেশের বাইরে ভ্রমণে যেতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে একজন গ্রিনকার্ডধারী এক বছরের কম সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু একজন গ্রিনকার্ডধারী বিনা অনুমতিতে এক বছরের বেশি সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করার হলে সেক্ষেত্রে তাকে পুনঃ প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে। নাহলে এদেশে প্রবেশের সময় অসুবিধার সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয় এ জন্যে গ্রিনকার্ড বাতিল হয়ে যেতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার আর তাহোলা যে আপনি রাজনৈতিক আশয়ের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেয়েছেন সেকারণে বিশেষ জরুরী নাই হলে নিজ দেশে বেড়াতে যাওয়া থেকে বিরত থাকই শ্রেয়।

নিউইয়র্ক থেকে চৌধুরী জামানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী এখনও বাংলাদেশে অবস্থান করছে। আমি বাংলাদেশে অবস্থানকারী আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। সে কারণে আমি আপনার পরামর্শ পাবার জন্য এই চিঠি লিখছি।

বিষয়টি হচ্ছে বেশ কয়েক বছর আগে একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিলো। সেখানে আমার সন্তান আছে। আমি আমার ঐ প্রথম স্ত্রীর মাধ্যমে সিটিজেনশীপ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজন ঘটনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় ঔ সম্পর্ক আর দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের সম্পর্ক আর টিকে নি। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে কারণে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি যখন বাংলাদেশে আমার এই স্ত্রীর জন্য আবেদন করব তখন কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা। বর্তমানে একটি বিষয় আমার এই স্ত্রীর সাথে আমার বয়সের ফারাকটা বেশি এটার জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কিনা?

চৌধুরী হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার জন্য কোন রকম সমস্যা না থাকলে আমি মনে করি যে আপনার প্রথম বিয়ে এ ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপানর প্রথম স্ত্রীর ঘরে সন্তান আছে। আপনাদের ঐ সন্তান প্রমাণ করে যে আপনাদের বিয়ে ছিলো প্রকৃত বিয়ে। সত্যিকারভাবে সংসার করার জন্য বিয়ে হয়েছিলো।

আপনি উল্লেখ করেছেন আপনার বর্তমান স্ত্রীর সাথে আপনার বয়সের ব্যবধান সম্পর্কে। এ বিষয়ে বলতে চাই যে বয়সের ব্যবধান কম থাকাটাই প্রকৃত বিয়ের প্রমাণ হয়। আপনাদের তথ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে এই বিয়ে আপনাদের প্রকৃত বিয়ে। যেমন বিয়ের ছবি, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যেকার যে কোন বয়সের যোগাযোগের প্রমাণ। আপনাদের কোথাও ভ্রমণের গেলে সেখানকার টিকেটের কপি হোটেল ভাড়ার রশিদ ইত্যাদি এসবেরে প্রমাণ বহন করে। আপনার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে হলে নিম্নের তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ

ম্যারেজ সার্টিফিকেট, ২) ডিভোর্স লেটারের কপি, ৩) আপনার সিটিজেনশীরেপ কপি, ৪) আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ২ কপি করে চবি।



তারপর আপনার কেস প্রকৃত হলে তখন আপনার এফিডেভিট অব সাপোর্টের জন্যে লাগবে নিম্নের তথ্যাদি।

ট্যাক্স রিটার্ন (ডব্লিউ-২ ফরম), ২) জব লেটার, ৩) ব্যাংকের চিঠি, ৪) সিটিজেনশীপের কপি।

অবশেষে উল্লেখ্য যে, আপনার ইমিগ্রেশনের বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা শ্রেয়। তিনি আলোচান শেষে আপনার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবেন।

আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আজ ইমিগ্রেশনে কেস ফাইল করা সম্পর্কে আলোচনা করছি। যা আগেও আলোচ করা হয়েছে। ইমিগ্রেশনের অধিকাংশ কেস ফইল করা বেশ সহজ। ইমিগ্রেশনের ওয়েব সাইট ও অনেক সহায়ক। এই ওয়েবসাইটটি খুব সতর্কতার সাথে দেখে নেবার জন্য আমরা পরামর্শ দেই। কিংবা না বুঝতে পারলে বা সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকলে ইউএসসিআইএস'র সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও কোন কেস ফাইল করার আগে ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও পরামর্শ করা যেতে পারে। আর কেস ফাইল কতরার আগে কয়েকটি স্তর বা ধাপ উল্লেখ করছি। যা অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপযুক্ত পরামর্শঃ

একটি ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের জন্য আলাদা আলাদা ফরম পূরণ করতে হবে। সেকারণে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে উপযুক্ত ফরম বা ফরমসমূহ নির্ধারণ করা এবং ফরম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর আরো নিশ্চিত হতে হবে যে সাম্প্রতিক ভার্সনে ফরম পূরণ করা হচ্ছে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়াই ফরম সংশোধন করে থাকে। নতুন ভার্সন প্রবর্তন করার পর পুরনো ভার্সনের ফরম আর গৃহিত হয় না। যদি কেউ পুরনো ফরম ব্যবহার করে তবে তার কেস প্রত্যাখ্যান হবে এবং তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট থেকে ফরমটি নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চত হতে হবে। ইউএসসিআইএস'র কাছে আবেদন করে মেইলেও ফরম পাওয়া যেতে পারে।

ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে নিম্নের নির্দেশনাবলী ভালো করে জানরতেও পড়তে হবেঃ

সম্পূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে ফরম পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফরমেই নির্দেশাবলী দেয়া থাকে। ফরমে দেয়া নির্দেশনাবলী আবেদনকারীরকে ভালো করে পড়ে নিয়ে সেটা অনুসরণ করতে হবে।

প্রত্যেক ফরমের নিচে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। সঠিক স্থানে স্বাক্ষর করা হেয়ছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

প্রত্যেক ফরমের নিচে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। সঠিকস্থানে স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসঃ

প্রত্যেক আবেদনের নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট জরুরী। প্রত্যেক ফরমে আবেদনের জন্য প্রয়োজনী ডকুমেন্টের তালিকা আছে। নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথাও বলা আছে ফরমে। উদাহরণ স্বরূপঃ ফলমে জন্ম সনদ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনার জন্ম সনদ কখনো রেজিস্টার করা হয় নাই। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার জন্ম সনদের পরিবর্তে জন্মের দুটি এ্যাফিডেভিট সাপোর্টিং হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অবশ্যই ইংরেজিত হতে হবে। অথবা অন্য ভাষার সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদের কপি সংযুক্ত করে দিতে হবে। ফরমের সঙ্গে অরিজিনাল কপি পাঠালে সেটা রেকর্ডের অংশ বলে গণ্য হবে এবং ইমিগ্রেশন সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত দেবে না। সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো কাগজের একদিকে লিখিত হতে হবে।

ইমিগ্রেশন ফিঃ

প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। যদি নির্দিষ্ট ফি'র অধিক প্রদানর করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে আপনার আবেদন ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যেমন আই-১৩০ ফরমের জন্য সেসময়ের সঠিক ফি পাঠাতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি সঠিক ফি না পাঠিয়ে কম ফি পাঠান তবে ইমিগ্রেশন সেটা আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইমিগেশন আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবে?

ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, সঠিক ঠিকানায় আবেদন মেইল করা হচ্ছে কিনা। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইঠে সঠিক ঠিজানা পাওয়া যাবে। আপনার নিজ ঠিকানা অনুযায়ী আবেদন করার ঠিকানা নির্ধারিত হবে। ইউএস পোস্ট অফিস অথবা এক্সপ্রেস মেইলেও আবেদন করা যাবে।

অনেক সময় এক্সপ্রেস মেইলের ঠিকানা ইউএস পোস্ট অফিসের ঠিকানা থেকে পৃথক হয়। একটি এনভেলাপের একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে আমাদের। উদাহরণঃ আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনি আপানর মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি আই-১৩০ ফরম পূরণ করতে হবে। সেই সাথে ইমিগ্রেশন ফি'র জন্য দুটি পৃথক চেক পাঠাতে হবে। আপনি একসঙ্গে উভয় ফরম মেইল করতে চাইলে আপনাকে উভয় ফরম আলাদা করে পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করা সহজ। তবে প্রয়োজনে একজন প্রফেশনাল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা শ্রেয়। ফরম, ফি এবং মেইলিং ঠিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়। কোন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করলে আপনার সময় বাঁচবে। সেই সাথে জঠিলতা এড়ানো যাবে। ভুল এবং বেঠিক তথ্য দিলে কতিপয় সুবিধা থেকে আপনি বঞ্চিত হতে পারেন।

ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে সাধারণ তথ্য এবং ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যাবে। তবে আপনার পরিস্থিতি যদি ব্যতিক্রমী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইমিগ্রেশন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আমরা বলে থাকি।

প্রয়োজনে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ প্রফেশনালের সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হলে তাতে কারে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায়। এক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উত্তম বলে আমরা মনে করি।

এক্ষেত্রে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের মত প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউ-ইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ঘরের কথা পরে জানে যেভাবে

মাহফুজুর রহমান মানিক

এটাও সত্য, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অন্তর্জাতিক আইন এবং রীতিনীতির কারণে অনেক বিষয় আর অভ্যন্তরীণ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কেবল উপদেশ দেওয়াই নয়, বরং হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই জাতিসংঘের সদস্য (১৯৩টি)। এর বাইরেও জাতিসংঘের অনেক অঙ্গ সংস্থা রয়েছে নানা বিষয়ে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে বিদেশিরা প্রায়ই বক্তব্য দিয়ে থাকেন। দেশের রাজনীতিসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা কথা বলেন। মঙ্গলবারের সমকালে আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন জরুরি। তাঁর ভাষায়, এ দেশের সুন্দর একটি সংবিধান রয়েছে। এ সংবিধানের আলোকেই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব। এর আগের দিন সোমবারের সমকালে এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য। জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা প্রত্যাশা করেছেন, বাংলাদেশে যেন সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হয়। রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে হামলা ও বাধার ঘটনা তাঁরা দেখতে চান না।

বিদেশিদের এমন ধরনের বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীনরা ভালোভাবে নেন না। সে জন্য তাঁরা এর পাল্টা বক্তব্য দেন। গত ৪ অক্টোবর মঙ্গলবারের সংবাদমাধ্যমে এমন বক্তব্য এসেছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিদেশিদের উদ্দেশে বলেছেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন? আগে নিজেদের দেশের অবস্থা দেখুন; তার পর বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলুন। সরকারের মন্ত্রীরা যে পরামর্শ দিয়েছেন, তাকে অযৌক্তিক বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যাবে না- আমাদের অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে বিদেশিরা অনেক আগ থেকেই বক্তব্য দিয়ে আসছেন এবং আমরাই তাঁদের এ সুযোগ করে দিয়েছি। রাজনীতি বিষয়ে সাংবাদিকরা অনেক সময় আগ্রহী হয়ে বিদেশিদের কাছে জানতে চান- 'আগামী নির্বাচন কেমন হবে' কিংবা 'সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ আছে কি' ইত্যাদি। আবার বিরোধী দলও সংকটে পড়লে বিদেশিদের কাছে ধরনা দেয়। রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতনমাত্রই জানেন, নব্বইয়ের দশক থেকে এমন চর্চা চলে আসছে। বড় দুই দলও তাদের অবস্থানের আলোকেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বিদেশি কূটনীতিকদের তৎপরতা যখন তাদের পক্ষে যায়, তখন তারা চুপ থাকে বা সমর্থন জানায়। বিপরীত দিকে গেলেই 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ'-এর অভিযোগ করে। বস্তুত আমাদের সামষ্টিক এ অবস্থানের কারণেই বিদেশিরা এ সুযোগ পান।

আমাদের এ অবস্থা কেন তৈরি হলো, সেটি বোধগম্য। প্রথমত, আমাদের এখানে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক চর্চার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখানে সুশাসন ও মানবাধিকার নিয়ে সংগত প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বিদেশনির্ভর। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলা চলে আমাদের পণ্য রপ্তানির প্রধান বাজার। তা ছাড়া বড় বড় প্রকল্পে ঋণ দেওয়াসহ অনেক ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশকে সহায়তা করে। সে কারণেই পশ্চিমা বিশ্ব অনেক সময় নাক গলাতে চায়, যা অপ্রত্যাশিত। পারিবারিক কোনো বিষয়ে ওই পরিবারের সদস্য ছাড়া যেমন তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানো গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে পারিবারিক বিরোধে ছোটখাটো বিষয়ে নিজেরা সমাধান করতে পারে। কিন্তু যখন বিরোধ অনেক বড় হয়ে ওঠে এবং ঘরের খবর আর ঘরে থাকে না, তখন তৃতীয় পক্ষ হাজির হতে বাধ্য হয়।

এটাও সত্য, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অন্তর্জাতিক আইন এবং রীতিনীতির কারণে অনেক বিষয় আর অভ্যন্তরীণ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কেবল উপদেশ দেওয়াই নয়, বরং হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই জাতিসংঘের সদস্য (১৯৩টি)। এর বাইরেও জাতিসংঘের অনেক অঙ্গ সংস্থা রয়েছে নানা বিষয়ে। জাতিসংঘ রচনা করেছে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র। তাই কোনো দেশে মানবাধিকার লংঘিত হলে সেটা নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদ হয়। যেমন রোহিঙ্গা সংকট মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। দেশটি যেভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন করেছে; জাতিগতভাবে তাদের নির্মূল করতে চেয়েছে, তাতে সেটি বৈশ্বিক সংকটে রূপান্তরিত। সে জন্যই এর বিরুদ্ধে বিশ্ব সোচ্চার। উইঘুরে চীন যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, তা নিয়ে বৈশ্বিক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

বাংলাদেশ নিয়েও আমরা দেখেছি অন্যদের আলোচনার অন্যতম বিষয় মানবাধিকার। এখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো কথা বলেছে। এর বাইরে বাংলাদেশের দুর্নীতি নিয়েও বৈশ্বিক উদ্বেগ আমরা দেখেছি। অনেক আগ থেকেই আমাদের এখানে দুর্নীতি যেভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে, সেটিও প্রকাশ হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে। দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছরই বৈশ্বিক দুর্নীতি সূচক প্রকাশ করে এবং যথারীতি সেখানে বাংলাদেশের দুরবস্থা লক্ষণীয়। তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পরও মন্ত্রীরা সংস্থাটির সমালোচনা করেন। নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা প্রায়ই যে বক্তব্য দেন, তার ভিত্তিও অনস্বীকার্য।

মনে রাখা দরকার- 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর অংশ হিসেবে বিশ্ব থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই বলেই অভ্যন্তরীণ বলে অনেক বিষয় এড়ানোর সুযোগ নেই। বরং প্রয়োজনে অন্যদেরও ডাকতে হয়। এমনকি অভ্যন্তরীণ যে নির্বাচন; তার গ্রহণযোগ্যতা পেতেও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং স্বীকৃতি প্রয়োজন। ফলে অভ্যন্তরীণ বলে অনেক বিষয়েই উদাসীন থাকার অবকাশ নেই। আমাদের ঘর ঠিক থাকলে অন্যরা কথা বলার সুযোগ পাবে না কিংবা কথা বললেও পাল্টা জবাব দেওয়ার মতো আমাদের শক্তি ও অবস্থান থাকবে।

লেখক: সমকালের জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক



করোনার টিকাবিজ্ঞানীরা এবারো পাননি নোবেল পুরস্কার

সৈয়দ আবদাল আহমদ

করোনার টিকাবিজ্ঞানীরা এবারো নোবেল পুরস্কার পাননি। যুগান্তকারী 'এমআরএনএ প্রযুক্তি' এবং এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্ভাবিত টিকা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে সুরক্ষা দিয়েছে প্রাণ বাঁচিয়েছে। ফলে বিজ্ঞান জগতে নোবেল পুরস্কারের জন্য এ বিষয়টিই বেশি আলোচিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো শাখাতে এ পুরস্কার এবার দেয়া হয়নি। সাংবাদিকরা এ নিয়ে সুইডেনে নোবেল পুরস্কার কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারা বলেছেন, এমআরএনএ প্রযুক্তির সফলতা বিজ্ঞান জগতে একটি সাফল্যের গল্প। তেমনি এমআরএনএ ও ডিএনএ-ভিত্তিক নেক্সটজেন টিকার উদ্বাবনও যুগান্তকারী ঘটনা। তবে এ বিষয়ে তারা আরো সময় নিচ্ছেন।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বিজ্ঞানে ২০২২ সালের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সাহিত্যে, পরদিন শুক্রবার শান্তিতে এবং এরপর সোমবার অর্থনীতিতে ঘোষিত হয় নোবেল পুরস্কার। বিজ্ঞানের তিনটি শাখা চিকিৎসা, পদার্থ ও রসায়নে চমৎকার বিষয়ে যুগান্তকারী গবেষণায় এবার নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন সুই-ডিশ জিনবিজ্ঞানী ড. সভান্তে পাবো। বিলুপ্ত হোমি-নিনদের জিনোম ও মানুষের বিবর্তনের বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি এ পুরস্কার পান। সভান্তের বাবা বায়োকেমিস্ট সুন্যা বারিস্ট্রামও ১৯৮২ সালে চিকিৎ-সাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সভান্তে পাবোর গবেষণাটি খুব চমৎকার। নোবেল কমিটি তাদের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছেন যে, হোমিনিন হলো হোমিনিন ট্রাইব' ভুক্ত সব প্রাণী। 'হোমো'গণ অর্থাৎ আধুনিক মানুষ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, মেনি নিয়ান্ডার্থাল, অস্ট্রালোপিথিকাসহ অন্যান্য অনেক বিলুপ্ত গণও এর অন্তর্গত। এ বিলুপ্ত হোমিনিনদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কী? আমরা, হোমো স্যাপিয়েন্স, বাকি হোমিনিনদের থেকে ঠিক কিভাবে আলাদা? এসব প্রশ্নের জবাব বের করার একটি উপায় খুঁজে বের করেছেন এ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী। তিনি গবেষণা করে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

ড. সভান্তে পাবো নিয়ান্ডার্থলদের জিনোম সিকোয়েন্স করেছেন। একইসাথে আবিষ্কার করেছেন নতুন এক হোমিনিনসহ গণ, যার নাম 'ডেনিসোভা'। গবেষণায় তিনি দেখান এ বিলুপ্ত হোমিনিনদের সাথে হোমো স্যাপিয়েন্সের জিন বিনিময় হয়েছিল প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে। এ জিন বিনিময়ের প্রমাণ এখনো রয়ে গেছে আমাদের শরীরে-কম অক্সিজেনে মানিয়ে নেয়ার জিন কিংবা জীবাণু থেকে আমাদের শরীরে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে। তার গবেষণায় বিজ্ঞানের নতুন এক শাখার সূচনা হয়েছে-'প্যালিওজিনোমিক্স' বর্তমান মানুষের সাথে আদিম মানুষ বা বন মানুষ যা বিলুপ্ত হোমিনিনদের জিনের পার্থক্য বের করার পথে তার আবিষ্কার আমাদের অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আধু-নিক মানুষ অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্সের উৎপত্তি আফ্রিকায়, প্রায় তিন লাখ বছর আগে। আর মানুষের সবচেয়ে কাছের নিয়ান্ডার্থালদের উৎপত্তি সাত লাখ বছর আগে। প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে তারা বিলুপ্ত হয়। বিশ শতকের একদম শেষে এসে আধুনিক মানুষের জিনোম সিকোয়েন্স করা হয়।

বিজ্ঞানী সভান্তে পাবোর বয়স যখন ১৩ বছর, তখন তার মা তাকে মিসরে নিয়ে গিয়েছিলেন ছুটি কাটাতে। প্রাচীন মিসরের মমি এবং পিরামিড দেখার পর তার আগ্রহ তৈরি হয় মানুষের বিবর্তনের ব্যাপারে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে জার্মানির লাইপজিগের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ইভোল্যুশনারি অ্যানথ্রোপলজি বিভাগে চাকরি নেন। সেখানে নিয়ান্ডার্থালদের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি সেখানে ডিএনএ নিউক্লিয়াসের গঠন সম্পর্কে গবেষণার গুরুত্ব দেন। অবশেষে তিনি ও তার দল পুরাতন হাড় থেকে ডিএনএকে আলাদা করেন এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি ক্রগামত ডেভেলপ করতে থাকেন এবং জিনবিন্যাসকে সুদক্ষ করে তুলেন। ড. সভান্তে পাবো তার গবেষণার মাধ্যমে শুধু নিয়ান্ডার্থালদের ডিএনএর বিন্যাস আবিষ্কার করেননি, এর জিনোম এবং আধুনিক মানুষের মধ্যে সংযোগও খুঁজে পান। তিনি প্রমাণ পান যে, হোমো স্যাপিয়েন্সের সাথে নিয়ান্ডার্থালদের যৌন সম্পর্কও ছিল এবং নিয়ান্ডার্থালদের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটেছিল। তার আবিষ্কৃত ডেনিসোভান এশিয়ায় বাস করতো। এসব আবিষ্কারের স্বীকৃতি ড. সভান্তের নোবেল পুরস্কার।

আলবার্ট আইনস্টাইন যাকে বলেছিলেন 'দূর থেকে ভুতুড়ে কান্ড-কারখানা', তাই জিতে নিলো এবার ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার। নোবেলজয়ী অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী আরউইন শ্রয়েডিঙ্গার যাকে বলেছিলেন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একমাত্র বৈশিষ্ট্য, তা-ই জিতে নিলো এবারের নোবেল। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গবেষক। এরা এন্ট্যাঙ্গল্ড পার্টিকেল (অদ্ভুতুড়ে গাঁটছড়াবদ্ধ কণা) নিয়ে কাজ করেন।

বেল ইনইকুয়ালিটি বা বেলে অপ্রতিসমতা ভঙ্গের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ এবং কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্সের (কোয়ান্টাম তথ্যবিজ্ঞান) অগ্রদূত হিসেবে তিন বিজ্ঞানী ফরাসি ড. অ্যালান আসপেক্ট, আমেরিকান জন ক্লাউসার এবং অস্ট্রীয় অ্যান্টন জেইলিঙ্গার এবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম বিস্ময়কর বিষয় হলো কোয়ান্টাম অ্যান্টেঙ্গেলমেন্ট। এটি ছিল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আইনস্টাইনের সবচেয়ে বড় অভিযোগ। দুই বা ততোধিক কণা বা সিস্টেম আলাদা হলেও একই তথ্য বহন করে।

১৯৭২ সালে ক্লাউসার ও ফ্রিডম্যান বেলের কাচের ওপর ভিত্তি করে প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ হাজির করেন। ১৯৮০-৮২ সালে বিজ্ঞানী জন ক্লাউসারের সেটআপের কিছু ত্রুটি দূর করে আরো শক্ত প্রমাণ দেন অ্যালান আসপেক্ট। ১৯৯৮ সালে অ্যান্টন জেইলিঙ্গর তার পরীক্ষায় কোয়ান্টাম অ্যান্টেঙ্গেলমেন্ট ব্যবহার করে কোয়ান্টাম স্টেট আরেকটি দূরের সিস্টেমে পাঠাতে সক্ষম হন। আধুনিক সময়ের কোয়ান্টাম ইনফরমেশন দাঁড়িয়ে আছে কোয়ান্টাম সিস্টেমের এ অ্যান্টেঙ্গেলমেন্ট ধর্মের ওপর। তাই তাদের এই কাজ যুগান্তকারী বলে বিবেচিত হয়েছে। অনেক বছর ধরেই ওই চার বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ফ্রিডমান ২০১২ সালে মারা যান। বাকি তিনজনকে তাই এ পুরস্কারে মনোনীত করা হয় বলে উল্লেখ করেছে নোবেল কমিটি।

ক্লিক রসায়ন এবং বায়োঅর্থোগোনাল রসায়নে অবদান রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যারোলিন আর বার্তোজ্জি, ডেনমার্কের ইউ-নিভার্সিটি অব কোপেন হেগেনের অধ্যাপক মর্টেন মেলডাল ও যুক্তরাষ্ট্রের স্ক্রিপস রিসার্চের গবেষক কে ব্যারি শার্পলেসকে এবার রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। কে ব্যারি শার্পলেস এর আগে ২০০১ সালেও রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

টিকায় হার মানল করোনা মহামারী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসীকে একটি সুস-ংবাদ জানিয়েছেন। সুসংবাদটি হচ্ছে করোনা মহ-ামারীর শেষ দেখা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী করোনার নতুন নিশ্চিত সংক্রমণের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। তাই এ মহামারী শেষ করার সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, যদি আমরা এ সুযোগ না নেই, তাহলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে করোনার আরো ধরন, আরো মৃত্যু আরো বাধাবিঘ্ন এবং আরো অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে। এজন্য করোনার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সব সদস্যকে টিকা দিতে দেশগুলোকে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২০১৯ সালের শেষ দিকে চীনের উহানে প্রথম নোবেল করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। পরে তা মহামারী আকারে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়ার্ল্ডোমিটার্সের হিসাব অনুযায়ী, ৬৫ লাখ ৫০ হাজার ৪৭৬ জন মানুষ (২ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত) মারা গেছেন। সংক্রমিত হয়েছেন ৬১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, বিশ্বে করোনায় প্রকৃত মৃত্যু দেড় কোটিরও বেশি। বিশেষ মডেলিংয়ের মাধ্যমে ইকোনমিস্টের করা হিসাব অনু-যায়ী, বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা আনুমানিক এক কোটি ২০ লাখ। সে যাই হোক, সুখবর হচ্ছে ২০২০ সালের মার্চ থেকে বিশ্ব যে আতঙ্ক ও হতাশার মধ্যে ডুবেছিল, সেটা এখন আর নেই। এর প্রধান কারণ করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার। মহামারী শুরু হওয়ার মাত্র এক বছরের মাথায় টিকা আবিষ্কার হয়ে যায়। তাও কার্যকর নেক্সটজেন কয়েকটি টিকা। এই কার্যকর টিকার সংখ্যা এক ডজনেরও বেশি। শুধু তাই নয়, টিকা আবিষ্কারে এবার সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা হচ্ছে 'এমআরএনএ' বা মেসেঞ্জার আরএনএ প্রযুক্তি। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এমআরএনএ টিকা আবিষ্কার একটি দুর্দান্ত সাফল্যের গল্প, যা মানবজাতির জন্য ব্যাপক অবদান রেখেছে। আগে শুধু ডিএনএ-ভিত্তিক টিকা হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে এগুলো তৈরি হয়েছে ভাইরাল ভেক্টর প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

প্রসঙ্গত আরো একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে, দ্রুত টিকা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে চীনা বিজ্ঞানীদের কোভিড-১৯ ভাইরাসের জিনোম বের করে উন্মুক্ত করে দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। করোনাভাইরাসের জেনেটিক সিকোয়েন্স প্রকাশিত হওয়ামাত্র বিজ্ঞানীরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে ল্যাবে কোভিড-১৯ এর জিন সিকোয়েন্স পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। কেউ গবেষণা শুরু করেন প্রচলিত ডিএনএ-ভিত্তিক ভাইরাল ভেক্টর প্রযুক্তি নিয়ে, কেউ নতুন প্রযুক্তি এমআরএনএ নিয়ে। করোনাভাইরাসের গায়ে সুচালো ফলার মতো লাগানো থাকে। এগুলো 'এস প্রোটিন' বা স্পাইক প্রোটিন। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন কোভিড-১৯ এর জিনোম পরীক্ষা করে যদি স্পাইক প্রোটিন তৈরির সঙ্কেত ধরা যায়, তাহলে শরীরের মধ্যে গোটা ভাইরাসটি না ঢুকিয়ে সিনথেটিক (ল্যাবে তৈরি করা) 'মেসেঞ্জার আরএনএ' এর সাহায্যে শুধু স্পাইক প্রোটিনটিকে কোষের মধ্যে তৈরি করা যেতে পারে। এটা করতে পারলেই সফলতা। শরীরের কোষ ধরে নেবে যে দেহের ভেতর আসল ভাইরাস ঢুকে পড়েছে। যথারীতি শরীর করোন-াভাইরাসের সাথে লড়াই করতে প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরি করতে থাকবে। এভাবে বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারে কয়েকটি আরএনএ ভ্যাকসিন ডিজাইন করেন, যেগুলো মানুষের শরীরে কোষের মধ্যে গিয়ে স্পাইক প্রোটিন তৈরি করার সঙ্কেত দিতে পারে। এভাবে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকার যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়ে যায়। আরএনএ এবং ডিএনএ-ভিত্তিক আবিষ্কৃত ভ্যাকসিনগুলো শরীরকে প্রয়োজনীয় জিনগত কোড দেয়, যা আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেমকে নিজ থেকে 'অ্যান্টিজেন' তৈরি করতে সহ-ায়তা করে। সবগুলো টিকার সাহায্যে দেহকে 'মেমরি' টি-লিম্ফোসাইট' সরবরাহ করা হয়, যা কিভাবে ভবিষ্যতে সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে তা মনে রাখবে। টিকা দেয়ার পর 'টি-লিম্ফোসাইট' ও 'বি-লিম্ফোসাইট'গুলো তৈরি হতে কয়েক সপ্তাহ লাগে। আর এভাবেই টিকাটি ভাইরাসকে পরাজিত করে।

আবিষ্কৃত এ টিকা করোনাভাইরাস মহামারী দমনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বিশ্ব ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক টিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস টিকা প্রয়োগ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ পর্যন্ত ১৮৪ দেশে এক বছরের মধ্যে ১২.৭ বিলিয়ন (১ বিলিয়নে ১০০ কোটি) ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্লুবমার্গের হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন ৭০.০৭ মিলিয়ন ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ৬৮ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে এক ডোজ টিকার আওতায় আনা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ইমপিরিয়াল কলেজের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনার টিকা দেয়ার ফলে বিশ্বের প্রায় ১ কোটি ৪৪ লাখ মানুষের মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। টিকা না হলে এ সময়ে মৃত্যুর যে রেকর্ড হয়েছে তার সাথে এ সংখ্যা যোগ হতো।

হার না মানা বিজ্ঞানী কারিকোর গল্প:

হার না মানা এক বিজ্ঞানী কাটালিন কারিকো। তার অসামান্য গবেষণা ও আবিষ্কার মহামারীর মধ্যে লাখো জীবন বাঁচিয়েছে। কারিকো ছিলেন একজন হাঙ্গেরীয় শরণার্থী। তার সম্পর্কে ২০১৩ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী অধ্যাপক র‍্যান্ডি শেকম্যান এক সমাবর্তন বক্তৃতায় বলেন, কারিকো বড় হয়েছেন ফ্রিজ, টেলিভিশন, এমনকি পরিষ্কার পানিবিহীন এক বাড়িতে। তার কাছে ছিল শুধু ইউনিভার্সিটি অব জাগ্রেবের বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সের একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি আর ঝুড়িভরা স্বপ্ন। বিদেশ পাড়ি জমান তার স্বামী, ছোট্ট মেয়ে এবং তার টেডি বি-য়ারটাকে নিয়ে। সেই টেডি বিয়ারের ভেতরে লুকিয়ে রাখেন নিজের গাড়ি বিক্রি করা কষ্টের টাকা যা বিদেশে গিয়ে প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে এসে যাযাবরের মতো এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ে বেড়ান বেশ কয়েক দিন। অবশেষে ঠাঁই হয় পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তখন থেকে তার লক্ষ্য ছিল নিজের এমআরএনএ (মেসেঞ্জার আরএনএ) বিষয়ক গবেষণা এগিয়ে নেয়া। অনেক বছরের সাধনার পরও গবেষণায় সার্থক না হওয়ায় সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়। ড্রিউ ওয়াইজম্যান নামের এক সহকর্মী তাকে নিজের ল্যাবের একটা বেঞ্চে কাজ করার জায়গা করে দেন। সেই সহকর্মীর সাহায্যে কারিকো নিজের গবেষণার ভুলগুলো শুধরাতে সক্ষম হন। যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার করার পরও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সুপরি-চিত জার্নালে তার কাজ প্রকাশিত হয়নি। আবার ইউরোপে ফিরে যোগদান করেন বায়োএনটেক কোম্পানিতে, যা ফাইজারের আর্থিক সাহায্য পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মডার্নার সমতুল্য টিকা তৈরি করেছে।

ফাইজার-বায়োএনটেক ও মডার্নার কোভিড টিকা দু'টি মেসেঞ্জার আরএনএ টিকা। এমআরএনএ হচ্ছে একটি অণু, যাতে প্রোটিন তৈরির নীলনকশা বা ব্লু-প্রিন্ট দেয়া থাকে। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ প্রযুক্তির ওপর গবেষণা হয়েছে। শুরুতে এমআরএনএ প্রযুক্তিকে কেউ গুরুত্ব দেননি। নিরাপদে শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে শান্ত রেখে এমআরএনএ পদ্ধতি ব্যবহার করার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত এই বিজ্ঞানী ড. ক্যাটালিন কারিকো। ড. ড্রিউ ওয়াইজম্যানের সহযোগিতা নিয়ে তার আবিষ্কৃত 'এমআরএনএ প্রযুক্তি' ব্যবহার করেই তৈরি হয়েছে করোনার খুবই কার্যকর টিকা।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক



নেইপিডোর ঔদ্ধত্য বন্ধুত্রয়ের ঔদাসীন্য

নেইপিডোর এ ধরনের পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া বাধানোর ঔদ্ধত্যে আমাদের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনার দাবি রাখে। আমরা দেশটির রাষ্ট্রদূতকে চারবার সতর্ক করেছি। জাতিসংঘে যাওয়ার হুমকি দিয়েছি।

(৮ পাতার পর)

চীনের উইঘুরে চরম মুসলিম নির্যাতন চলছে। মিয়ানমার বৌদ্ধদের আবাসভূমি, আর চীনও মূলত বৌদ্ধ অধ্যুষিত রাষ্ট্র। আবার ভারতের সরকার বর্তমানে মুসলিম নির্যাতনের ওপর ভর করে রাজনীতি করছে। রাশিয়ার মুসলিম নির্যাতনের ইতিহাস বিশ্ববাসী এখনো ভুলেনি। চেচনিয়াকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার কথা আমাদের সবার জানা। কাজেই রাষ্ট্র তিনটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিপদে বিচলিত হবে, এমন ভাবার অবকাশ খুবই কম! ফলে মিয়ানমারের সাথে কোনো ধরনের সঙ্ঘাতে আমাদের এ তিন বন্ধুরাষ্ট্র ঢাকার পাশে দাঁড়াবে বলে মনে হয় না! এরই মধ্যে আবার যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি আমাদের সামরিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে, যা তিনটি দেশের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে।

নেইপিডোর এ ধরনের পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া বাধানোর ঔদ্ধত্যে আমাদের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনার দাবি রাখে। আমরা দেশটির রাষ্ট্রদূতকে চারবার সতর্ক করেছি। জাতিসংঘে যাওয়ার হুমকি দিয়েছি। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে জানিয়েছি, যদিও সেখানে চীনের রাষ্ট্রদূত হাজির হননি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে চীনের রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানানো হয় মিয়ানমারকে এ ধরনের কর্মকান্ড থেকে নিবৃত করতে। চীন কূটনৈতিক ভাষায় হ্যাঁসূচক জবাব দিয়েছে। এটি সত্যও হতে পারে যে, নেইপিডো বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কারণে আমাদের যুদ্ধে জড়ানোর কূটচাল চালছে। কিন্তু বুঝতে হবে নেইপিডোর জান্তা সরকারের কি এখন ওই সামর্থ্য আছে? নিজের দেশ যে সামলাতে পারছে না তারা কিভাবে অন্য দেশের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে? এরই মধ্যে মিয়ানমারের ছায়া সরকার এনইউজি'র 'ি-পপলস ডিফেন্স ফোর্স' জান্তাবাহিনী 'তাতমাডা'র বিরুদ্ধে ব্যাপক সফলতা পাচ্ছে। দেশের প্রায় ৩৬টি বিদ্রোহী গোষ্ঠী-স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে সরকারবিরোধী যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়েছে এবং সরকারবিরোধী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই জান্তা সরকারের এ মুহূর্তে তৃতীয় কোনো দেশের সাথে যুদ্ধ বাধানোর সাহস ও সামর্থ্য কোনোটি নেই। হ্যাঁ! নেইপিডো হয়তো বা যুদ্ধের পরিবর্তে হালকা সীমান্ত সংঘর্ষ বাধিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি ঝামেলা বাধানোর বা সীমান্তে গোলা বিনিময়ের চোরাবালিতে বাংলাদেশকে আটকানোর ষড়যন্ত্র করতে পারে! কিন্তু আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর সামরিক প্রতিক্রিয়া দেখানোর যথেষ্ট সক্ষমতা, মনোবল ও প্রশিক্ষণ রয়েছে। কাজেই কমপক্ষে একটি ভয় দেখানোর মতো ম্যানুভার মহড়ার পাশাপাশি জোড়ালো কূটনৈতিক তৎপরতা চলতে পারত। সামরিক শক্তির পটভূমির সামনের ভাগের কূটনৈতিক পদক্ষেপ খুব কার্যকর হতে পারত। বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় আমাদের দেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত দামি। ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি, কোয়াড, অকাস ইত্যাদির ডাইনামিকসে কাজে লাগানো, ইন্দো-চীন দ্বন্দ্বের উপাদানগুলো সুযোগে পরিণত করে নেয়া, আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট ও সেভেন সিস্টারের নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধান এবং বিশ্বদরবারে একঘরে হয়ে যাওয়া রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের হাতছানি ইত্যাদি যেকোনো ইস্যুকে সতর্কতার সাথে কাজে লাগিয়ে আমরা হয়তোবা মিয়ানমারের অগ্রহণযোগ্য আচরণকে দমন করতে পারতাম।

তবে আমাদের নিজেদের বিস্তর দুর্বলতা রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে আমরা এখন স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনৈক্য আমাদের প্রধান দুর্বলতা। দেশের চলমান রাজনীতির বিভাজন রেখা ওই দু'টি ভাগকে মুখোমুখি করে রেখেছে। ২০২৪ সালের নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে এ বিভাজন ও তার ভিত্তিতে হানাহানি তত তীব্রতর হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা ও আঞ্চলিক গেম মেকার দেশগুলো আমাদের এসব গৃহবিবাদে জড়িত হয়ে পড়ছে। এমন বাস্তবতায় আমাদের অনেক দরকষাকষির অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও আমরা শক্ত সামরিক-কূটনীতির ভূমিতে দাঁড়াতে পারছি না! এটি শুধু সরকারের নয়, এটি আমাদের সবার দুর্বলতা, জাতীয় দুর্বলতা! নইলে মিয়ানমারের মতো একটি দেশ আমাদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে এত আগ্রাসী কিভাবে হয়ে উঠতে পারে? যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে জাতির জন্ম সেই জাতির সামনে অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত, শত গোষ্ঠীতে বিভক্ত একটি জাতি কিভাবে এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে পারে? আমাদের আজ আত্মবিশ্লেষণ করে নিজেদের সংশোধন করতে হবে।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

ঢাকাকে বাসযোগ্য করার বিশদ পরিকল্পনা

মো. আশরাফুল ইসলাম

ঢাকা মহানগর অঞ্চলের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রথম বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (Detailed Area Plan-DAP) ২০১০ সালের ২২ জুন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনাটির মেয়াদ ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর ২০১৫ সালের মার্চে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার প্রায় ১৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে একটি আধুনিক, কার্যকর ও বাসযোগ্য মহানগরী গড়ে তুলতে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মহানগর অঞ্চলের জনসংখ্যা ১ কোটি ৫৫ লাখ এবং ২০৩৫ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ধরা হয়েছে ২ কোটি ৬০ লাখ। প্রকল্প এলাকাকে ছয়টি স্বতন্ত্র প্রধান অঞ্চলে (Region) এবং ৭৫টি উপ-অঞ্চলে (Sub-Region) বিভক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

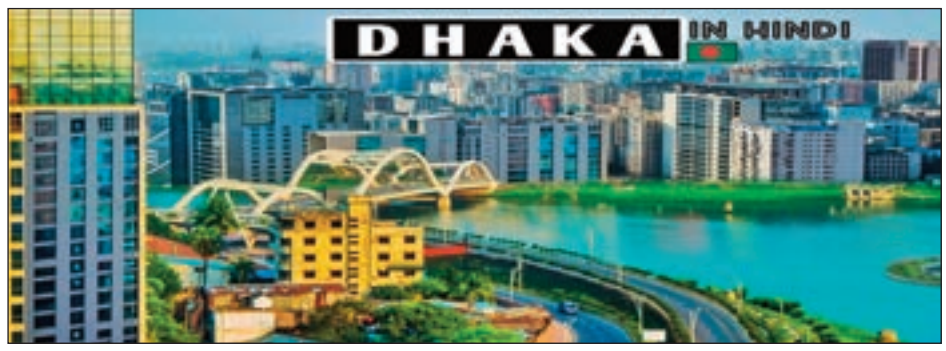
পরিকল্পনাটির অন্তর্নিহিত দর্শন হলো একটি মানবিক শহর তৈরি করা। দুটি মূল ভিত্তির ওপর অধিষ্ঠিত আছে আলোচ্য পরিকল্পনাটি। এর একটি হলো ন্যায়সঙ্গত বা অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) পরিকল্পনা অর্থাৎ সব আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রয়োজন ও জীবন-যাত্রাকে পরিকল্পনায় আমলে নেওয়া। পরিকল্পনার আরেকটি ভিত হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতায় মানুষের বসবাস, তার পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন।

নির্ধারিত মূলনীতিগুলো বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা তৈরির কিছু লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। লক্ষ্যগুলো তৈরির সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উচ্চপর্যায়ের পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র যেমন-সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে রাজউকের আওতাধীন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, সাংবাদিক ফোরাম, ব্যবসায়ী সমিতি, পোশাক কর্মী, হকার, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, রিকশাচালকসহ বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় করে প্রাপ্ত মতামত সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়া নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী, পরিবেশবাদী, রিহ্যাব, বিএলডিএ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়রসহ সব পক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে গৃহীত যৌক্তিক সুপারিশগুলো সমন্বয় করেই পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০১৬-২০৩৫-এর গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেগুলোর মধ্য উল্লেখযোগ্য হলো-

ভূমি ব্যবহার জোনিং: ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকাসহ কৃষি, প্রাতিষ্ঠানিক, জলাশয়, বনাঞ্চল, উন্মুক্ত স্থান, যোগাযোগ, বন্যা প্রবাহ ইত্যাদি এলাকা পরিকল্পনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিকল্পনায় 'নিয়ন্ত্রিত মিশ্র ভূমি ব্যবহারে'র প্রস্তাব করা হয়েছে, অর্থাৎ মিশ্র ভূমি ব্যবহারের জন্য কিছু নিয়ম-কানুন, বিধিবিধানের সুপারিশ করা হয়েছে যেন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ক্ষতি না হয়।

জনঘনত্ব পরিকল্পনা: বাসযোগ্য নগর গড়তে জনঘনত্ব পরিকল্পনার বিষয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য নগর এলাকার পরিকল্পনায় এ মৌলিক বিষয়টি অনুপস্থিত থাকার কারণে শহরের বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে নাগরিক সুবিধাদি ও পরিষেবার বিপরীতে জনসংখ্যা নির্ধারণ করেই শহরের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কোনো এলাকায় উন্নয়নের ততটুকুই অনুমোদন দেওয়া হবে, যতটুকু সেই এলাকায় সুবিধাদি আছে। ঢাকাকে কার্যকর ও বাসযোগ্য হিসাবে গড়ে তুলতে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫) এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব নির্ধারণের মাধ্যমে জনঘনত্ব পরিকল্পনা (Density Zoning) প্রণয়ন করা হয়েছে। ওই জনঘনত্ব পরিকল্পনা প্রতি তিন বছর পরপর হালনাগাদ করা হবে।

নৌপথের অগ্রাধিকার: পরিকল্পনায় নদী, খালসহ প্রাকৃতিক জলাশয়ের সমন্বয়ে নৌ-চলাচলের পথ (ব্লু নেটওয়ার্ক) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। সড়কপথের পাশাপাশি উপেক্ষিত জলপথকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫৭৪ কিলোমিটার নৌ-চলাচলের উপযোগী নৌপথ উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়েছে। ১ম পাঁচ বছরের মধ্যে ২৩টি খাল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।



নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্তের আবাসন: বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্তের আবাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, ঢাকার মোট জনসংখ্যার বিরাট অংশ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্তের জন্য সুলভ আবাসনের (Affordable Housing) সংস্থানে এর সংজ্ঞায়ন ও বিধিবিধানে কিছু পরিমার্জনের মাধ্যমে সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধানের তুলনায় ব্যতিক্রম বিধানের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও নিম্নবিত্তের আবাসনের ব্যবস্থার বিপরীতে ০.৭৫ প্রণোদনা ঋণজ (Floor Area Ratio) দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে করে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য আবাসনের জোগানের পথ প্রশস্ত হবে এবং তা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে, যা সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার 'সবার জন্য আবাসন'সহ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনেও সহায়ক হবে। নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্তের সাশ্রয়ী আবাসন ব্যবস্থার লক্ষ্যে পরিকল্পনায় ৫৮টি লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্লকভিত্তিক আবাসন পদ্ধতি: আবাসন চাহিদা পূরণে প্লটভিত্তিক উন্নয়নের পরিবর্তে ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে। যেহেতু নগর এলাকায় জায়গার স্বল্পতা আছে, তাই অপেক্ষাকৃত কম জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এ পদ্ধতির প্রয়োগ অতীব জরুরি। ব্লকভিত্তিক আবাসন পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো-পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান রেখে এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট প্লট একত্রীকরণে একদিকে যেমন বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করতে পারবে, তেমনি অন্যদিকে অধিগ্রহণ বাবদ খরচও কমে যাবে। ড্যাপে প্লট একত্রীকরণে উৎসাহিত করার জন্য ০.২৫ প্রণোদনা ঋণজ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ব্লকের আয়তনের ওপর ভিত্তি করে এরিয়া ফার এবং প্লটভিত্তিক ফারের ওপর প্রণোদনা ফার প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

গণপরিবহণে অগ্রাধিকার: প্রণীত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় সড়কপথ, নৌপথ ও রেলপথকে গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকার সঙ্গে আশপাশের শহরকে যুক্ত করতে এবং যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে ছয়টি মেট্রো, দুটি বিআরটি, ছয়টি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের সমান্তরালে দুটি প্রধান সড়ক, দুটি রিংরোড, রিংরোডের সঙ্গে সংযুক্ত রেডিয়াল রোড এবং বৃত্তাকার নৌপথের প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকার চারদিকে মোট ১৩টি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল এবং দুটি ট্র্যাক টার্মিনালের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া মেট্রো স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল বা নদীবন্দরকে কেন্দ্র করে এর সংলগ্ন এলাকা মূলত ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন (Transit Oriented Development/TOD) এলাকা হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে।

পথচারী ও অযান্ত্রিক যান চলাচলে অগ্রাধিকারমূলক নির্দেশনা: বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (২০১৬-৩৫) পথচারী ও অযান্ত্রিক যান চলাচলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অগ্রাধিকারমূলকভাবে ২০২ কিলোমিটার সাইকেল লেন নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক (School District) অঞ্চলের ধারণা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রস্তাবনা: এ পরিকল্পনার প্রস্তাবনা অনুযায়ী, যারা যে এলাকায় বসবাস করবে, তাদের ছেলেমেয়েরা সেই এলাকায় অবস্থিত স্কুলে ভর্তি হবে। এ ধারণাকে নগর পরিকল্পনার ভাষায় বলা হয় 'বিদ্যালয়ভিত্তিক অঞ্চল ধারণা' বা 'School District Concept'। বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় প্রতিটি এলাকার সুষম উন্নয়নে এবং যানজট নিরসনে অঞ্চলভিত্তিক মানসম্মত ৬২৭টি বিদ্যালয়, ২৮৫টি কলেজ এবং ২৮৭টি হাসপাতালের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিটি অঞ্চলে বৃহৎ আঞ্চলিক (Regional) পার্ক নির্মাণ : একটি পরিবেশবান্ধব শহরের জন্য যে পরিমাণ পার্ক, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান থাকা দরকার, ঢাকা মহানগর অঞ্চলে (Dhaka Metropolitan Region) তার তুলনায় খুবই স্বল্প পরিমাণের পার্ক, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান বিদ্যমান আছে। ভৌত জরিপ থেকে দেখা যায়, ঢাকায় মোট উন্মুক্ত স্থানের পরিমাণ মোট এলাকার মাত্র ০.৯ শতাংশ, যা খুবই নগণ্য। উন্মুক্ত স্থান, পার্ক, বন ইত্যাদি সবুজায়নের উদ্যোগ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্রের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। পরিবেশবান্ধব শহর তৈরির লক্ষ্যে পরিকল্পনায় পাঁচটি বৃহৎ আঞ্চলিক পার্ক, ৫৫টি জলকেন্দ্রিক পার্ক, ১৪টি বৃহৎ ইকোপার্ক (ভাওয়াল বনসহ) এবং ১৪টি অন্যান্য পার্ক ও খেলার মাঠ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ড্যাপে পুরান ঢাকার বিভিন্ন সাইট চিহ্নিত করে 'আরবান রিডেভেলপমেন্ট প্রকল্প' নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। Culture Based Urban Regeneration প্রক্রিয়ায় ভূমির পুনঃউন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করে এ এলাকায় মৌলিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জনমানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী বিদ্যমান রাসায়নিক গুদামগুলো পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাকার হৃদয় বুড়িগঙ্গা নদীকে ঘিরে পুরো ঢাকার জন্য সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময়: বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা এলাকার জন্য মূলত ঐতিহাসিক স্থাপনা, বন্যা প্রবাহ এলাকা, কৃষিজমিসহ সংরক্ষণযোগ্য এলাকা ও স্থাপনাগুলোর জন্য উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময় (Transfer of Development Rights) পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাজউকের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্থাৎ প্রণীত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া ও ধাপগুলো আলোচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে আগামী পাঁচ বছর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রণীত পরিকল্পনাটি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার জন্য সময়ে সময়ে পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করা জরুরি। সময়ের প্রয়োজনে ড্যাপের প্রস্তাবনাগুলো আরও পরিশীলিত করতে পরিমার্জন করা প্রয়োজন। এরই আলোকে প্রতি ৩ থেকে ৫ বছর পরপর প্রণীত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা হালনাগাদকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

সর্বোপরি মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরের নিমিত্তে এর রাজধানী শহরের জন্য সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কৌশলের সমন্বয়েই এবারের বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫) বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

লেখক: নগর পরিকল্পনাবিদ; প্রকল্প পরিচালক (ড্যাপ), রাজউক

ভারতীয় কংগ্রেসে নেতৃত্বের ভ্রান্তি

আশুতোষ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচন আগামী ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ঘোষণা অনুসারে ফল ঘোষণা করা হবে ১৯ অক্টোবর। নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী আছেন দুজন- নেহরু-গান্ধী পরিবারের নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খারগে, যিনি রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতাও বটে এবং লোকসভার কংগ্রেসদলীয় সাংসদ শশী থারুর। লেখক-বুদ্ধিজীবী হিসেবে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বেশ জনপ্রিয় শশী থারুর দলের ভেতরে সংস্কারপন্থি হিসেবে পরিচিত জি-২৩ গোষ্ঠীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। খারগে গান্ধী পরিবারকে কতটা মানেন- এর প্রমাণ হিসেবে অনেকে বলেন, তাঁর পাঁচ ছেলেমেয়ের তিনজনের নাম রাখা হয়েছে রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও প্রিয়দর্শিনী। রবিঠাকুর ইন্দিরাকে প্রিয়দর্শিনী নাম দিয়েছিলেন।

গান্ধী পরিবারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে তাদের সমর্থন নেই বলা হলেও সবাই বিশ্বাস করে যে, খারগে আসলে গান্ধী পরিবারেরই প্রার্থী। আর যতই পরিবারতন্ত্র নিয়ে সমালোচনা থাকুক; এটাই বাস্তব, গান্ধী পরিবার যেদিকে, কংগ্রেস নেতাকর্মীর বেশিরভাগ সেদিকেই থাকবে। ফলে এ নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে দ্বিধা খুব কমই আছে যে, ভারতের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দলটির পরবর্তী সভাপতি অর্থাৎ সোনিয়া গান্ধীর উত্তরসূরি হতে চলেছেন ৮০ বছর বয়সী মল্লিকার্জুন খারগে।

দলের সভাপতি পদে গান্ধী পরিবারের প্রথম পছন্দ ছিল সংগঠক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ রাজস্থানের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। কিন্তু দলের ভেতরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে না চাওয়ায় সভাপতি নির্বাচনের দৌড় থেকে ছিটকে পড়তে হয় তাঁকে। হিন্দি বলয়ের আরেক প্রবীণ নেতা দিগ্বিজয় সিং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য গান্ধী পরিবারের আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধী পরিবার তাঁকে বাদ দিয়ে বেছে নেয় দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের প্রভাবশালী নেতা খারগেকে। বিশেষ করে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মধ্যে দিগ্বিজয়ের ভাবমূর্তি খুব একটা ভালো নয়। তাঁর বিরুদ্ধে কথিত মুসলিম তোষণের অভিযোগ প্রবল। আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে একবার বেশ সম্মান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন তিনি।

আইনে স্নাতক খারগে কর্ণাটক বিধানসভায় টানা ৯ বার (১৯৭২-২০০৮) নির্বাচিত হয়েছিলেন। লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন দুবার- ২০০৯ ও ২০১৪ সালে। ২০১৯ সালে লোকসভায় হেরে গেলে তাঁকে ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য করা হয়। একজন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন ও পরিস্থিতি অনুসারে কাজ করতে সিদ্ধহস্ত নেতা হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন খারগে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে ছয়বার মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এ নেতা সভাপতি হিসেবে কংগ্রেসের জন্য একটা মূল্যবান সম্পদ হবেন।

আরও যেসব কারণে কংগ্রেস হাইকমান্ড খারগেকে সভাপতি পদে তুলে আনতে প্রত্যাশী, সেগুলোর মধ্যে নিচের পাঁচটি কারণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

১. এ মুহূর্তে কংগ্রেস চায় এমন একজনকে, যিনি দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন। অত্যন্ত প্রবীণ ও পোড়খাওয়া নেতা হিসেবে দলের নবীন-প্রবীণ সবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তাঁর আছে; যে কাজটি রাহুল পারছিলেন না। জি-২৩সহ দলের অনেক প্রবীণ নেতা রাহুলের ওপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না। অনেকে এ কারণেই দল ছেড়েছেন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে ভরাডুবির পর সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার সময় রাহুল বলেছিলেন, তাঁকে একাই ওই নির্বাচনী যুদ্ধে লড়তে হয়েছে। উল্লেখ্য, জি-২৩ভুক্ত শশী থারুর খারগের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও ওই 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠীর বাকি সবাই খারগের পক্ষে কাজ করছেন।

২. খারগেকে নিয়ে দলের ভেতরে তো বটেই, বাইরেও কোনো বিতর্ক নেই। আবার কংগ্রেসের এ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় শত্রু বিজেপির বিরুদ্ধে কখনোই কোনো ছাড় দিয়ে কথা বলেননি তিনি।

৩. দল ও গান্ধী পরিবারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত- এ কথা আগেই বলা হয়েছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনোই তিনি গান্ধী পরিবারের নির্দেশনার বাইরে যাননি। ১৯৯৯ ও ২০০৪- দুবারই তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদের অগ্রগণ্য প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। তার পরও দলের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ দেখাননি। বরং ২০০৫-২০০৮ সালে তিনি কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালে বিধানসভা নির্বাচনে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিজয় অর্জন করে কংগ্রেস।

৪. ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে ভালো ফল করতে হলে কংগ্রেসকে দক্ষিণ ভারতে ভালো করতে হবে, যার একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কর্ণাটক। সেখানে বাসাভরাজ বনমাইয়ের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার এরই মধ্যে সবকিছুতে গুবলেট পাকিয়ে ফেলেছে। ফলে কংগ্রেসের জন্য একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কর্ণাটক বিধানসভা জয়ের। খারগে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সভাপতি হলে তা নিশ্চিতভাবে ওই পালে হাওয়া দেবে।

৫. মল্লিকার্জুন খারগের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাঁর দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার স্মারক পদবি। শুধু কর্ণাটকে নয়; সারা ভারতের দলিতদের মধ্যে তিনি খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। একটা সময় ছিল যখন ব্রাহ্মণ ও সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি দলিত সমর্থক বেজ কংগ্রেসকে ক্ষমতায় থাকতে সহয়তা করেছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে ১৯৯০ সালের দিকে মন্ডল সম্প্রদায় ও রামমন্দিরকেন্দ্রিক রাজনীতির উত্থানের (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ইউক্রেন যুদ্ধ ও বাংলাদেশী জনগণের প্রতিক্রিয়া

ডা. জাহেদ উর রহমান

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে নানা পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হলেও জনমানুষের ওপরে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে একবারই-হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে জোড়া হামলা। সেই হামলার ৭৭ বছর পর এ মুহূর্তে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি পারমাণবিক হামলা হওয়ার ঝুঁকির মুখে।

মাঝের এ পুরো সময়টা পারমাণবিক ঝুঁকি থেকে একেবারে মুক্ত ছিল পৃথিবী, তেমনটি নয়। স্নায়ুযুদ্ধের উত্তাল সময়টাতে, ১৯৬২ সালে কিউবা মিসাইল সংকট পৃথিবীতে একটি প্রলয়ংকরী পারমাণবিক যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। সৌভাগ্যজনকভাবে সে যাত্রা, সেই পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীবাসী বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু এবার কি পারবে পৃথিবী সে রকম একটি সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে? এ প্রশ্নের জবাবের আগে জেনে নেওয়া যাক সংকটটা কেন হচ্ছে।

মুখে ভ্লাদিমির পুতিন যতই বলুন না কেন, ইউক্রেনে তিনি কোনো যুদ্ধ করছেন না, চালাচ্ছেন একটি 'স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন', আসলে প্রথম দিন থেকেই তিনি ইউক্রেনে একটা পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। সেই যুদ্ধে তার যে স্বপ্ন ছিল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিয়েভ দখল করে বন্দি করবেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে এবং সেখানে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর মতো একজন পুতুল শাসক বসিয়ে দেশে বীরের বেশে ফিরে আসবে রাশিয়ান বাহিনী, সেটি হয়নি। বরং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই অবস্থান থেকে সরে কিয়েভ থেকে বাহিনী সরিয়ে শেষ পর্যন্ত বলা হয় ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের ডনবাস এলাকা মুক্ত করবে পুতিনের বাহিনী।

যা হোক, নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধটি চলছে এখনো। কিন্তু কিছুদিন আগে রাশিয়ার অহমে চরম আঘাত করে ইউক্রেন রাশিয়ার অধিকৃত ভূমি থেকে ৮-৯ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা পুনর্দখল করে। এ পরিস্থিতিতেই পুতিন উজবেকিস্তানের সমরখন্দ শহরে সাংহাই কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যান, যেখানে পুতিনকে একদা 'সীমাহীন বন্ধুত্বের' নিশ্চয়তা দেওয়া চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে তার উদ্বেগের কথা জানান। এছাড়া যুদ্ধের শুরু থেকে পুতিনের পক্ষাবলম্বী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও 'এই শতাব্দী যুদ্ধের নয়' বলে নসিহত করেন পুতিনকে। সেই সম্মেলনে পুতিন এ যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটা প্রবল চাপ বোধ করেন এটি নিশ্চিত। এর প্রতিফলন দেখা গেল দেশে ফিরে জাতির উদ্দেশে তার দেওয়া ভাষণে।

ইউক্রেন আগ্রাসন শুরুর পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ২১ সেপ্টেম্বর পুতিন জাতির উদ্দেশে ভাষণে জানান, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো সেনা সমাবেশ করতে যাচ্ছেন (পারশিয়াল মোবিলাইজেশন)। জেনারেল মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে কোনো একটি রাষ্ট্রের যুদ্ধ করার উপযোগী বয়সের (সাধারণত ১৮ থেকে ৬০) সব পুরুষকে সরকারের নির্দেশ পেলে যুদ্ধে যোগ দিতেই হয়। পারশিয়াল মোবিলাইজেশনের আওতায় পুতিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে কখনো কর্মরত ছিলেন অথবা সেনাবাহিনীর ট্রেনিং পেয়েছেন, এ রকম ব্যক্তিকে (রিজার্ভিস্ট) যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। একটি সংখ্যাও জানানো হয়েছে, আপাতত তিন লাখ। এ পদক্ষেপ প্রমাণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে খারাপ পরিস্থিতিতে আছে পুতিনের বাহিনী।

এরপর পুতিন সবচেয়ে ভয়ংকর যে কথাটি বলেছেন, সেটা হচ্ছে, 'আক্রমণাত্মক রুশবিরোধী নীতিতে পশ্চিমা বিশ্ব সীমা অতিক্রম করেছে। এটি কোনো ফাঁকা বুলি নয়। যারা পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আমাদের ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে তাদের জানা উচিত, পরিস্থিতি তাদের দিকে ঘুরতে পারে এবং তাদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে।' প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ কি পশ্চিমারা পুতিনকে পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল করছে? কারও কি চোখে পড়েছে রাশিয়াকে পারমাণবিক হামলার হুমকিসংক্রান্ত কোনো খবর? চর্মচক্ষুতে দেখা যাচ্ছে, কাজটা করছেন পুতিন নিজেই।

সেই ভাষণের পর যথারীতি ইউক্রেনের অধিকৃত চারটি এলাকা দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন ও জাপোরঝিয়ায় তথাকথিত গণভোট আয়োজন করা হয় এবং সেগুলোতে প্রায় সবাই রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ভোট দেয়। এ এলাকাগুলো দীর্ঘদিন থেকে যুদ্ধে আক্রান্ত হয়ে থাকার কারণে অসংখ্য বাসিন্দা এসব এলাকায় এখন থাকছেন না। এমনকি একটা যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে এরকম একটা গণভোট অকল্পনীয়। কিন্তু সেটা হয়েছে। ভোটের নামে এসব এলাকায় আদতে কী হয়েছে, সেটা বোধকরি পুতিনের অন্ধ সমর্থকরাও বোঝেন।

যা হোক, ৩০ সেপ্টেম্বর ঘটা করে ইউক্রেনের এ চারটি এলাকা রাশিয়া তার নিজের বলে একীভূত করে নিয়েছে। এ ভূমির পরিমাণ ইউক্রেনের মোট ভূমির ১৫ শতাংশ। পরিমাণটা একটু বুঝে নেওয়া যাক। ইউক্রেনের আয়তন ৬ লাখ বর্গকিলোমিটারের বেশি। এর ১৫ শতাংশ মানে ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশি। অর্থাৎ রাশিয়া ইউক্রেনে যে পরিমাণ ভূমি দখল করেছে সেটি বাংলাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে এরকম ঘটনা আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। কিন্তু তারপরও রাশিয়ার এ ভয়ংকর কাণ্ডের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে যখন নিন্দা প্রস্তাব এসেছে, তাতে ভোটদানে বিরত ছিল ভারত এবং চীন।

ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই এ দেশের খুব সাধারণ শিক্ষিত মানুষ তো বটেই, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রিয়েলিজম ধারার এ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় পন্ডিত (তর্কযোগ্যভাবে) জন মার্শেইমার ইউক্রেন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমাদের ঘাড়ে সব দোষ দিয়েছেন 'উস্কানি দেওয়া' তত্ত্ব দিয়ে। ন্যাটো ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটভুক্ত করার কথা বলার মাধ্যমে রাশিয়াকে উসকানি দিয়েছে, তাই রাশিয়ার এ আগ্রাসন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না-মোটা দাগে কথা এটাই। এটার ভিত্তিতেই একটা দেশের ওপরে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনকে বৈধ বলে মনে করেছে এ দেশের অসংখ্য 'সচেতন' মানুষ। এরপর মাসের পর মাস যুদ্ধ চলল, নির্বিচার বোমা হামলা করে ইউক্রেনের একের পর এক শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হলো, কিন্তু আমরা তবুও সমর্থন করে গেলাম।



সবকিছুর পর বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটা দেশের এত বড় একটা অঞ্চল দখল করে ফেলার পরও আমরা অনেকেই এ পদক্ষেপকে সমর্থন করছি। পরিস্থিতি এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে, পুতিন ইউক্রেনে পারমাণবিক হামলা করতে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন। ইউক্রেনের অঞ্চলগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার অংশ হিসাবে ঘোষণা করার পর তিনি আবারও স্পষ্টভাবে হুমকি দিয়ে বলেছেন, এ এলাকাগুলো রক্ষা করার জন্য যে কোনো রকম অস্ত্র ব্যবহারে প্রস্তুত তিনি।

ইউক্রেনে আগ্রাসনের শুরু থেকে ন্যাটো সদস্য দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা ইউক্রেনকে প্রকাশ্যভাবে সামরিক সাহায্য দিয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র দিয়েছে, দিয়েছে গোয়েন্দা তথ্য। কিন্তু শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকা একটা ব্যাপারে খুব সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ করার চেষ্টা করেছে, সেটা হলো যুদ্ধটা যেন কোনোভাবেই ইউক্রেনের বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে। তেমন ঘটনা একটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইউক্রেনের আকাশে নো ফ্লাই জোন নিশ্চিত করার জন্য উপর্যুপরি আহ্বান করেছিলেন ন্যাটোর কাছে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, এর অর্থ ইউক্রেনের মাটিতে ন্যাটোর ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং আকাশে ন্যাটোর বিমান দিয়ে রুশ বিমানকে ভূপাতিত করার মতো পরিস্থিতি হবে। এটি মানে রাশিয়ার সঙ্গে ন্যাটো সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া। তাই তিনি সেটি করবেন না।

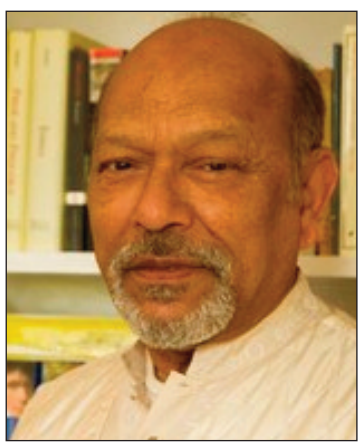
সাম্প্রতিক আরেকটি উদাহরণ আছে। যুক্তরাষ্ট্র কিছুদিন আগে তার অত্যাধুনিক মাল্টিপল রকেট লঞ্চিং সিস্টেম হাইমার্স দিয়েছে ইউক্রেনকে। অত্যন্ত নিখুঁত লক্ষ্যভেদী এ রকেট সিস্টেম এতটাই নিখুঁত, যা প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূর থেকে একটি ডিনার প্লেটে গিয়ে আঘাত করতে পারে। এ অস্ত্রের মুখেই সম্প্রতি রাশিয়ান বাহিনী নাকানিচোবানি খেয়েছে। এ রকেট সিস্টেমে ব্যবহারযোগ্য ২০০ কিলোমিটার পাল্লার রকেট ইউক্রেনকে আমেরিকা দেয়নি, কারণ সেটি দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইউক্রেন আক্রমণ চালাতে পারবে, যা যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে খুব বড় ধরনের সংঘাত যাতে তৈরি না হয়ে যায়, সেটি নিশ্চিত করতে। কিন্তু না, এর প্রতিটি আচরণকে দুর্বলতা হিসাবে বিবেচনা করে পুতিন এখন পারমাণবিক হামলা করার স্পষ্ট হুমকি দিচ্ছেন, যেটাকে তিনি নিজেই বলছেন, তিনি ধাপ্পাবাজি করছেন না।

বলা হচ্ছে, পরিস্থিতি তার চরম প্রতিকূলে চলে গেলে পুতিন সতর্কতামূলকভাবে প্রথমে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য তুলনামূলক কম সক্ষমতার (ট্যাকটিক্যাল) পারমাণবিক বোমা ইউক্রেনের জলসীমায় সমুদ্রে কিংবা ইউক্রেনের আকাশসীমায় অনেক উঁচুতে ফাটাবেন, যাতে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, তিনি সরাসরি ইউক্রেনের ভূমিতেই সেটা ফাটাতে পারেন। ধরে নেওয়া যাক, ইউক্রেনের ভূমিতেই একটা পারমাণবিক হামলা করলেন পুতিন। আমার ধারণা, এদেশের অসংখ্য মানুষ এরপরও পুতিনকে সমর্থন করবেন।

নিজ দেশের মানুষদের মতামতেরই যেখানে গুরুত্ব নেই পুতিনের কাছে, সেখানে আমাদের সমর্থন বা বিরোধিতায় পুতিনের আসলে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু এ যুদ্ধ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এ সমাজের কতগুলো বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়ে গেছে। এক বিরাট পরাশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা বাংলাদেশের মানুষ সমর্থন করছে আরেক পরাশক্তি কর্তৃক পার্শ্ববর্তী দেশ দখলকেও।

লেখক: শিক্ষক ও নাগরিক অধিকারকর্মী

মিয়ানমারের বেসামাল অবস্থা



গাজীউল হাসান খান

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী মিয়ানমার রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাখাইন প্রদেশটি দীর্ঘকাল ধরে নিদারুণ বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার শিকার। বর্তমান রাখাইন প্রদেশ, যা অতীতে স্বাধীন আরাকান রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। বিগত ১৬৪ বছরে মোট সাতবার তার ঔপনিবেশিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলেও স্বাধীনতার স্বপ্ন ধরাছোঁয়ার কাছে আসেনি, বরং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এই বৃহত্তর উপমহাদেশ ছেড়ে গেলেও বর্তমানে চীন, ভারত, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র তাদের কায়েমি স্বার্থ নিয়ে নতুনভাবে সেখানে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই রাখাইন প্রদেশ বা অতীতের আরাকান রাজ্য নিয়ে এরই মধ্যে ঘটে গেছে আরো অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা।

পালাবদল ঘটেছে বহু ঔপনিবেশিক শক্তির। আদি বার্মার রাজশক্তি কনবংগ সাম্রাজ্য ১৭৮৪ সালে তৎকালীন আরাকান রাজ্য দখল করে নেওয়ার পর থেকে ১৯৪৮ সালে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বার্মার অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় অনেক জাতিগত বিরোধ কিংবা উপজাতিগত সহিংসতার ঘটনার মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘ এবং অসহনীয় সময় পার করেছে রাখাইন প্রদেশের অধিবাসীরা। তবু তারা তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে বিস্মৃত হয়নি। অতীতের আরাকান রাজ্য কিংবা বর্তমান রাখাইন প্রদেশের অধিবাসীরা ১৭৮৫ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন বার্মার বৃহত্তর রাজশক্তি, ১৮২৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ১৯৪৮ থেকে এ পর্যন্ত স্বাধীন বার্মা বা নতুন রাষ্ট্রের (পরবর্তী সময়ে মিয়ানমার) অধীনে শাসিত হয়ে এসেছে একটি চরম উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে। এর মধ্যে এ অঞ্চল নিয়ে একসময়ের জাপানি পরাশক্তির সঙ্গেও ব্রিটিশদের সংঘর্ষ চলেছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত।

উত্তর রাখাইন রাজ্য নিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে একসময় জাপানিদের যুদ্ধ হয়েছিল, রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল সে অঞ্চল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাখাইনকে (আরাকান) জাপানি দখলদারির অধীনে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল এবং 'আরাকান ডিফেন্স ফোর্স' নামে তাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী গঠন করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। পরে আরাকান প্রতিরক্ষা বাহিনী মিত্রশক্তির পক্ষে অবস্থান নেয় এবং ১৯৪৫ সালের শুরুতে জাপানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসেনি আরাকানদের। ১৯৪৮ সালের পর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে রাখাইনকে স্বাধীন বার্মার অংশ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এতে রাখাইন রাজ্যের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্পৃহা পদদলিত হয়েছিল। বার্মার তৎকালীন শাসকদের অদ্ভুত এক জাতীয়তাবাদের স্লোগানের চাপে দেশব্যাপী তখন এক গৃহযুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এতে ১৯৭৩ সালে আরাকানকে 'সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অব দি ইউনিয়ন অব বার্মা'র অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, রাখাইন জনগণের স্বদেশভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে। সেটি মেনে নেয়নি রাখাইন জনগোষ্ঠী। তারা প্রকাশ্যেই বার্মা থেকে বিচ্ছিন্নতা কিংবা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল, যা শক্ত হাতে দমন করা হয়েছিল। এবং ১৯৭৪ সালে তৎকালীন নে উইন সরকার তাদের নয়া সংবিধানে রাখাইন (আরাকান) প্রদেশকে একটি 'ইউনিয়ন স্টেট'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৮৯ সালে পরবর্তী সামরিক জান্তা আরাকান রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে রাখাইন প্রদেশ ঘোষণা করে। অর্থাৎ আগাগোড়াই আরাকান রাজ্য কিংবা রাখাইন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এক চরম প্রতারণার খেলা চলে এসেছে, কিন্তু রাখাইনরা তা মেনে নেয়নি। তারা তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য নতুন করে শপথ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের ১০ এপ্রিল গঠন করা হয়েছে 'আরাকান আর্মি', যা 'ইউনাইটেড লীগ অব আরাকান (ইউএলএ)'-এর সামরিক শাখা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আরাকান আর্মি এখন 'কাচিন ইনডিপেনডেন্ট আর্মির (কেআইএ)' সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিয়ানমার আর্মড ফোর্সেসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী আরাকান আর্মির আড়াই হাজারের বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক সদস্য ছিল, যা এখন সংখ্যায় চার গুণের বেশি শক্তিশালী হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। তারা এখন বাংলাদেশ সীমান্তে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার সামরিক জান্তার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বলে নিয়মিত খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সে বাহিনী অর্থাৎ আরাকান আর্মি এখন বাংলাদেশসহ বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত সামরিক ও অসামরিক সাহায্য চাচ্ছে, যা দিয়ে তারা রাখাইন রাজ্যের স্বাধীনতার পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করতে পারবে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, স্বাধীন রাখাইন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বিতাড়িত রোহিঙ্গা বা শরণার্থীদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তাদের পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চালু করতে তারা আগ্রহী। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের জন্য তারা বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ মুহূর্তে তারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রার্থনা করেছে। স্বীকৃতি প্রার্থনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছেও। মিয়ানমানের রাখাইনসহ চার থেকে পাঁচটি রাজ্যে এখন ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে একযোগে সংঘর্ষ চলছে। তারা স্বাধীনতা চায়। তারা চায় নিজেদের জন্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে নাগরিকদের থাকবে মানবাধিকারসহ সব সুযোগ-সুবিধা। তারা মিয়ানমারে সামরিক জান্তাদের পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতা দখল ও অপশাসনের পথ বন্ধ করতে চায় চিরতরে। বন্ধ করতে চায় অস্ত্র প্রতিযোগিতার সর্বনাশা পথ। দেশের সাধারণ মানুষকে ভুখা রেখে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে, শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে পেছনে ঠেলে দিয়ে বিদেশি অস্ত্র কিনে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিঃশেষ করছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। প্রতিবেশী শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে মিয়ানমারকে। এর পরিবর্তে বাংলাদেশের সীমান্তে উত্তেজনা বাড়িয়ে কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হামলা চালিয়ে লাভবান হবে না মিয়ানমার। এতে মিয়ানমার খন্ড খন্ড হয়ে যাবে।

৯ মাসের একটি সশস্ত্র যুদ্ধে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা যুদ্ধ কিংবা সশস্ত্র আক্রমণকে ভয় পায় না। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে মিয়ানমারকে প্রতিরোধ করার সাহস, যোগ্যতা কিংবা ক্ষমতা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও মানুষের রয়েছে। সে বিষয়ে বিশ্বের সচেতন মানুষ ওয়াকিফহাল রয়েছেন। সুতরাং রোহিঙ্গা ইস্যুকে পাশ কাটিয়ে কিংবা মিয়ানমারের অধিকার সচেতন মানুষকে বোকা বানিয়ে আর বেশি দূর এগোতে পারবে না সামরিক জান্তা। রাশিয়া কিংবা অন্যরা সামরিক জান্তার কাছে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে তৎপর হলেও মিয়ানমারের অখন্ডতা রক্ষা করতে পারবে না তারা। এর প্রধান কারণ মিয়ানমারের সংগ্রামী জনতা কিংবা গণতন্ত্রকামী মানুষ, যারা সামরিক জান্তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এখন অধিক সংখ্যায় মাঠে নামছে প্রতিদিন। তাদের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও সব সহযোগিতার আশ্বাস রয়েছে গণতান্ত্রিক বিশ্বের। মিয়ানমার ও বাংলাদেশের শান্তিকামী মানুষের প্রতি সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা চীনের মতো পরাশক্তি দেশগুলোর এবং জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংস্থার। অন্যদিকে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার পেছনে যাদের সাহায্যের কালো হাত দেখা যাচ্ছে, অবস্থা বেগতিক দেখলে তারা একে একে সবাই সরে পড়বে।

বাংলাদেশ সব উসকানির মুখেও চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এখনো বাংলাদেশ সংঘাতকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুই একতরফাভাবে চলতে পারে না। বাংলাদেশকে কূটনৈতিক, এমনকি কৌশলগত সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। মিয়ানমার চলমান অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষেই খন্ড খন্ড হয়ে যেতে পারে। মিয়ানমারের মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষের পক্ষে সমর্থনের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি নেই।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস), সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মুক্তিযোদ্ধা

অপরাজনীতির কালো ছায়া গ্রাস করছে যুবসমাজকে

ড. মো. কামরুজ্জামান

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-উপমহাদেশের এ তিনটি দেশই তারুণ্যনির্ভর। তারুণ্যনির্ভর দেশ হিসাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে ভারত। সেদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৪২ কোটি। এর মধ্যে তরুণ জনসংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটি।

তার মানে, সেদেশে তরুণ জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৩ কোটি আর তরুণ জনশক্তি ৬ কোটি। তার মানে, সেদেশে তরুণ শক্তি মোট জনশক্তির এক-তৃতীয়াংশের একটু বেশি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই হলো তরুণ। দেশে বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এর মধ্যে তরুণ জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। যে কোনো দেশের মূল চালিকাশক্তি হলো এ যুবশক্তি।

কিন্তু দেশে তরুণদের বড় একটা অংশ হতাশাগ্রস্ত। বেকারত্বের কশাঘাতে জর্জরিত এ যুবসমাজ অনিশ্চিত এক গন্তব্যের পথে ধাবমান। অনেক যুবক হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। সার্বিক দিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, তরুণরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে। উচ্ছল তারুণ্যের কেন এই পশ্চাৎপদতা? সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে, কর্মচঞ্চল ও উচ্ছল তারুণ্যে বিষাদের ছায়া এঁকে দিয়েছে দেশের অপরাজনীতি। অতীতের রাজনীতি আর বর্তমানের রাজনীতিতে অনেক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। আগে জাতীয় রাজনীতি ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও উপাদান।

কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি হয়ে গেছে অর্থ উপার্জনের সহজ মাধ্যম। আগে ছাত্ররাজনীতি ছিল দেশ পরিচালনার বড় নিয়ামক। তখন মেধাবী তরুণ-তরুণীরা রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করত। মানবতার জন্য তারা স্বেচ্ছাশ্রম দিত। তাদের কর্মকান্ডের জন্য তখন সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক তারা বাহবা ও স্বীকৃতি পেত। তখনকার রাজ-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের দেশ গড়ার যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। লেখাপড়ার পাশাপাশি গান, কবিতা আবৃত্তি, খেলাধুলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছিল তাদের বিচরণ। আজকের ছাত্ররাজনীতিতে নানা দৈন্য ভর করেছে। সেখানে আজ জেঁকে বসেছে সুবিধাবাদ, ভোগবাদ আর আত্মকেন্দ্রিকতা।

আজকের রাজনীতিতে সুস্থধারার পৃষ্ঠপোষকতা স্বপ্নের মতো অধরা হয়ে গেছে। এখানে না আছে সুস্থধারার সাহিত্য, না আছে সুস্থ সংস্কৃতি আর না আছে ভদ্রতা। আজকের যুবকদের গ্রাস করছে মাদক, চুরি, চাঁদাবাজি আর টেন্ডারবাজি। আজ না আছে খেলাধুলা, না আছে খেলার মাঠ, না আছে কবিতা-ছড়ার আড্ডা আর না আছে সাহিত্যচর্চা। যেটুকু আছে তাতে রয়েছে দলবাজি আর নৈতিকতাহীন উপাদান। দলীয় অন্ধত্ব আর নোংরা দলবাজি সমাজটাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। নীতিভ্রষ্ট রাজনীতির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আজকের তরুণসমাজ। ফলে শহরের অলিগলিতে সৃষ্টি হয়েছে গ্যাং কালচার। বারো-তেরো বছরের কিশোররা তুচ্ছ কারণে খুনের মতো জঘন্য কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে!

আর এসব ঘটছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। প্রশাসন এসব কিশোরকে নিয়ে মোটেও ভাবছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তরুণসমাজের নৈতিক উন্নয়ন। তাদের নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না।

দেশের যুবসমাজের বৃহৎ একটি অংশ বেকার। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের দেশের উন্নয়নে অংশীদার করা প্রয়োজন। এসব তরুণকে বেকার রেখে উন্নয়নের স্লোগান একেবারেই বেমানান। বেকার তরুণসমাজের কাছে এসব উন্নয়নের বুলি একেবারেই গুরুত্বহীন। দেশে উড়াল সড়ক হচ্ছে, বড় বড় সেতু নির্মাণ হচ্ছে, হচ্ছে মেট্রোরেল। দেশকে উন্নত রাষ্ট্র করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতকিছু করা হলেও দেশের ৪ কোটি বেকার যুবক নিয়ে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা করা হচ্ছে না। অথচ তারা কাজ করতে চায়।

এই কর্মহীন যুবকরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, হতাশাগ্রস্ত। তারা পরিবার, দেশ ও রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে বাঁচতে চায় না। এই লেখকের কাছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, 'স্যার, তিন বছর হলো একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস পাশ করেছি, আমার সিজিপিএ ৩.৮৪। কিন্তু বেকার জীবনের কাছে হার মানতে বাধ্য হচ্ছি! আমার কাছে দেশের উন্নয়নের সব সংবাদ অর্থহীন। আমি একটি সম্মানজনক চাকরি চাই। দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে আমিও ভূমিকা রাখতে চাই। কিন্তু স্যার, হতাশার ব্যাপার হলো, দেশের কর্তাব্যক্তিরা আমাকে নিয়ে মোটেই ভাবে না।

> **আর এসব ঘটছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। প্রশাসন এসব কিশোরকে নিয়ে মোটেও ভাবছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তরুণসমাজের নৈতিক উন্নয়ন। তাদের নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না।**

রাষ্ট্র ও সরকার আমাদের মতো যুবসমাজকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করছে না।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একটা রাজ-নীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ রাজনৈতিক পরিচয়েই শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়। আবার অন্যান্য বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রেও দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আমাদের কী হবে?'

আমাদের দেশে যখন কোটি কোটি গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বেকার জীবনের ঘানি টানছে, তখন বিদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করা হচ্ছে দেশে। বর্তমানে প্রায় ৪৪টি দেশের বিদেশি নাগরিক দেশে কর্মরত আছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এসব বিদেশি নাগরিকের অনেকেই কাজ করছেন অবৈধভাবে। তাদের অনেকের ওয়ার্ক পারমিট নেই। শুধু দেশের পোশাক খাতেই ১০ থেকে ১৫ লাখ বিদেশি শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ ভারতীয়, ২৫ শতাংশ শ্রীলংকান, ১৩ শতাংশ চীনা, ৮ শতাংশ দক্ষিণ কোরীয়, ১.৭ শতাংশ তুর্কি এবং ১ শতাংশ পাকিস্তানি। এ শিল্প খাতের সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, নিয়োজিত সব শ্রমিক মাসে জনপ্রতি ২ লাখ থেকে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করে থাকেন। বছরে এসব নাগরিকের মাধ্যমে বিদেশে চলে যাচ্ছে ২০ হাজার কোটি থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। দেশে কোটি কোটি যুবক বেকার থাকতে এ তথ্য সত্যিই দুঃখজনক।

অথচ দেশকে এগিয়ে নিতে তারুণ্যের কোনো বিকল্প নেই। আজকের তরুণ-তরুণীরাই আগামীর দেশ গড়ার কারিগর। এই তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া সময়ের অনিবার্য দাবি। আজ দেশে কোটি কোটি যুবক বেকারত্বের অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে; কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ছে না। ফলে দেশ এগিয়ে গেলেও মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক তথ্যমতে, দেশে প্রতিবছর ২৭ লাখ যুবক-যুবতী কর্মবাজারে প্রবেশ করছে। এর মধ্যে চাকরি পাচ্ছে মাত্র ৬ লাখ। বাকি ২১ লাখ তরুণ বেকার জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি। প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৫০ জনই বেকার বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে জানা যায়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি, যা কয়েক বছরে দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াবে। এর অর্থ হলো, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই বেকার হয়ে পড়বে। অপরদিকে ২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এক পরিসংখ্যানে বলেছে, বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ গ্রাজুয়েটই বেকার। অথবা যে কর্মে ওই গ্রাজুয়েট নিযুক্ত, সে কর্মে তার গ্রাজুয়েট হওয়ার দরকার ছিল না। বেকারত্বের আরেকটি কারণ হলো, দেশের অধিকাংশ যুবক উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী নয়। তাদের অধিকাংশই সরকারি চাকরির প্রত্যাশী। কিন্তু কেউই চাকরি সৃষ্টি করতে চায় না। ফলে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করে নতুন করে আবার চাকরির জন্য পড়াশোনা করতে থাকে। এজন্য তাকে আরও কয়েক বছর সময় পার করতে হয়। তারপরও অনেকে তার প্রত্যাশিত চাকরিটি পায় না।

কাঙ্ক্ষিত চাকরিটি না পেয়ে যুবকটি তখন মনের দিক থেকে বেপরোয়া হয়ে পড়ে। ওদিকে পাশের বাড়ির অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী একজন তরুণ রাজনীতির সুবাদে সমাজে একটা অবস্থান করে নিয়েছে। এটি দেখে সে আরও বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একজন যুবকের জীবনে বিয়ে একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান হলেও বেকার অবস্থায় সেটা তার কাছে অধরাই থেকে যায়। আর আমাদের সমাজে অলিখিত আইনই হয়ে গেছে যে, চাকরি নেই তো বিয়ে নেই! অন্যদিকে মেয়েদের বাবারাও বেকার যুবকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয় না। এ অবস্থায় বেচারা যুবকের কপালে কাঙ্ক্ষিত বিয়েটি আর জোটে না। তখন তার মনের ভেতরে এক ধরনের দ্রোহ তৈরি হয়। হতাশাগ্রস্ত যুবকটি তখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বিভিন্ন মাদকের সংস্রব তাকে আসক্ত করে ফেলে। মনের ভেতরে জঙ্গি মানসিকতা তৈরি হতে থাকে। যুবকটি তখন বিভিন্ন বাঁকা পথের আশ্রয় গ্রহণ করে। জীবনের প্রতি তার চরম নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতাদের টাকা আর ক্ষমতা দেখে সে অনৈতিক লালসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। অগত্যা সে রাজনৈতিক বড় ভাইদের ভাড়াটিয়া গুন্ডা হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

দেশের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। রাজনীতি থেকে সততা, মূল্যবোধ ও ত্যাগের মানসিকতা নির্বাসিত হয়েছে। আজ আমরা নষ্ট রাজনীতিকদের মুখে শুনতে পাই মূল্যবোধের কথা! অথচ তারাই মূল্যবোধকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারাই সমাজে অবক্ষয়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এ রাজনীতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের রেওয়াজ সৃষ্টি করেছে। দুষ্টু চক্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। উলটো এটাকে অস্বীকার করে অসৎ লোকদের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ মূল্যবোধশূন্য অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষা-গবেষণা শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। অনার্সে ভর্তি হয়েই একজন শিক্ষার্থী বিসিএস ক্যাডার হতে চায়। এ কারণে দেশে তেমন কোনো গবেষণা হচ্ছে না। বিসিএস ক্যাডার হয়ে শুধু টাকা রোজগারের ধান্ধাবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক জায়গাটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের হলে হলে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ছড়িয়ে পড়ছে। আর এসবই ঘটছে রাজনৈতিক বড় ভাইদের ছত্রছায়ায়। আজ শিক্ষকরা তরুণ শিক্ষার্থীদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। অথচ এর কোনো সরল সমাধানের পথ আমরা খুঁজছি না।

এ অবক্ষয় আমাদের দেশে একদিনে তৈরি হয়নি। বিগত অর্ধশত বছর ধরে একটু একটু করে এটা তৈরি হয়েছে। সমাজের প্রভাবশালীরা প্রতিদিন একটু একটু করে এটাকে সৃষ্টি করেছে। এসব নিয়ে কর্তৃপক্ষকে ভাবার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করছি, আপনারা কি এ ব্যবস্থার উত্তরণ চান? আমাদের মনে রাখতে হবে, সমাজকে ধ্বংস করতে যত সময় লেগেছে, পুনর্গঠনে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগবে। কর্তৃপক্ষকে বলব, সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করুন। তরুণদের দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করুন। তাদের উদ্যোক্তায় পরিণত করতে ভূমিকা রাখুন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। আন্তরিক হলে আজ থেকেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

ড. মো. কামরুজ্জামান : অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' এবং সাংবাদিকের অধিকার

আমীন আল রশীদ

'বিতর্কিত' ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ১৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্প্রতি রাষ্ট্রের ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ৪ অক্টোবর গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ তালিকাকে 'প্রশ্নবিদ্ধ' ও 'বিভ্রান্তিকর' বলে উল্লেখ করেছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বা ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে বোঝানো হয়েছে- সরকার ঘোষিত কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো, যা কোনো তথ্যউপাত্ত বা কোনো ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হলে জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্য, জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, সরকার কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। এর ১৬ ধারায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মহা-পরিচালক এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন করবেন এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করবেন।

যে ২৯ প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক এমনকি তিতাস গ্যাস কোম্পানিও রয়েছে।

সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, হ্যাকিংয়ের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৭ হাজার বার সাইবার হামলা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সাইবার নিরাপত্তা বাড়াতে দেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং সে জন্য দক্ষ জনবল বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই অজুহাতে সাধারণ মানুষ এমনকি সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের তথ্য পাওয়ার সুযোগ সীমিত বা সংকুচিত করা হবে কিনা?

ওগুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এখন কি সাংবাদিকরা চাইলেই প্রয়োজনীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন, নাকি এই ঘোষণার দোহাই দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা তথ্য গোপন বিষয়ে আরও বেশি উৎসাহী হবেন?

যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে শুরু থেকেই সমালোচনা হচ্ছে এবং যে আইনটি মূলত ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সম্মান সুরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই আইনের আলোকে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করা হলো, তাতে তথ্য অধিকার আইনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনবান্ধব আইন প্রশ্নের মুখে পড়বে কিনা?

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা অর্থ হলো, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কম্পিউটার সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত রাখতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া। সুতরাং যে ২৯ প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা করা হলো, তা ওইসব প্রতিষ্ঠানের জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনত কোনো বাধা তৈরি না করলেও তথ্য গোপন করে অভ্যস্ত সরকারি কর্মকর্তারা এটিকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে আরও বেশি কঠোর হবেন কিনা- সেটিই প্রশ্ন।

ধরা যাক বাংলাদেশ ব্যাংক। এখান থেকে যে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সাংবাদিকদের জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন। সব শেষ গত ২৮ জুলাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দেশনা জারি করে। সেখানে বলা হয়, দুপুর ২টার আগে কোনো সাংবাদিক গভর্নর ভবনে প্রবেশ করতে পারবেন না। ১২ জুলাই আব্দুর রউফ তালুকদার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন গভর্নর হিসেবে যোগদানের দুই সপ্তাহ পরই এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কর্মসূচি বয়কটের কথাও ভাবছিলেন ব্যাংক বিটের সাংবাদিকরা। এর আগে ২০১৬ সালে ফজলে কবির নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ওই বছরের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন (বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ জুলাই ২০২২)।

প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রবেশে কেন এই নিষেধাজ্ঞা? এখানে কী এমন হয়, যা কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের জানতে দিতে চায় না? অতএব, সদ্য ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতেও যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম রয়েছে; ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যে আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়বে, তা সহজেই অনুমেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি দপ্তরগুলোতে এক অদ্ভুত অনুমতি কালচার তৈরি হয়েছে। তথ্য জানতে চাইলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দোহাই দেন। আবার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দোহাই দেন মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তি, যেমন সচিবদের নাগাল পাওয়া কঠিন। অধিকাংশ সময় তাঁরা ফোনেও সাড়া দেন না। ব্যতিক্রম শুধু মন্ত্রীরা। তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে সমসাময়িক বিষয়ে নানা কথা বলেন। সেগুলোই খবরের শিরোনাম হয়। কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বা বড় কোনো সংবাদের জন্য তাৎক্ষণিক যে মন্তব্য বা তথ্যের প্রয়োজন হয়, সেটি পাওয়া যায় না।

বস্তুত সংবাদমাধ্যম সঠিক তথ্য না জানলে বা প্রকাশ না করলে দেশের মানুষ অন্ধকারে থাকে। তখন গুজবের ডালপালা মেলে। যে কারণে বলা হয়, গুজব ঠেকানোর প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সঠিক তথ্য। মনে রাখা দরকার, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, তত বেশি গুজবের ডালপালা মেলবে। একটি গোষ্ঠী মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা ইস্যুতেই গুজব ছড়িয়ে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। তখন মানুষ সংবাদমাধ্যমে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য না পেলে সোশ্যাল মিডিয়ার গুজবে বিশ্বাস করবে- যা আখেরে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল তো বটেই, দেশের জন্যও বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর দোহাই দিয়ে এই ২৯টি তো বটেই; রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা যাতে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন বা হয়রানির শিকার না হন, সেটি সরকারের নিজের স্বার্থেই নিশ্চিত করা জরুরি।

আমীন আল রশীদ: সাংবাদিক

ভুল থেকে রাজনীতিবিদদের শিক্ষা নেওয়া উচিত

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

রাজনীতির সঙ্গে উন্নয়নের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রাজনীতি যদি ইতিবাচক হয়, উন্নয়নের ধারাও ইতিবাচক হয়। এ ক্ষেত্রে দেশের আপামর জনসাধারণ, সরকার এবং সব রাজনৈতিক দলই উন্নয়নের অংশীদার হয়। উন্নয়নে যেমন সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ে, ঠিক তেমনি সরকারেরও পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

আবার এ কথাও মনে রাখতে হবে, একটি দেশের যেকোনো সরকার চাইলেই যেমন উন্নয়ন করতে পারে না, ঠিক তেমনি জনগণের সব চাওয়া শতভাগ পূরণ করতে সক্ষম হয় না। এর পেছনে থাকে নানা রকম কার্যকারণ। তবে সরকারের আন্তরিকতা, যোগ্যতা এবং উন্নয়নের প্রবল ইচ্ছাই রাষ্ট্রকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে একটি 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার। কিভাবে দেশের জনগণ শান্তিতে থাকবে, সেই স্বপ্নই বঙ্গবন্ধু দেখতেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হতে দেওয়া হয়নি। বাস্তবায়নের আগেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সব কিছু। দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নকে লালনের মাধ্যমে বর্তমানে তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও বঙ্গবন্ধুর মতো অনেক স্বপ্ন দেখেন। দেশের উন্নয়ন চান রাজনীতির পরিশুদ্ধতার মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর সামনে যেমন অনেক বাধাবিপত্তি ছিল, তাঁর কন্যার সামনেও কম নেই।

জাতীয় রাজনীতিতে সুস্থধারার গণতান্ত্রিক পরিবেশের ঘাটতি এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগী বা অঙ্গসংগঠনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে যা করতে পারে না, তা-ই করার চেষ্টা করে থাকে। সাধারণত সরকারি দলের নাম ভাঙিয়ে দেশে নানা রকম অরাজকতা, লুটতরাজ, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, লালফিতার দৌরাত্ম্য হয়ে থাকে। সরকারের উদাসীনতা থেকে এ ধরনের কর্মকান্ড ক্রমেই বেড়ে যায়। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যথাযথ নিয়মে কোনো কাজ হয় না।

বড় রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসে, ক্ষমতা থেকে যায়; কিন্তু রাতারাতি অনুপ্রবেশকারী সুবিধাবাদীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সরকারের ভাবমূর্তি। আর এ কারণেই জনগণও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নেয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় অন্য কোনো রাজনৈতিক দল। নষ্ট হয় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা। বিষয়টি শুধু চাঁদাবাজি, ধান্দাবাজি ও ক্ষমতাসীন দলের পিছিয়ে পড়া নেতাদের মন্ত্রী বনে যাওয়া বা ওপর মহলের নেক নজরে আসার দৌড় প্রতিযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; এগুলো সবই সার্বিকভাবে অসুস্থ রাজনীতির নির্দেশক। কাজেই উন্নয়নের জন্য রাজনীতির পরিবেশটাকে সুস্থ হতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নানা রকম 'বাণিজ্য সংস্কৃতি' চালু হয়েছে। এসব 'বাণিজ্য সংস্কৃতি' বন্ধ করতে চাইলে মূল সংগঠনগুলোর নেতাদের উচিত হবে আরো সতর্ক হওয়া। ২০০৮ সালে ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণ চেয়েছিল দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তন। একটি অসুন্দর ও শ্বাসরুদ্ধকর রাজনীতি কখনোই জনগণের কাম্য হতে পারে না। যেহেতু জনগণের ভোটে সরকার গঠিত, সেহেতু প্রত্যেক ক্ষমতাসীন দলের সরকারের উচিত জনগণের জন্য কাজ করা। দেশে সৃষ্ট নানা অপকৃষ্টি সৃষ্টির পেছনেও অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের অদক্ষতা ও নেতৃত্বের দুর্বলতাকে দায়ী করা যায়।

বাংলাদেশে অসংখ্য মেধাবী রয়েছে, আবার এসব মেধাবীর মধ্যে অসংখ্য বেকার রয়েছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বেকারত্ব অনেকটা কমে গেলেও শিক্ষার উচ্চহারের কারণে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর এসব বেকারত্ব থেকে হতাশা ও অপরাধপ্রবণতাও বেড়ে যাচ্ছে। চাকরি না পেয়ে হতাশা নিয়ে যুবসমাজ টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, লুটতরাজ, খুন প্রভৃতি অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট স্তরগুলো থেকে ওই সব সমস্যা সমাধানের যথাযথ উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অবহেলা ও আন্তরিকতার অভাবে এমন নেতিবাচক সংস্কৃতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টিতে যেকোনো ধরনের অপরাধ কর্মকান্ডের জন্য রাজনীতির যোগসূত্র তৈরি করা হয়। কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের যোগসূত্রতা থেকে এমন অপকান্ডগুলো ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাধারণত ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েই এসব কর্মকান্ডের সূত্রপাত হয়। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে এ ব্যাপারে চরম আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ করা যায় না নিম্ন পর্যায়ের সহযোগী কর্মী বাহিনীর কারণে।

কোনো সমাজেই অসামঞ্জস্য কিংবা অন্যায় কাজ চলতে পারে না, যদি জনগণ ও তাদের সরকারের মধ্যে যোগাযোগে দূরত্ব তৈরি না হয়। বাংলাদেশে দেখা যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের জনগণ থেকে সরিয়ে রাখেন। ফলে সরকারের অঙ্গ, সহযোগী কিংবা ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরা নিজেদের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুযোগ পান। কখনো চাকরি বাণিজ্য, কখনো বদলি-তদবির বাণিজ্য, আবার কখনো বা খুন-হত্যার বাণিজ্যও করে থাকেন তাঁরা।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, চাঁদাবাজির অনেক ধরন। রাস্তায় ট্রাক-বাস থামিয়ে চাঁদাবাজি বাংলাদেশে এখন ব্যাপক আকারে হচ্ছে। প্রায়ই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিট বাণিজ্যের কথা শুনছি। একসময় ছাত্ররা রাজনীতি করতেন, কিন্তু কারো পকেটের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। এখন ছাত্ররা নানা রকম অর্থনৈতিক বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছেন।

একজন প্রাথমিক শিক্ষককে স্বামী কিংবা স্ত্রীর কর্মস্থলে বদলির জন্যও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তদবির প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে ঘুষ না দিলে সেই ফাইল কোনোভাবেই অনুমোদন হয় না। বছরের পর বছর ফাইল অনুমোদন হবে না, যদি যথাযথ তদবির না হয়। ফাইল এমন সময় অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়, যে সময় বদলির ওপর নিষেধাজ্ঞা চালু হয়। অথচ প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সরকারি চাকরিজীবীরা অনায়াসে স্বামীর কর্মস্থলে বদলি হতে পারবেন। এমন অনেক বাস্তব উদাহরণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যাবে।

কোনো সমাজেই অসামঞ্জস্য কিংবা অন্যায় কাজ চলতে পারে না, যদি জনগণ ও তাদের সরকারের মধ্যে যোগাযোগে দূরত্ব তৈরি না হয়। বাংলাদেশে দেখা যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের জনগণ থেকে সরিয়ে রাখেন। ফলে সরকারের অঙ্গ, সহযোগী কিংবা ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরা নিজেদের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুযোগ পান। কখনো চাকরি বাণিজ্য, কখনো বদলি-তদবির বাণিজ্য, আবার কখনো বা খুন-হত্যার বাণিজ্যও করে থাকেন তাঁরা।

এ ছাড়া আমরা লক্ষ করি, কোনো কোনো মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পরস্পরবিরোধী ও লাগামহীন কথাবার্তা। এতে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি হলে নির্বাচনী বৈতরণি নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জিং হবে। এ কারণে বর্তমান মন্ত্রিসভার নতুন-পুরনো সব সদস্যকে এই বলে সতর্ক করতে চাই যে তাঁরা যেন সব ধরনের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেরা বাকসংযম করেন, অর্থাৎ বেশি করে কাজ করেন এবং কথা কম বলেন।

লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কে সভাপতি হচ্ছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

আলতাফ পারভেজ

এটা এখন স্পষ্ট, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হতে যাচ্ছেন গান্ধী পরিবারের বাইরের কেউ। ভারতীয় লোকসভায় দলটির যা শক্তি, তাতে এ খবর যতটা মনোযোগ পাওয়ার কথা, পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। একদিকে রাহুল গান্ধীর চলমান পদযাত্রা, অন্যদিকে দলের সভাপতি বাছাইয়ে গণতন্ত্রচর্চার দৃঢ় চেষ্টা কংগ্রেসকে হঠাৎ বাড়তি ভারতীয় মনোযোগে নিয়ে এসেছে।

মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় শেষ হওয়ায় এখন পরিষ্কার, সভাপতি পদে লড়াই হতে চলেছে মূলত দুজনের মধ্যে। বিভিন্ন সময় রাজস্থানের অশোক গেহলট, মধ্যপ্রদেশের দিগ্বিজয়ী সিং প্রমুখের নাম এলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে আছেন শশী থারুর এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে।

১৭ অক্টোবর ভোট শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পরই বোঝা যাবে, এই দুজনের মধ্যে কে এখন থেকে তেরো দশক পুরোনো দলটির সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেবেন। খাড়গে কর্ণাটকের লোক। বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য। একসময় লোকসভায়ও ছিলেন। কর্ণাটকের বিধানসভায় ৯ দফা জিতেছেন।

কংগ্রেসে আছেন ৫৩ বছর হলো। অন্যদিকে, শশী থারুর কংগ্রেসের হয়ে প্রথম নির্বাচন করেন ২০০৯ সালে। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেড় দশকের বেশি নয়। তারুণ্যদীপ্ত আধুনিক মনোভাবের জন্য তিনি দ্রুত দলটির একজন আলোচিত নেতা হয়ে উঠতে পেরেছেন।

২০২০ সালে কংগ্রেসের ভেতর যে ২৩ জন নেতা দলকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে সাংগঠনিকভাবে গণতন্ত্রচর্চার ওপর গুরুত্ব দিতে থাকেন, তাঁদের একজন শশী। 'জি-২৩' নামে পরিচিত ওই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন গোলাম নবী আজাদ, কপিল সিবালসহ বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসপন্থী সাবেক পাঁচ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা দলে সাংগঠনিক সংস্কারের জন্য সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি লিখেও প্রচারমাধ্যমে বিশেষ সাড়া ফেলেন। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে জম্মুতে এই উপদল একটা সভাও করে।

অনেকেই তখন 'জি-২৩'-কে গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ভেতরকার বিদ্রোহ হিসেবে দেখছিল। শশী থারুর সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকটা জি-২৩-এর সেই বিদ্রোহের রেশ। শশী থারুর আসন্ন দলীয় নির্বাচনে জিতবেন কি না, সেটা জি-২৩-এর পরবর্তী ভাগ্যও নির্ধারণ করবে। এই গোষ্ঠীভুক্ত গোলাম নবী আজাদ এবং কপিল সিবাল ইতিমধ্যে দল ছেড়ে চলেও গেছেন।

খাড়গের (৮০) তুলনায় শশী থারুর বয়সে ১২ বছর ছোট। বয়সের এই ফারাকের বাইরে উভয়ের আরেক পার্থক্য খাড়গে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং দলিত। শশী ধর্ম পালনে সক্রিয় হিন্দু এবং উচ্চবর্ণ নাইয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত। খাড়গে নির্বাচিত হলে কংগ্রেসের ইতিহাসে একজন দলিত-বৌদ্ধের সভাপতি হিসেবে অভিষেক অনন্য ঘটনা হবে। সে কারণে কেউ কেউ তাঁকে জগজ্জীবন রামের সঙ্গে তুলনা করছেন।

দলিত সমাজ থেকে যিনি কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে উঠতে পেরেছিলেন আপন যোগ্যতায়। বৌদ্ধ খাড়গের প্রতি গান্ধী পরিবারের নীরব সমর্থন কাজ করছে বলেও গুজব আছে। কেউ কেউ তাঁকে 'দপ্তর মনোনীত প্রার্থী' হিসেবে উল্লেখ করছেন! এটা সত্য হলে অবশ্যই তাঁর বেশি ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার কংগ্রেসের মাঝে এমন



মনোভাব থাকাও বিচিত্র নয়, হিন্দুত্ববাদী বিজেপির মোকাবিলায় একজন বৌদ্ধের চেয়ে একজন হিন্দুই কৌশলগতভাবে সঠিক নেতা হতে পারেন। শশী ও খাড়গে উভয়ে দক্ষিণ ভারতের। তার মানে কংগ্রেস এবার দক্ষিণ ভারতের একজন পরিচালকের হাতে যাচ্ছে। অথচ তারা বিশেষভাবে দুর্বল উত্তর ভারতে।

কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে নবীন হওয়া ছাড়া শশী যোগ্যতার অন্যান্য বিবেচনায় বেশ এগিয়ে। জাতিসংঘে উচ্চ পদে কাজ করেছেন দীর্ঘ সময়। শেষ দিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল হতেও লড়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় সে লড়াইয়ে জিততে পারেননি।

এরপর ২০০৯ থেকে তিনি কেরালা থেকে লোকসভায় এমপি হিসেবে আছেন। ভারতের খ্যাতনামা লেখকদেরও একজন তিনি। দেশটির প্রথম সারির প্রতিটি ইংরেজি কাগজে নিয়মিত লেখেন তিনি। ২৩টি বহুল পঠিত গ্রন্থের লেখক তিনি। লেখক হিসেবে বাংলাদেশেও তাঁর অনেক গুণমুগ্ধ আছে।

দলে তিনি তারুণ্যের প্রতীক। দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে তিনি বিশেষ পছন্দের বলেও মনে করা হয়। কিন্তু গান্ধী পরিবারের সঙ্গে সংগঠন পরিচালনার প্রশ্নে তাঁর ভিন্নমত ও দূরত্ব আছে। এটা অবশ্যই তাঁর বড় 'দুর্বলতা'। সাংগঠনিকভাবেও তাঁর অভিজ্ঞতা কম। যুক্তি-তর্কে দক্ষ হলেও হিন্দিতে অস্বাচ্ছন্দ্যও হয়তো তাঁর জন্য কিছুটা বিব্রতকর।

সভাপতি নির্বাচন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে শক্তি জোগাবে

বিজেপিকে থামানোর প্রশ্নে শশী থারুর বা খাড়গের মধ্যে কেউ নরমপন্থী নন। কারণ, বিজেপির সামনে কংগ্রেসের মতো তাঁদেরও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে আছে। তবে শশী মনে করছেন, বিজেপিকে রুখতে পরিবারতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ দরকার।

তবে শশী সভাপতি হলে ভবিষ্যতে দল পরিচালনায় সোনিয়া, প্রিয়াঙ্কা এবং রাহুলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধের শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এতে দলে গান্ধী পরিবার এবং সভাপতিকেন্দ্রিক সাংগঠনিক দুটি ভরকেন্দ্র তৈরি হওয়ার ঝুঁকি আছে। আবার খাড়গে প্রেসিডেন্ট হলে এমন ইঙ্গিতও মিলবে –গান্ধী পরিবারের প্রতি অধিক অনুগত একজনই নির্বাচিত হলেন। সভাপতি হিসেবে তিনি গান্ধী পরিবারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে যেতে পারবেন না বলেই মনে করা হয়।

যেমনটি ঘটেছিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংয়ের ক্ষেত্রে ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত। ব্যক্তিগত ইমেজ ভালো হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সিদ্ধান্তের জন্য নয়াদিল্লিতে ১০ নম্বর জনপথের (সোনিয়া গান্ধীর বাসভবন) মুখাপেক্ষী থাকতেন বলে সমালোচনা ছিল।

কংগ্রেসকর্মীদের বাইরে বিজেপিও এই নির্বাচনের দিকে বিশেষ নজর রাখছে। তারা বরাবরই কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রের তীব্র সমালোচক। ফলে কংগ্রেসে দলীয় গণতন্ত্রের চলতি চর্চা তাদের জন্য একটা হাতিয়ার খোয়ানোর মতো। গান্ধী পরিবারের বাইরের যেকোনো একজনকে সভাপতি হিসেবে পাওয়া ২০২৪-এর জাতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্য এটা ইতিবাচক উপাদান হিসেবে থাকবে। পুরোনো নেতৃত্ব এবং পুরোনো আদলের কংগ্রেসের পক্ষে বিজেপিকে পরাস্ত করা দুরূহ–এটা ইতিমধ্যে ভারতে স্বীকৃত।

বিশেষ করে গান্ধীদের নিজস্ব নির্বাচনী জায়গা উত্তর প্রদেশে দলটির নিঃস্বতা চূড়ান্ত এক বার্তা দিচ্ছে। এ রকম অবস্থায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অ-গান্ধী সভাপতির অধীনে ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জোর কিছুটা হলেও বাড়বে। তবে বিজেপিও বসে নেই।

তারা খাড়গে ও শশী উভয়কে হিন্দুত্ববিরোধী রাজনীতিবিদ হিসেবে বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছে। তবে বিজেপি খুশি হবে খাড়গে প্রেসিডেন্ট হলে। পুরোনো ধাঁচের প্রতিপক্ষই রাজনীতিতে তাদের চলতি শক্তিশালী স্থিতাবস্থা ধরে রাখতে সক্ষম। ২০১৪ থেকে তারা এ রকম এক কংগ্রেসকে নিয়ে সুখেই আছে। তবে ভারতীয় রাজনীতির এ রকম 'স্থিতাবস্থা' দক্ষিণ এশিয়ার অন্যদের জন্য সুখকর না-ও হতে পারে। বরং সেখানে জাতিবাদবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির উত্থান প্রতিবেশী অন্যদের জন্য অধিক স্বস্তিকর।

লেখক: ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তুলবে যে শিক্ষাব্যবস্থা

ড. হাসনান আহমেদ

যে অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষকে অন্য কোনো প্রাণী থেকে পৃথক করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান)। এ জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উন্মেষ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। দেশে মানুষের মতো মানুষ অর্থাৎ মানবসম্পদ গড়তে জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এ শিক্ষা সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুই-ই হতে হবে। সামাজিক শিক্ষা সমাজের সাধারণ মানুষের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যার ওপর ভিত্তি করে সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে।

ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিষ্ঠান ও সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষা মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন, আদর্শ সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার উন্নতি একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায়। কার্যত আমাদের দেশে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সমাজ আজ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশিষ্ট পরিবেশে রূপ নিয়েছে। আমরা এই দুর্বিনীত অভিঘাত-জর্জরিত সমাজের উত্তরাধিকার হয়েছি।

শিক্ষা বলতে আমি লেখা, পড়া ও অঙ্ক জানা লোকদের বুঝি না। শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ তিনটি উপাদান ছাড়াও আরও কয়েকটি উপাদান বা গুণ থাকতে হবে। এর একটি হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ। শিক্ষার ভিত্তিমূলে ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকা অপরিহার্য। ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্তর্নিহিতভাবে প্রত্যেক মানুষের (আস্তিক বা নাস্তিক) কাজে-কর্মে, চিন্তা-চেতনায় সুস্থ মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে ভালো পথে চলার ও মায়া-মমতা দিয়ে পরিবার নিয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে।

ধর্ম জনসম্পদের বুনিয়াদ সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। তাই শিক্ষাকে ধর্মচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। যে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ নেই, নৈতিকতা নেই-সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়-এই মতবাদ বাদ দিয়ে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে হবে।

গবেষণা বা অনুসন্ধানও শিক্ষার অন্যতম উপাদান ও গুণ। গবেষণাহীন বা অনুসন্ধানবিহীন শিক্ষা হাজা-মজা, নিশ্চল এক জলরাশি। শিক্ষা নিতে গেলে তা বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটায়। তারপরই শিক্ষা পূর্ণতা পায়। তাই গভীরভাবে ভাবতে শেখার বিষয়টি শিক্ষায় আনতে হবে। আরও যে দুটো উপাদান বা গুণ শিক্ষায় থাকতে হবে তা হলো জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ এবং ন্যায়নিষ্ঠা। শিক্ষায় মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে সে শিক্ষা নিষ্ফলা ন্যাড়া খেতের সমান। ন্যায়নিষ্ঠা হলো ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, অহিংসা, দেশপ্রেম; মিথ্যা-শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি। এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণ যার মধ্যে যত সঞ্চারিত হবে, সে তত শিক্ষিত। এ শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি।

আমার মতে, এদেশের মানবসম্পদ গঠনে একজন মানুষের মধ্যে শিক্ষায় তিনটি অপরিহার্য গুণগত বিশেষত্ব থাকা দরকার : ১. জীবন-মুখী শিক্ষা-শিক্ষা জীবনের ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা তৈরি করবে, সমাজ ও পরিবেশকে বুঝতে ও সেই মতো চলতে শেখাবে, বাস্তবধর্মী সাধারণ জ্ঞান দেবে, ভাবনা-চিন্তার গভীরতা দেবে। ২. কর্মমুখী শিক্ষা-শিক্ষা মানুষের কোনো না কোনো কাজ বা পেশায় বিশেষত্ব আনবে, কর্মে সৃষ্টিশীলতার জন্ম দেবে, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে।

৩. মানবিক গুণাবলি জাগানিয়া শিক্ষা-সততা, জাগ্রত বিবেক, অহিংসা, দেশপ্রেম, সৃষ্ট জীবের প্রতি সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা। এ তিনটি বিশেষত্ব একজন মানুষের মধ্যে থাকলে তাকে মানবসম্পদ বলব। এ মানবসম্পদ তার নিজের, সমাজের ও দেশের সম্পদ হিসাবে কাজ করবে। সমাজ, দেশ ও জাতি গড়তে গেলে অনেক কিছুকেই মগজে ঠাঁই দিতে হয়। আদর্শ সমাজ গড়তে গেলে অসংখ্য দিকনির্দেশক ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় আনতে হয়, ভাবতে হয়। পরিকল্পিতভাবে সমাজ গড়তে হয়। সেই মতো পরিকল্পিতভাবে জাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে হয়। তারপর উন্নত দেশ ও দীপ্তিমান জাতি গড়ে ওঠে। সে জাতির আলোকপ্রভা দিনে দিনে বিশ্বের সব শ্রেণির সব মানুষের চেতনার গহন কন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব করতে একদল সমভাবাপন্ন সুশিক্ষিত দূরদর্শী পরিচালক লাগে। তারপর দেশ ও জাতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। সুনির্দিষ্ট আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃতিবিরুদ্ধ সামাজিক মূল্যবোধ ও পুঁজিবাদ থেকে ক্রমেই সরে আসতে হয়। দেশীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দিনি-নন্দিনি নির্বিশেষে সামুদয়িক শিক্ষার এবং অহিংস ধর্মপালনের চর্চা করতে হয়। অভাবী-দুস্থ-অসহায় মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটা বড় অঙ্কের ভাগ দিতে হয়। এটা রাষ্ট্রের দয়া নয়, এটা তাদের অধিকার। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এদেশের বড় সমস্যা। সিস্টেম-লস কথাটা অভিধান থেকে উঠিয়ে দেওয়াটাই ভালো। দৃঢ়-শক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জীবন্ত সম্পদ দিয়ে কীভাবে অচেতন ও জড় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তার ওপর। জীবন্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ও দক্ষ ব্যবহার আবার নির্ভর করে বসবাসরত মানুষের দক্ষতা, যোগ্যতা, পরিবেশ, জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও মনোভাব এবং মানবিক চরিত্রের ওপর। একটা দেশে অঢেল সম্পদ থাকলেও সুযোগ্য ও যথার্থ ব্যবহারের অভাবে জনগোষ্ঠী দুর্দশাগ্রস্ত, অনুন্নত ও মানবজাতির কলঙ্ক হতে পারে। অচেতন ও জড় সম্পদ সৎ বা দুর্নীতিবাজ হতে পারে না।

মানুষ তথা জনগোষ্ঠী 'জন-আপদ' বা 'জনসম্পদ' হতে পারে। ব্যতিক্রম বাদে জন-আপদ হয়ে কেউ জন্মাই না; আমরা নিজেরা সিস্টেম করে জন-আপদ গড়ে তুলি। জনগোষ্ঠী জন-আপদ হলে রাষ্ট্রীয় সুশাসন, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুযোগ্য জাতিগঠনের বিষয়টি দুঃশাসন, দুর্বিনীত দুরাচার ও দুশ্ছিদ্য দুরগ্রহে রূপ নেয়। সমাজ ও দেশের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অমানবিক কার্যকলাপ যার-পরনাই বৃদ্ধি পায়। দেশের যাবতীয় সম্পদ প্রকাশ্যে লুটপাট করে কোনো এক গোষ্ঠী পকেটে ভরে। দেশের অসচেতন সাধারণ মানুষ এজন্য অজ্ঞতাবশত অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, বুক চাপড়ে সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না। এসবই জন-আপদ তৈরির পরিণাম। এটা একটা 'ভিসাস সার্কেল'। আমরা এই দুষ্ট আবর্তে পড়ে গেছি। বেরিয়ে আসাটা অতটা সহজ নয়। এ আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া যে যত কথাই বলুক, প্রকৃত মুক্তি নেই। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে, জীবনমান উন্নয়নে এবং দেশের উন্নয়নে জনগোষ্ঠীর মান-সিকতার উন্নয়ন ও মানসম্মত দক্ষতা ও সুশিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুষ্ট আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সূচনা হিসাবে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হয়। তাই পরিত্রাণের পথ খুঁজতে সমাজের প্রত্যেক মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যসেবা, দরিদ্র-দুস্থ-অসহায় মানুষকে দান এবং নিবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধিতে সক্ষম সম্পদ গড়তে সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের ব্যবসা, কারিগরি ও বিজ্ঞানমুখী আধুনিক শিক্ষার সম্মিলনে সমন্বিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণ তাদের মনে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের এবং যুবসমাজের বহুমুখী কারিগরি জ্ঞান, জীব-নমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

শুরুটা জনগোষ্ঠীর সুশিক্ষা, মানসিকতার উন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা দিয়ে করা দরকার। কোনো কাজ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। এজন্য সমাজের অভ্যন্তর থেকে জনসম্পদ খুঁজে বের করা দরকার। একটা শিক্ষা-সমাজ (একদল লোক) দরকার, রাজনীতিমুক্ত সামাজিক সংগঠন দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ দেশব্যাপী তৈরি করা দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ সুশিক্ষার আদর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসেবা তথা মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করবে এবং সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও থাকবে। আমাদের সমাজে গরিব, অসহায়, আর্ত-পীড়িত, খেটে খাওয়া মানুষের টিকে থাকার জন্য, মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করবে। জীবনমান উন্নয়ন-মুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবে।

সুশিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠী একটা সামাজিক শক্তি। সব মানুষের সঙ্গে সমাজেই তাদের বসবাস। সমাজে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন, ভালো-মন্দ তাদের জানা। সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজের জন্য তাদের খুঁজে বের করে আনতে হবে। তাদের কাজ করার পরিবেশ দিতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারাই এটি পারে। তাদের শিক্ষাসেবার সমাজহিতৈষী লক্ষ্য সামনে নিয়ে দলবদ্ধ (গ্রুপ) হতে হবে। এরা সমাজের একেকটি ওয়ার্ক-গ্রুপ। এই গ্রুপ স্বশাসিত ও স্বেচ্ছাসেবী হবে। এই গ্রুপের নাম হবে শিক্ষাসেবা সমাজ। এরা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না; অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করবে না। নিজ স্বার্থের জন্য রাজনীতির লাঠিয়াল বাহিনী হিসাবে কাজ করবে না। তারা 'সুশিক্ষাই জীবন ও সমাজের উন্নতি'-এ কথার মর্মবাণী জনে জনে মানুষকে বোঝাবে। তারা সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান উন্নত করবে, সামাজিক শিক্ষা দেবে; সুশিক্ষিত, সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করবে ও সমাজসেবা দেবে। এতে সমাজে বসবাসরত মানুষের মন-মানসিকতার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। এর ফলে উন্নতি হবে আর্থিক অবস্থারও। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। জনে জনে সরাসরি নিড-বেইসড আর্থিক সহায়তা দেবে, যেখানে অর্থের সিস্টেম লস হবে না। ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ করবে। মানুষ ক্রমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। সময়ের ব্যবধানে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জায়গা করে নেবে। সমাজ ও দেশ থেকে ক্রমেই দুর্নীতি, দুঃশাসন, অব্যবস্থাপনা দূর হবে। প্রথম কয়েক বছরের পর ক্রমবর্ধমান উন্নতির কারণে পরবর্তী সময়ে দ্রুততার সঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এখানে কোনো নেতৃত্বের ক্ষমতা থাকবে না। থাকবে জনসেবার ক্ষমতা। সমাজসেবকরা সমাজের সেবামূলক কাজ করার কারণে সমাজের মানুষের ভক্তি ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পাবে। যে যত বড় জনসেবক, সে-ই তত বড় নেতা। ত্যাগের মহিমাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। এটাকে একবার সামাজিক রেওয়াজে পরিণত করে দিতে পারলেই তা সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিণত হবে। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা আবার ফিরে আসবে।

ড. হাসনান আহমেদ : অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ধর্ম জনসম্পদের বুনিয়াদ সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। তাই শিক্ষাকে ধর্মচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। যে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ নেই, নৈতিকতা নেই-সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়-এই মতবাদ বাদ দিয়ে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে হবে।

ছাত্র অধিকার রিষদের

(প্রথম পাতার পর)

২২ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। শুক্রবার (৭ অক্টোবর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের এলাকা ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। শাহবাগ থানার ওসি নূর মোহাম্মদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের স্মরণে 'শহীদ আবরার স্মৃতি সংসদ' এর উদ্যোগে স্মরণসভায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা করে বলে অভিযোগ ওঠে। সেখান থেকে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে। পরে আহতরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানে পরিষদের নেতা-কর্মীদের ফের অবরুদ্ধ করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে আরেক দফা গ্রেফতার করে পুলিশ।

ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আকরাম হোসেন বলেন, 'ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদ করায়, আবরার ফাহাদকে স্মরণ করায় আমাদের ওপর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা করে। প্রথম দফায় হামলার পর দ্বিতীয় দফায় তারা আবার হামলা করে। সেখান থেকে বিনা কারণে আমাদের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়। পুলিশের সহযোগিতায় ছাত্রলীগ এ ফ্যাসিবাদের রাজত্ব কায়েম করছে।'

শাহবাগ থানার ওসি নূর মোহাম্মদ বলেন, 'সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে ২২জনকে আটক করা হয়েছে। আমরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন-ছাত্রলীগ যদি কোন অভিযোগ দেয় তাহলে মামলা দায়ের হবে।'

প্রত্যক্ষদর্শী টিএসসির কয়েকজন বলেন, শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় আবরার ফাহাদের স্মরণসভা উপলক্ষে ব্যানার হাতে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে দাঁড়ায় ছাত্র অধিকার পরিষদের শতাধিক নেতা-কর্মী। সভাটি রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে শুরু হলে প্রথমে ছাত্রলীগের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক মো. আল আমিন রহমান, মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক নাহিদ হাসান এবং নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ সেখানে যান। সেখানে তাদের শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রাম আয়োজন করতে বলেন। বাগবিতান্ডা পর তারা সেখান থেকে চলে যান।

পরে ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব খান, মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক নাহিদ হাসান এবং নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী বাধা দেয়। ছাত্রলীগ সেখানে বাধা দিতে গেলে সভার আয়োজক ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাদের বাগবিতন্ডা থেকে মারামারি বাধে। পরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের পেটান ও ধাওয়া দেন। এ সময় দুই পক্ষ পরস্পরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। অবশ্য ধাওয়ায় টিকতে না পেরে ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান।

হামলায় ছাত্র অধিকার পরিষদের ১৩ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আখতার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আকরাম হোসেন, সহ-সভপতি আসিফ মাহমুদ, সাহিত্য সম্পাদক জাহিদ আহসান, কর্মী হাসিব প্রমুখ।

তবে হামলার বিষয়টি অস্বীকার করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব খান। তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনো জঙ্গিবাদ, মৌলবাদের ঠিকানা হতে পারে না। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের মাধ্যমে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়। যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মনে আঘাত হানে। ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিহত করেছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। আমাদের প্রক্টরিয়াল বডি খোঁজ-খবর নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাতে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা না ঘটে, অছাত্র সুলভ আচরণ যাতে কেউ না করে সে অনুরোধ আমরা করবো।

এ বিষয়ে জানতে ছাত্রলীগ সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় বলেন, 'ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী নয়, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে সেখানে কথা বলতে গিয়েছিল। তারা বলেছিল, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রোগ্রাম করতে, বহিরাগতদের দিয়ে নয়। কিন্তু তারা তা না করে শিক্ষার্থীদের গায়ে হাত তুলে। এ দেখে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তা প্রতিহত করে।'

গিনেস বুকে রেকর্ড গড়লেন ঠাকুরগাঁওয়ের রাসেল

(প্রথম পাতার পর)

ভারত ও জাপানকে টপকে নিজেকে বিশ্ব দরবারে মেলে ধরলেন ঠাকুরগাঁওয়ের রাসেল। পঞ্চম ও ষষ্ঠবারের মতো ওয়ার্ল্ড গিনেস রেকর্ডে আবারো নাম লিখিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন তিনি।

১ মিনিটে ১৬০ বার ও ৩০ সেকেন্ডে ১১৭ বার বসে দড়ি লাফিয়ে ২টি রেকর্ড গড়েন ২০ বছর বয়সী উদ্যমী এই তরুণ। ইতোমধ্যে ওয়ার্ল্ড গিনেস বুক কর্তৃপক্ষের দেওয়া সনদ দুটি হাতে পেয়েছেন তিনি। এ নিয়ে ছয়বার স্কিপিং রোপে গিনেস বুকে রেকর্ডের মালিক এখন তিনি। রাসেলের এ কৃতিত্বে খুশি পরিবার, স্বজন ও এলাকাবাসী। অলিম্পিকের মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশ নিয়ে দেশের সুনাম বয়ে আনতে চান রাসেল।

এদিকে রাসেলের সর্বশেষ ৩০ সেকেন্ডে ১১৭ বার বসে দড়ি লাফানোর বিশ্ব রেকর্ডসের সংবাদটি ফলাও করে প্রচার করেছে ভারতের গণমাধ্যম এনডিটিভিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

রাসেল ইসলাম জানান, ২০২১ সালে শুরুর দিকে বসে দড়ি লাফানোর দুটি রেকর্ডে ভাঙার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করি। আবেদনের ৩ মাসের মধ্যে গিনেস কর্তৃপক্ষ মেইলের মাধ্যমে যাবতীয় দিক-নির্দেশনা দেন। পরে সেই নির্দেশনামতে প্রথম দফায় ১ মিনিটে ১৬০ বার বসে দড়ি ঘুরিয়ে রেকর্ড করি। এর আগে এ রেকর্ড ছিল এক ভারতীয় যুবকের। তিনি ১ মিনিটে ১৪৯ বার স্কিপিং ঘুরিয়েছে। এরপর এ বছরের ১৩ মার্চ আবারো বসে ৩০ সেকেন্ডে ১১৭ বার বাম স্কিপ করে গিনেস বুকে রেকর্ড করি। তার আগে এই রেকর্ড ছিল জাপানের এক নাগরিকের। তিনি ৩০ সেকেন্ডে স্কিপিং ঘুরিয়েছে ১০৩ বার।

রাসেল আরও বলেন, এখন আমি দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অলিম্পিকসহ বড় বড় ম্যাচগুলোতে অংশ নিয়ে খেলতে চাই। বিশ্বের বুকে দেশের নাম উঁচুতে নিয়ে যেতে চাই। রেকর্ড গড়া কিংবা ভাঙাকে যেন অভ্যাসে পরিণত করেছেন রাসেল! ২০১৯ সাল থেকে রোপে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছেন। ওই সময় স্কিপিং রোপে ৩০ সেকেন্ডে এক পায়ে ১৪৫ বার দড়ি লাফিয়ে রেকর্ড করেন। পরে আরেকটি ইভেন্টে ১ মিনিটে ২৫৮ বার লাফিয়ে রেকর্ড করেন রাসেল।

এরপর ২৫৮ বার দড়ি লাফিয়ে যে রেকর্ড গড়েছিলেন, সেটি হাতছাড়া হয়ে যায় তার। ২৫৯ বার লাফিয়ে রাসেলের রেকর্ড ভেঙেছেন ভারতের একজন। পরে ২৬২ বার লাফিয়ে পুনরুদ্ধার করে আগের রেকর্ড। এর আগে স্কিপিং রোপ এক জাম্পে ২ বার দড়ি ঘোরানো ইভেন্টে ৩ মিনিটে ৪৫৮ বার লাফিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন এই তরুণ।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউপির হরিহরপুর সিরাজপাড়া গ্রামের প্রান্তিক কৃষক বজলুর রহমানের ছেলে রাসেল। শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তিনি।

রাসেলের বাবা বজলুর রহমান বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমার ছেলে একটি দড়ি নিয়ে লাফাত। তাকে কখনো বাধা দেইনি। রাসেল বলতেন বাবা আমি একদিন এ খেলা দিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ব। আজ তার স্বপ্ন সত্যি হলো।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান বাবু বলেন, রাসেলের এ রেকর্ড দেশের জন্য গৌরবের। আমরা সব সময় তার পাশে আছি। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা দিতে আমরা প্রস্তুত। এদিকে রাসেলকে রোপ-স্কিপিংয়ে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আশিফুল হাসান। তিনি বলেন, আমাদের ফেডারেশনের কয়েকটি ক্যাটাগরি রয়েছে। রোপস্কিপিং হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম। রাসেলকে এই ক্যাটাগরির প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে এ জাতীয় খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে আশা করি।

রুশ সেনাদের অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান

(প্রথম পাতার পর)

করেন। এর মধ্যে খেরসনও ছিল। অথচ সেই অঞ্চলেরই ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পুনর্দখলের দাবি করেছে ইউক্রেন বাহিনী। এদিকে জাপোরিজিয়ায় রাশিয়ার হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছে। আর খেরসনে একটি বাসে ইউক্রেন বাহিনীর হামলায় পাঁচ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ইউক্রেন বলছে, দেশটির দক্ষিণে রুশ সৈন্যদের কাছ থেকে কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করেছে তাদের সেনারা।

বৃহস্পতিবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেনের সেনারা আরো ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিজেদের দখলে নিয়েছে। শনিবার থেকে দক্ষিণ খেরসনে বসতি স্থাপনের কথাও জানান তিনি।

এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি বলেন, আগেও বেশ কিছু সাফল্য এসেছে তাদের। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডের মুখপাত্র নাতালিয়া গুমেনিউক বলেছেন যে, পুনরুদ্ধার করা অঞ্চলটিতে প্রায় ৩০টি শহর ও গ্রামের ঘরবাড়ি রয়েছে, যা কয়েক মাস ধরে রুশ বাহিনীর দখলে ছিল।

রুশ সেনাদের অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান ইউক্রেনের: এদিকে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেকসি রেজনিকভ রুশ সেনাদের অস্ত্র সমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি অঙ্গীকার করেছেন যারা এ প্রস্তাবে সাড়া দেবেন, তাদের জীবন সুরক্ষিত থাকবে। শুক্রবার রুশ সেনাদের উদ্দেশে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রেজনিকভ একটি ভিডিও বক্তব্য দেন। রুশ ভাষায় দেওয়া সে বক্তব্যে রেজনিকভ বলেন, 'রাশিয়াকে ট্র্যাজেডি থেকে এবং রুশ সেনাবাহিনীকে অপমানের হাত থেকে আপনারা এখনো বাঁচাতে পারেন।' তিনি বলেন, যারা অপরাধমূলক কাজের নির্দেশদাতা, অবশ্যই আমরা তাদের বিচারের মুখোমুখি করব।'

ছবি: নোবেল লগো



নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পূজার আয়োজন

(৪ পাতার পর)

কাউন্সিলের সদস্য শেখর কৃষ্ণান, ডেমোক্রেটিক লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরী, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আজম প্রমুখ।

বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ'র পূজা কমিটির বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন আহবায়ক দীনেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রধান সমন্বয়কারী গোপাল সান্যাল, সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া, সদস্য শুভ রায়, হাসানুজ্জামান সাকী, আব্দুল হামিদ ও শিবলী সাদেক।

পূজার প্রতিদিনই ঢাকের বোল, কাঁসর ঘণ্টা ও শাঁখের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে জ্যাকসন হাইটসের বেঙ্গলী ক্লাবের খোলা আকাশের নীচের এই পূজা মন্ডপ। তবে বৃষ্টির কারণে ভোগান্তির শিকার হতে হয় অনেককেই। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা। সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন পর্ব সঞ্চালনা করেন সাদিয়া খন্দকার. মনিকা রায় চৌধুরী ও স্বাধীন মজুমদার।

বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি: বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে দুর্গাপূজার বর্ণাঢ্য আয়োজন করে। গত ২ অক্টোবর রোববার এই উৎসবে উপস্থিত হন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। এসময় তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি সবার। এখানে সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার রয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটির পূজায় প্রতিদিন বেলা সাড়ে ১২টা থেকে শুরু হয় পূজা অর্চনা। পূজার পুরোহিত ছিলেন টিটন আচার্যী। প্রসাদ বিতরণ করা হয় প্রতিদিন। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও দর্শনার্থীর উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। হিন্দু-মুসলিম কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সমাবেশে অনুষ্ঠান স্থল ছিলো একাকার।

দুর্গোৎসবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক-এর সভাপতি পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক রীনা সাহাসহ কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন উৎপল চৌধুরী।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ ইউএসএ: শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ ইউএসএ সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৬২ স্ট্রিটের শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে। গত ১ অক্টোবর শনিবার থেকে ৪ অক্টোবর মঙ্গলবার পর্যন্ত চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবে ছিল অঞ্জলি, সন্ধ্যা আরতি এবং প্রসাদ বিতরণ। মহাষষ্ঠীতে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও নৃত্যানুষ্ঠান, মহাসপ্তমী ও অষ্টমীতে ছিল উলু ও শঙ্খ ধ্বনী প্রতিযোগিতা, স্থানীয় ও কলকাতার শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান ও বিশেষ নাটক। মহানবমীতে ছিল আরতি প্রতিযোগিতা ও বিশেষ নৃত্যনাট্য এবং বিজয়া দশমীতে ছিল সিঁদুর দান উৎসব ও শুভ বিজয়ার বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান।

দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটিতে ছিলেন আহবায়ক সুভাস কুমার সাহা, সমন্বয়কারী রঞ্জিত রায়, অর্থ ব্যবস্থাপক সুরেশ চন্দ্র রায়, পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রভাত চন্দ্র দাস, যুগ্ম আহ্বায়ক ইন্দ্রজিৎ মজুমদার, পঙ্কজ রায়, সুমন মিত্র, নিতাই পাল, সঞ্জয় কর, জয়শ্রী রায়, অমরেন্দু নাথ দাস, রঞ্জিত বণিক, সুরঞ্জন বণিক, সংগঠনের সভাপতি অজিত চন্দ, সাধারণ সম্পাদক অর্ধেন্দু কিশোর বিশ্বাস এবং কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ: বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নিউইয়র্ক ইনক গত ২ অক্টোবর থেকে শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করে উডসাইডের গুলশান টেরেসে। উৎসবের মধ্যে ছিল প্রতিদিন অঞ্জলি, মহাপ্রসাদ, আরতী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও ছিল জননী, জায়া ও আত্মজাগণের প্রিয় সিঁদুর খেলা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-ভারত ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দুর্গা উৎসেবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ সূত্রধর ও প্রচার সম্পাদক কমলেশ সহ কার্যকরী কমিটির সদস্যরা।

সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ: সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ ইনক গত ১ অক্টোবর থেকে উডসাইডের দিব্যাধাম সেবাশ্রম মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলে পূজার অনুষ্ঠান। সব বয়সের মানুষ ভিড় করেন পূজা মন্ডপে। ফলে তিল ধারনের ঠাঁই ছিল না সেখানে। পূজা অর্চনা ছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিল প্রসাদ বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া বিজয়াদশমীতে ছিল মহিলাদের সিঁদুর খেলার আয়োজন।

এবারের পূজার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান প্রবীর রায় ও মেম্বার সেক্রেটারী স্বপন ধর, সভাপতি প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল ও সাধারণ সম্পাদক বিজয় বিশ্বাস এবং পূজা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর বিশ্বাস ও সদস্য সচিব নারায়ণ দেবনাথ। এছাড়াও ছিলেন সদস্য সঞ্জয় সরকার, সুবল চন্দ্র গোস্বামী, প্রদীপ দত্ত, বিনয় মজুমদার, সুব্রত সরকার, অনুপ কুমার সাহা, জয়তুর্য চৌধুরী, স্বপন বিশ্বাস, চন্দন ঘোষ, মিতুল দেবনাথ, দীপক ঘোষ, রাজীব চন্দ্র নাথ, ইন্দ্রজিৎ সাহা ও সুবীর রায়।

সার্বিক সহযোগিতায় সঞ্জীব পাল, তাপস কৃষ্ণ সরকার, মানিক দেবনাথ, বিকাশ কুমার বৈদ্য, শুভজিৎ সাহা রাজু, বিপব চন্দ্র সূত্রধর, সুমন রঞ্জন সাহা, কনক চন্দ্র কান্তি, দীপ্ত সাহা, লিটন চন্দ্র দেবনাথ, সুব্রত কুমার ভৌমিক, রুবেল মজুমদার, বঙ্কিম বৈরাগী, পীযুষ কান্তি বাড়ৈ, সজল বিশ্বাস, ডা. দেবাশীষ কর্মকার, প্রদীপ হালদার ও সুমন সুর।

জ্যাকসন হাইটসের ওঁম শক্তি মন্দিরে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর মহাষষ্ঠীতে ছিল ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা, সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস ও সঙ্গীতানুষ্ঠান, ১ অক্টোবর মহাসপ্তমীতে ঝিল দেবীর নবপত্রিকা প্রকাশ, স্থাপন ও সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা, নৃত্য পরিবেশনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান, ২ অক্টোবর মহাঅষ্টমীতে ছিল দেবীর অষ্টমীবিহিত পূজা প্রশস্তা ও সন্ধিপূজা, নৃত্য পরিবেশনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। ৩ অক্টোবর মহানবমীতে ছিল নবমীবিহিত পূজা প্রশস্তা, নৃত্য পরিবেশনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। ৪ অক্টোবর ছিল বিজয়া দশমী। এদিন ছিল দেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনা বিসর্জন, সিঁদুর দান উৎসব, ধামাইল নৃত্য ও আরতি চাকেরতালে শারদ সন্ধ্যা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব ও শান্তনীল ধর।

ওঁম শক্তি মন্দিরের সভাপতি গৌরাঙ্গ রায় এবং সাধারণ সম্পাদক সাগর চৌধুরী শারদ উৎসব সফল করায় ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

আমেরিকান বাঙালী হিন্দু ফাউন্ডেশন: আমেরিকান বাঙালী হিন্দু ফাউন্ডেশন জ্যামাইকার লিভারপুল স্ট্রিটের মহামায়া মন্দিরে আয়োজন করে সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা ও শারদ মেলা ২০২২। ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া দুর্গা পূজা ও শারদ মেলা চলে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন পূজা অর্চনায় ছিল পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধ্যা আরতি, প্রসাদ বিতরণ এবং প্রতীমা বিসর্জন। এছাড়াও ছিল দুর্গাপূজার বিশেষ নাটক। পূজা পরিচালনায় ছিলেন স্বপন চ্যাটার্জি ও অরিবিন্দ চক্রবর্তী।

ব্রুকলীনের শ্রী শ্রী গৌরনিতাই মন্দিরে গত ১ থেকে থেকে শুরু হয়েছে পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব। প্রতিদিনের অনুষ্ঠান সূচীতে ছিলো পুষ্পাঞ্জলী, আরতী, চন্ডী পাঠ, মায়ের বন্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূজা মন্ডপে প্রার্থনা ও দেবী দর্শনে মিলিত হন অসংখ্য ভক্ত। ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে দুর্গোৎসব মিলনমেলায় পরিণত হয়। পূজার আয়োজকদের পক্ষে আহ্বায়ক আশীষ রঞ্জন ভৌমিক ছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মিলন কর্মকার এবং সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর দাস মনু উপস্থিত সকল ভক্তকে শারদীয়া ও বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান।

নিউ ইংল্যান্ড হিন্দু সোসাইটি: দেবীর মন্ত্রে, ধূপের সৌরভে, মঙ্গলারতির বর্ণাঢ্য উচ্ছ্বাসে জগৎ জননীর কাছে সকলের কল্যাণ ও শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য ধর্মীয় রীতিনীতি সহকারে এ বছরের শারদীয় দূর্গোৎসব উদযাপন করা হয়। অশুভ শক্তির বিনাশ, ঐক্য ও মহামিলনের প্রতীক শারদীয় দূর্গোৎসব। সনাতন ধর্মীয় সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতু বন্ধন কল্পে দেশের ন্যায় প্রবাসেও নিউ ইংল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশী সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শারদীয় দূর্গোৎসব উদযাপন করেন।

গত ১ ও ২ অক্টোবর ম্যাসাচুসেটস্থ সাদবারী শহরের স্থানীয় চার্চে অনুস্টিত শারদীয় উৎসবটির আয়োজন করেন 'উৎসব' নিউ ইংল্যান্ড হিন্দু সোসাইটি। অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে ছিল দেবী দুর্গার চুক্ষু দান, দেবীকে আসন, বসন, নৈবদ্য স্থান, পস্পমাল্য, চন্দন, ধুপ ও দীপ দিয়ে পুজা, দুদিনই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে ছিল শ্রীশ্রীদূর্গাষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্ঠমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী, সন্ধ্যারতী, উলুধ্বনী, সিধুর খেলা, যজ্ঞ, অঞ্জলী প্রদান, ঢাকের তালে তালে সন্ধ্যা আরতি, শিশুদের কোলাহল, বড়দের আড্ডা, কোলাকুলি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল দুদিনের এ মহাআয়োজনে।

ধর্মীয় কার্যাদিতে পৌরহিত্য করেন শ্রী কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। দু'দিনই সন্ধ্যায় উৎসবের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা কবিতা মালোর পরিচালনায় এবং সমাপ্তি মালোর নির্দেশনায় উৎসব শিল্পী গোষ্ঠী এবং শিশু কিশোরদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। পরিবেশনায় ছিল গান, কবিতা, ছড়া, নৃত্য, আবৃতি, কোরাস গান। তা ছাড়া ছিল বড়দের একক ও দ্বৈত কণ্ঠের গান।

গত ২ অক্টোবর শ্যামা কালী পূজায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, সিঁদুর খেলা, বিশেষ আরতি এবং পরস্পর কোলাকুলির মধ্য দিয়ে এর শারদীয় দুর্গা পূজার আয়োজন শেষ করা হয়।

আটলান্টিক সিটিতে শারদোৎসব: আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী জানান, শারদোৎসবের বার্তা পেয়ে নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির প্রবাসী বাঙালি হিন্দুরা মেতে রয়েছেন দুর্গোৎসবের হরেক আয়োজনে। শারদোৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে আটলান্টিক সিটি।

আটলান্টিক সিটিতে অবস্থিত প্রবাসী হিন্দুদের মন্দিরে গত ২ অক্টোবর রোববার থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়, আর শেষ হয় ৫ অক্টোবর, বুধবার। দুর্গোৎসবে তিথিমতে পূজার যাবতীয় শাস্ত্রীয় কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। শারদোৎসবের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিলেঅ পূজার্চনা, আরতি, প্রবাস প্রজন্মের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা, আয়োজক সংগঠনের সদস্য- সদস্যাদের পরিবেশনায় সংগীত অনুষ্ঠান, পুঁথি পাঠ, সিঁদুর খেলা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

গত ৩ অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল মন্দির প্রাঙ্গণে শারদোৎসবে অংশগ্রহনকারী প্রবাসী হিন্দুদের সাথে শারদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রবাসী হিন্দুদের যে কোন প্রয়োজনে তাঁর প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিরূপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে আবাল, বৃদ্ধবনিতার বাহারি সাজ ও নয়নাভিরাম পোশাক-আশাকে দুর্গোৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে উঠে উৎসবের রঙে রংগীন। তারা সারাক্ষণ মেতে আছেন আনন্দযজ্ঞে।

শেখ হাসিনার 'দ্য লাস্ট ব্যাটেল'

(৫ পাতার পর)

সাধারণ মানুষ। ত্যাগী তৃণমূলের কিছু না পাওয়া কর্মী। অন্যদিকে আছে ক্ষমতার বাইরে এবং ক্ষমতায় থাকা সুবিধাবাদী চক্র। আল্পসের ক্যাসেল থেকে যেমন মৃত্যুর প্রহর গোনা মানুষগুলোকে মুক্ত করাই ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। ঠিক তেমনি, শহুরে সুবিধাবাদীদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের মালিকানা রহিমা, পুষ্পিতা কিংবা মল্লিকদাদের হাতে তুলে দেওয়াই এখন চ্যালেঞ্জ। এটাই মরণযুদ্ধ। এ যুদ্ধ অনেকটা স্কুইড গেমের মতো। মরো অথবা মারো। বিএনপি, সুশীল ও সুবিধাবাদীদের সব শক্তি ক্রমে একত্র হচ্ছে। সম্রাট অশোক যেমন কলিঙ্গ যুদ্ধের আগে সেখানকার নিরীহ মানুষকে গোপনে হত্যার পরিকল্পনা করেন। লুটপাট-অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নেন। সে সময় অশোকের সেনাপতি বলেছিলেন, 'এটা যুদ্ধের নীতিনৈতিকতাবিরুদ্ধ।' জবাবে সম্রাট অশোক বলেছিলেন, 'যুদ্ধের একটাই নীতি- জয়।' সম্রাট অশোক এ মানবতাবিরোধী কৌশলের জন্য 'চন্ডাল অশোক' উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন যেন আবার 'চন্ডাল অশোক' নীতি ফিরে এসেছে। যে-কোনো উপায়ে শেখ হাসিনাকে (আওয়ামী লীগকে নয়) ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। নিজেদের কর্মীদের মৃত্যুতে উল্লসিত হও। দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে বিদেশিদের কাছে নালিশ কর। এ যুদ্ধে যেন সব বৈধ। সাধারণ মানুষকে আক্রমণ। চালের বাজার সিন্ডিকেট। খোলাবাজার থেকে ডলার কিনে বাজার খালি করে দেওয়া। সব যেন একই সূত্রে গাঁথা।

বিএনপি বা সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের কৌশল অবশ্য পরিষ্কার। যে-কোনো মূল্যে তারা শেখ হাসিনাকে হটাতে চায়। এজন্য লাশ চায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর হস্তক্ষেপ চায়। জঙ্গিবাদের উত্থান চায়। অর্থনৈতিক সংকট চায়। চেনা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা অনেক সহজ। এই যেমন এবার শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে ঘটে গেল। গতবারের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রতিমা ভাঙচুর হয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ভাঙচুর হয়নি। অথচ এবারই পূজায় সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শঙ্কা ছিল। একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা এ নিয়ে সতর্কবার্তাও দিয়েছিল। কিন্তু সতর্ক থাকার কারণে কোনো বিশ্রী ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ঘরের ভিতর বন্ধুবেশী শত্রু যখন আপনার ক্ষতি করবে, তখন সামলাবেন কীভাবে? এই যেমন এক মাসের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে দুবার বিপর্যয়। এটা স্রেফ দুর্ঘটনা, নাকি ষড়যন্ত্র? এ ঘটনার পর দেখলাম বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু আনন্দে আত্মহারা। তিনি বললেন, 'সামনে আরও ব্যাকআউট হবে।' তিনি জ্যোতিষী, নাকি তাঁর কাছে আগাম খবর আছে। টুকু সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে হাজার কোটি টাকার খাম্বা কেনা হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। এ খাম্বায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি বটে, কিন্তু তারেক জিয়ার বন্ধুর পকেট ভারী হয়েছে। ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর নির্বাচনী এলাকায় তাঁর নানা প্রশংসা শোনা যায়। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় লোকজন বলেন, 'টুকু সাহেব প্রচুর লোককে চাকরি দিয়েছেন।' এর বেশির ভাগই বিদ্যুৎ সেক্টরে। জাতীয় গ্রিডে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর জমানায় নিয়োগপ্রাপ্ত বহু মানুষ নানা পদে কর্মরত আছেন। ৬ সেপ্টেম্বর প্রথমবার জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয় ঘটে। তখন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলা প্রায় দেড় ঘণ্টা অন্ধকারে ছিল। সে সময় একজন প্রকৌশলী আমাকে বলছিলেন, জাতীয় গ্রিডে আরও বড় বিপর্যয় আসছে।

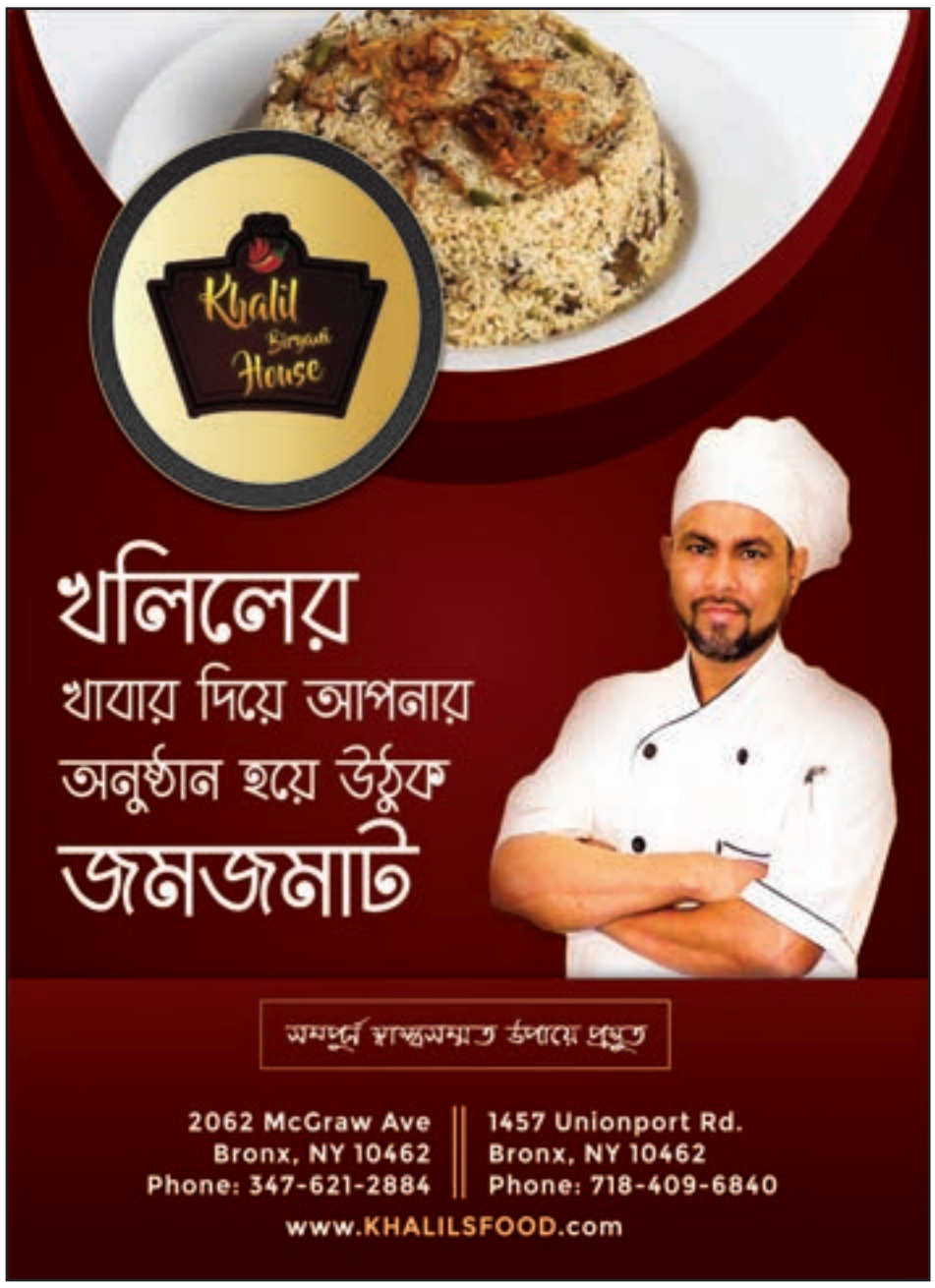
আমাদের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাই তাঁর সম্পদের যে বিপুল স্ফীতির কাহিনি শোনান তা রূপকথার গুপ্তধনকেও হার মানায়। ৪ অক্টোবর যখন গোটা দেশ অন্ধকারে চলে গেল, এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলল ৪ ঘণ্টার বেশি সময়। তখন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনসংযোগ কর্মকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু এক মাসে দুবার জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয় কেন হলো, তার কারণ জানতে পারলেন না। চাণক্য বলেছিলেন, 'অর্থলোভ ভয়ানক রোগ। একবার যে এর স্বাদ পায়, সে সহজে বিকোয়।' সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে রপ্তানি আয় কমেছে ৬.২৫ শতাংশ। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বললেই জানা যায়, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুশাসন জারি করা হয়েছে, শিল্পকারখানায় যেন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এজন্য এলাকাভিত্তিক ছুটির রুটিনও করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয়ও কমেছে। গত সাত মাসের মধ্যে প্রবাসী আয় ছিল সর্বনিম্ন। বিদেশের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ না পাঠানোর প্রচারণা চলছে কয়েক মাস ধরে। সৌদি আরবে রীতিমতো সভা করে বলা হচ্ছে ব্যাংকে টাকা নেই। বৈধ পথে টাকা পাঠালে আপনার পরিজনরা টাকা পাবেন না। বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করেন আমাদের শ্রমিক ভাইবোনেরা। তাঁরা এতে আতঙ্কিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর বিরুদ্ধে পাল্টা কূটনীতি কোথায়? পেশাদারি কূটনীতির নামে বিদেশে বসে চলে আরাম-আয়েশের উৎসব। বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলো প্রবাসীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, এ রকম অভিযোগ আমলে নেওয়ার কেউ নেই। কদিন আগে আওয়ামী লীগের এক তরুণ মেধাবী নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমরা একসঙ্গে দুপুরে খেলাম। ওই নেতা বলছিলেন, 'আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে যাই। কর্মীদের সঙ্গে কথা বলি। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নেতাদের সঙ্গে কথা বলি। তারা সবাই নেগেটিভ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের খারাপ দিকগুলো নিয়েই কথা বলেন।' ওই নেতার কথার সূত্র ধরে আওয়ামী লীগের বেশ কজন নেতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগ কী? অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার, কেউই এ ১০টি উদ্যোগ বলতে পারলেন না। প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন, ১৪ বছরে সরকারের অর্জনগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। অথচ কজন নেতা এসব অর্জনের কথা বলতে পারবেন? ফেসবুকে আওয়ামী লীগ ব্যস্ত একে অন্যের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোয়।

বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সম্প্রতি বলেছেন, 'আওয়ামী লীগের কোমর ভেঙে গেছে।' হাজারীবাগে বিএনপি সমাবেশ করতে যায়। ওই সমাবেশে উটকো ঝামেলা বাজাতে গিয়ে আওয়ামী লীগের অতি উৎসাহী কজন বেশ ধোলাই খান। এরপর বিএনপি নেতার ওই দম্ভোক্তি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে বলেছিলেন, 'বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হবে না।' তাঁর এ নির্দেশ লঙ্ঘন করে যারা (আওয়ামী লীগের কর্মী ও পুলিশ প্রশাসন) বিরোধী দলের ওপর বিনা উসকানিতে চড়াও হয়, তারা ষড়যন্ত্রকারী। ঘরের শত্রু বিভীষণ। এরাও দ্য লাস্ট ব্যাটেলে শত্রুপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন, খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির কথা শেখ হাসিনা এখন প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় বলছেন। তিনি যখন এসব কথা বলছেন, তখন সিন্ডিকেটের খপ্পরে চালের বাজার। কান পাতলেই শোনা যায়, সামনে চালের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। আমাদের খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় কী করছে? কৃষিমন্ত্রী ব্যস্ত ডিম নিয়ে। আর খাদ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে হুঙ্কার দেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এখন রীতিমতো ধমক দিয়ে কথা বলছেন। তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সুশীলরাও এখন মাঠে। বিএনপিকে দিয়ে ক্ষমতার হিসসা ইতোমধ্যে কবুল করিয়েছে দেশের সুশীলসমাজ। বিএনপি নেতারা বিদেশি আজ্ঞাবহ সুশীলদের খুশি করতে নতুন সংবিধান আর দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলছেন। সবাই মিলে জোট করেছেন সাধারণ মানুষের অধিকারহরণের নতুন খেলায়। গরিবরা কেন ভালো থাকবে? গৃহহীনরা কেন ঘর পাবে? হতদরিদ্রের বাচ্চারা লেখাপড়া করার দুঃসাহস কোত্থেকে পেল! কমিউনিটি ক্লিনিক কেন থাকবে? এসবই হয়েছে শেখ হাসিনার জন্য। সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্টে পেট্রা/ডিভোরাক শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একটি নিবন্ধে লিখেছেন, 'এই নারী একটি শক্তির নাম।' হ্যাঁ, তা-ই। তিনি দারিদ্র্যের শক্তি। তৃণমূলের শক্তি। আর এ কারণেই শেখ হাসিনার ওপর গোসসা করেছে একটা বিশাল গোষ্ঠী। আমাদের প্রচলিত গণমাধ্যম কেবল তাদের কথাই বলে। কিন্তু দ্য লাস্ট ব্যাটেলে শেখ হাসিনার যোদ্ধা হলো তৃণমূল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। আগামী নির্বাচন তাই বাংলাদেশের জন্যও শেষ যুদ্ধ। রাষ্ট্রের মালিকানার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে শেখ হাসিনাকে লড়তে হবে ঘরের ও বাইরের শত্রুর সঙ্গে। নির্বাচন বানচাল করে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কি বন্দি হবে? শোভিত-পরিপাটি শহুরে মানুষের জয় হবে? নাকি গত ১৪ বছরের অর্জনগুলো পাবে পূর্ণতা? বাংলাদেশ জিতবে নাকি আবার অন্ধকার টানেলে প্রবেশ করবে? এ ফয়সালা হবে দ্য লাস্ট ব্যাটেলে। আপনি কার পক্ষে?

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, পরিপ্রেক্ষিত
e-mail: poriprekkhit@yahoo.com





ভোট

আপনার প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

২০২২ সালের নভেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচন

আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েব সাইট দেখুন অথবা কল করুন
findmypollsite.vote.nyc
866-VOTE-NYC

শনিবার	২৯ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৩০ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
সোমবার	৩১ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	১ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বুধবার	২ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বৃহস্পতিবার	৩ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
শুক্রবার	৪ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
শনিবার	৫ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৬ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	৮ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

নির্বাচনের দিন

অগ্রিম ভোট গ্রহন করা হবে
২৯ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে
৮ নভেম্বর

Board of Elections
City of New York









নিউইয়র্কে চুরাশিয়ান আনন্দ আড্ডা

আশরাফুল হাবিব মিহির: কৈশোরের স্কুলের সাথীদের নিয়ে এস.এস.সি '৮৪ ব্যাচ এর বাঁধভাঙা আনন্দ উচ্ছাসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো 'চুরাশিয়ান আনন্দ আড্ডা'। গত ২ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্কের কুইন্সের পার্টি হলে দিনব ্যাপী এই আড্ডার আয়োজন করা হয়। চুরাশিয়ান রাব্বী সৈয়দ ও ইয়াসমিন)ইদ্রিসীর যৌথ সঞ্চালনায় আড্ডার শুরুতেই বক্তব্য রাখেন এস.এস.সি '৮৪ নর্থ আমেরিকা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও এডমিন শামস্ চৌধুরী রুশো। তিনি তার বক্তব্যে বলেন- কেন চুরাশিয়ানদের একত্রিত করে এই আয়োজন করেছেন। চুরাশিয়ানদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথাও জানান। সবাইকে নিয়ে আরো বড় পরিসরে কিভাবে আরো সফল আয়োজন করা যায়, সেই কথাও উঠে আসে তার বক্তব্যে।

কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা চুরাশিয়ানদের এই মিলনমেলায় সতীর্থরা একজন আরেকজনকে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। সকলে যেনো তাদের শৈশব ফিরে পেলেন, নেচে গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে সবাই ফিরে গেলেন তাদের সোনালী অতীতে।

পরিচিতি পর্বের পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন। স্ব-প্রণোদিতভাবে ফান-গেইমে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরো আকর্ষনীয় করে তোলেন। নির্ধারিত শিল্পীর গান ছাড়াও কৌতুক, আবৃত্তি এবং নৃত্য পরিবেশন করেন চুরাশিয়ানরা। চুরাশিয়ানদের গর্ব প্রতিভাবান শিল্পী হাসান মাহমুদ ও ঝুলন সেন তাদের অনবদ্য গান পরিবেশনের মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করেন। ইয়াসমিন ইদ্রিসী'র উপস্থাপনা, গান, আবৃত্তি ও নৃত্যসহ বহুমুখী প্রতিভায় সকলে চমকিত হন।

সবশেষে কেক কেটে পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে আগত কামরুন্নাহারের জন্মদিন পালন করা হয়। আনন্দঘন মুহূর্তের রেশ নিয়ে সকলে বাড়ি ফিরেন।



বিশিষ্ট সমাজসেবী নাঈম টুটুল সংবর্ধিত

(শেষের পাতার পর)

স্থায়ী দাতা সদস্য সাহারা হোমস'র প্রেসিডেন্ট নাঈম টুটুলকে এ সংবর্ধনা দেয়া হয়। একই অনুষ্ঠানে হারুন অর রশিদ সিআইপিকেও সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বেলায়েত হোসেন স্বপনের সভাপতিত্বে এবং হারুন অর রশিদ সিআইপির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক শহীদ উল্লাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুর আহসান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আলী ইমাম সিকদার, আবু নাসের, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জাহাঙ্গীর হোসেন, মোশাররফ হোসেন সবুজ, রহমান এইচ আরজু, এ এস এম মাঈন উদ্দীন পিন্টু, ফিরোজ আলম, জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, সালেহ আহমেদ মানিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বৃহত্তর নোয়াখালী প্রবাসীরা ছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নাঈম টুটুলকে আয়োজকরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা সহ সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ সনদ প্রদান করা হয়। এছাড়াও নাঈম টুটুল ও হারুন অর রশিদ সিআইপিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনায় সিক্ত নাঈম টুটুল আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সব সময় তার এলাকাসহ বাংলাদেশের দরিদ্র-অসহায়দের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বেলায়েত হোসেন স্বপন নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের প্রাচীন বিদ্যাপিঠ সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শোভা বর্ধনে গেইট নির্মাণে সংবর্ধিত নাঈম টুটুলের বিশেষ অনুদানের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়াও বক্তরা বলেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখছে প্রবাসীরা। নাঈম টুটুলের মত সামর্থবানরা এগিয়ে আসলে আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

অগ্রিম ভোট প্রদান
29 অক্টোবর – 6 নভেম্বর

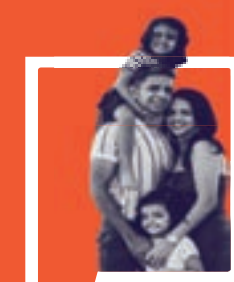
নির্বাচনের দিন
8 নভেম্বর

NYC VOTES



চাকরী

জননিরাপত্তা



আগামীকে বদলে দিন



বর্ণবৈষম্যের ন্যায়বিচার

৪ নভেম্বর ভোট দিন

অর্থনীতি

প্রজননগত অধিকার

আগ্নেয়াস্ত্র আইন

nycvotes.org এ আরো জানুন



"আমি ফ্লু-এর টিকা পেয়েছি ...ফ্লু নয়"

টিকাকরণ করানো যে শুধু আপনাকে সুরক্ষিত রাখে তাই নয়, বরং এটি আপনাকে এমন মানুষের মধ্যে ফ্লু ছড়ানো থেকেও আটকায় যারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন–তার মধ্যে রয়েছেন গর্ভবতী মহিলা, কমবয়সী শিশু, 65 বছর ও তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্করা এবং দুরারোগ্য রোগব্যাধি থাকা মানুষজন।

আরও তথ্যের জন্য, 311 নম্বরে কল করুন বা এই সাইটে যান nyc.gov/flu।

NYC Health

Eric Adams
মেয়র

Ashwin Vasan, MD, PhD
কমিশনার



দীপিকার সঙ্গে বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন, যা বললেন রণবীর

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের জনপ্রিয় জুটি রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের সংসার ভাঙার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরেই বি-টাউন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ নিয়ে এই দুই তারকার ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকের হৃদয় ভাঙতে বসার জো হয়েছিল। এ জুটিকে বেশ কিছু সময় ধরে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না।

তিন দিন আগেই ইনস্টাগ্রামে রণবীরের একটি ছবির নিচে মন্তব্য করেছিলেন দীপিকা। লিখেছিলেন– 'বাহ, বেশ লোভনীয় কিন্তু!' সঙ্গে ছিল একটি রহস্যময় ইমোজি। তা দেখেও অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারেননি অনুরাগীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা হচ্ছিল– দীপিকা এখনো হয়তো রণবীরকে ভালোবাসেন; কিন্তু রণবীর কি তাকে ভালোবাসেন! ভক্তদের সেই উৎকণ্ঠা টের পেলেন রণবীর। গত ৪ অক্টোবর মঙ্গলবার বিষয়টি পরিষ্কার করেন বলিউড স্টার। স্ত্রীর ছবির মন্তব্যে বুঝিয়ে দিলেন– এখনো দীপিকাই তার রানি।

এদিকে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রণবীর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন– দীপিকা আর তিনি একসঙ্গেই রয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রেম শুরু হয়েছিল ২০১২ সালে। ফলে ২০২২ সাল আমার আর দীপিকার ১০ বছর। ওকে অভিনেত্রী হিসেবে সম্মান করি। আশা করছি, আবার আমরা একসঙ্গে পর্দায় কাজ করব।'

দুজনের আলাদা থাকার জল্পনা যে ভিত্তিহীন, সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন রণবীর। যদিও এখনো এ নিয়ে মুখ খোলেননি দীপিকা।

মহাভারতে অভিনয় করতে চাই : সাইফ আলী খান



বিনোদন ডেস্ক: সাইফ আলী খানকে বলিউডের অন্যতম একজন ভিন্নধর্মী অভিনেতা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। অন্য খানদের মতো বিস্তৃত জনপ্রিয়তা না পেলেও তাঁর আলাদা একটি ফ্যানবেজ রয়েছে হিন্দি চলচ্চিত্রে। যে চরিত্রই করেন তিনি, সেটিতে মিশে যান নিজের অভিনয়শৈলী দিয়ে। সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত বলিউড সিনেমা 'বিক্রম ভেধা'তে দেখা গিয়েছিল এই অভিনেতাকে।

তবে নিজের কাজের বিষয়ে সম্প্রতি সাইফ বলেছেন যে তিনি মহাভারতে অভিনয় করতে আগ্রহী। ১৯৯৯ সালে 'কাচ্চে ধাগে' সিনেমায় অজয় দেবগনের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছিলেন তিনি। মহাভারত সিনেমা তৈরি হলে তিনি সেটিতে কাজ করতে চান, সেটি অজয়ের সাথে শেয়ার করেছিলেন তখন, এমনটাই জানালেন এই অভিনেতা।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সাইফ বলেছেন, তাঁর কোনো স্বপ্নের চরিত্র নেই যেটি তিনি করতে চান। তবে মহাভারতের মতো একটি চলচ্চিত্র হলে সেটি হবে দুর্দান্ত। কেউ যদি 'লর্ড অফ দ্য রিংস'-এর মতো করে এটি বানান তবে তিনি মহাভারতে অভিনয় করতে চান।

বলিউড বুবল'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাইফ বলেছেন, আমি নিজের চরিত্র নিয়ে তেমন ভাবি না। আমি শুধু ভাবি আমাকে কোন ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয় সেটি নিয়ে। আমার আসলে স্বপ্নের কোনো চরিত্র নেই। আমি মনে করি না যে এভাবে চিন্তা করার কোনো মানে আছে। তবে আমি মহাভারতে অভিনয় করতে চাই। যদি কেউ এটিকে 'লর্ড অফ দ্য রিংস'র মতো তৈরি করে তাহলে। আমি 'কাচ্চে ধাগে' সিনেমার সেট থেকে অজয় দেবগনের সাথে এটি নিয়ে কথা বলে আসছি। আমাদের প্রজন্মের জন্য এটি একটি স্বপ্নের বিষয়। এটি সম্ভব হলে আমরা বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে দক্ষিণকেও পাব। মহাভারতের 'কর্ণ' আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র।

সাইফ আলি খানকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'বিক্রম ভেধা' সিনেমায় যেখানে হৃতিক রোশন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পুষ্কর-গায়ত্রীর পরিচালনায় ২০১৭ সালে একই নামে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি তামিল চলচ্চিত্রের রিমেক এটি। তামিলের সিনেমাটিতে আর.মাধবন, বিজয় সেতুপতি, শ্রদ্ধা শ্রীনাথ, কাথির এবং ভারলক্ষ্মী শরথকুমার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

'বাংলাদেশে কখনো সিঁদুর খেলিনি, কলকাতায় প্রথম খেললাম'

বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার দুর্গাপুজো মন্ডপে সিঁদুর খেললেন অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস। বুধবার বিজয়া দশমীর দিন সকালের দিকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য কলকাতার কাঁকুড়গাছি যুবকবৃন্দে পুজো মন্ডপে সিঁদুর খেলেন তিনি। সাথে ছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের মুখ অধ্যাপিকা মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অস্ত্রশিল্পী সহ ক্লাবের মহিলারা। এ সময় অপু বিশ্বাস যেমন অন্যের গালে মুখে সিঁদুর মাখিয়ে দেন ঠিক তেমনি ভাবে অন্যরাও তাকে সিঁদুর মাখিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মিষ্টিমুখও করেন তারা।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অপু বলেন 'এটা আমার কাছে মনে হয় আমার পাশের দেশ, আমার বন্ধু দেশ তাই আলাদা করে মনে হয় না অন্য কোথাও এসেছি। আর সিঁদুর খেলা আসলেই একটা অন্যরকম অনুভূতি। ছোটবেলায় দেখেছি মায়েরা সিঁদুর খেলতো সিঁদুর নিচে পড়ে গেলে আমরা তুলে মুখে মাখতাম, আমাদের কেউ দিত না। আজকে নিজেই সিঁদুর খেলছি, খুব ভালো লাগছে।'



তিনি আরও বলেন 'বাংলাদেশে আমার সেভাবে কখনো সিঁদুর খেলা হয়নি। এই প্রথমবার আমি নিজে সিঁদুর খেললাম। আগে মায়েরা খেলেছিল তখন মায়ের সাথে যোগ দিয়েছিলাম।'

কলকাতায় এবারই অপু বিশ্বাসের প্রথম সিঁদুর খেলা। অপু বলেন 'বাংলাদেশে আমার সেই ভাবে সিঁদুর খেলা হয় না কারণ বাংলাদেশে আমার শুটিং থাকে, হয়তো বা যেখানে যাব সেখানে সেই পরিস্থিতি হয়ে উঠে না। এটা ভীষণ ভালো লাগছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় আসা, পূজোটা পরিপূর্ণভাবে দেখব উপভোগ করব সেটাই হচ্ছে।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে পূজা তার ক্যারিয়ারের ব্যস্ততা নিয়েও কথা বলেন। তিনি বলেন, এই বছরের ফেব্রুয়ারীতে আমার শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ ২ রিলিজ হয়েছে, গত মাসে আমার তিনটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে একটা কলকাতার ছবিও আছে। এই মাসেই আর একটা সিনেমা রিলিজ হবার কথা রয়েছে। কোভিডের পর আমরা আবার কাজে ফিরছি এখন ব্যস্ততা বাড়ছে।

গত এক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশে সব চেয়ে আলোচিত বিষয় শাকিব খান এবং শবনম বুবলির প্রেম, বিয়ে সন্তান ইস্যু। এই সম্পর্ক নিয়ে নানান গুঞ্জন চলছে, দিস্তার পর দিস্তা কাগজ খারাপ হয়েছে। এমন অবস্থায় এই বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে হেসে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অপু। তিনি বলেন, 'এগুলো ব্যক্তিগত বিষয় এগুলো আমি এড়িয়ে যেতে চাই।

কেন দাওয়াত পাননি মমতাজ, বললেন আসিফ

বিনোদন ডেস্ক: গায়ক আসিফ আকবরের ছেলের বিয়ে হলো সম্প্রতি। বিয়েতে মিডিয়ার মানুষেরা নিমন্ত্রিত ছিলেন, ছিলেন গণমাধ্যমকর্মীরা। তবে অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ না পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সংসদ সদস্য মমতাজ। ফেসবুক পোস্টে জানানো এই আক্ষেপমূলক কথার নিচেই জবাব দিয়েছেন আসিফ আকবর।



মমতাজ স্ট্যাটাসে লেখেন, 'হায়রে রাজনীতি! আজকে যদি এমপি না হতাম, তাহলে একটা বিয়ের দাওয়াত খেতে পারতাম।'

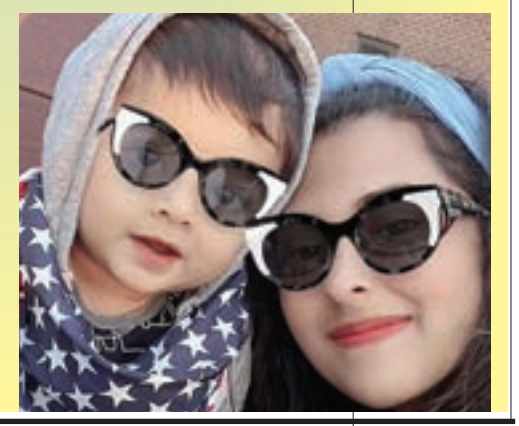
মমতাজের সেই পোস্টের কমেন্টে আসিফ লিখেছেন, 'প্রিয় মম (মমতাজ এমপি)। তুমি আমি সেরা পারিবারিক বন্ধু, এখানে কোনো দিনই রাজনীতি প্রবেশের সুযোগ নেই। মাত্র চার দিন সময় পেয়েছি ছেলের বিয়ের জন্য। সব কিছুই হুট করে হয়ে গেছে।'

আসিফ বলেন, 'তোমাকে কন্টাক্ট করার মতো সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা আমার কাছে নাই। তবে তোমাকে মন থেকে ফিল করেছি। আমি তোমার সব সময়ের বন্ধু। একদিন সময় দাও বাচ্চাদেরসহ, আমার বাসায় তোমার সারাজীবন দাওয়াত। কষ্ট নিও না বন্ধু, ভুল হলে ক্ষমা চাই। নিশ্চয়ই দ্রুত আমাদের দেখা হবে। ভালোবাসা অবিরাম বন্ধু। আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কে রাজনীতির কোনো চান্সই নেই এবং তুমি সেটা জানো।'

গত সোমবার (৩ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে আসিফের বড় ছেলে রণ ও ঈশিতার বিয়ের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলেই বিয়ে পড়িয়ে দোয়া করা হয়। এর আগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর রণ-ঈশিতার বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ২ অক্টোবর আয়োজন করা হয়েছিল তাদের মেহেদিসন্ধ্যা।

'যেনো পুরাই শাকিব খান'

বিনোদন ডেস্ক: সম্প্রতি চিত্রনায়ক শাকিব খান ও শবনম বুবলীর সন্তান শেহজাদ খান বীরের ছবি প্রকাশ করেছেন। শাকিব ও বুবলী তাদের নিজদের ফেসবুক পেজে ঘোষণা দিয়ে সন্তানের ছবি প্রকাশ্যে আনেন। বীর সামনে আসার পর থেকেই শুভ কামনা ভাসাচ্ছেন অনেকেই। শাকিব ভক্তরা ছবির নীচে মন্তব্য করছেন 'যেনো পুরাই শাকিব খান।'



জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Redmart TV | jadoo | BTV | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY Cable | mycable | YUPPTV | World Cable

Jago bd .com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

সাহিত্য সাময়িকী

বর্ণ বৃক্ষের অভিসার

মঈনুস সুলতান

বালুকা ও নুড়িপাথরের সয়লাবে নিমগ্ন হ্রদের পাড়ে
কটনউডের দীঘল বৃক্ষ এক্তপ্রেক্ষাপট তার বাসন্তী পাহাড় ।
সনোরা ডেজার্টের প্রান্তিক গুহাতে আদিবাসীদের হাড়ে
বিভ্রান্ত পর্যটক খোঁজে জীবাশ্ম নাবাহো চিত্রকরের আঁকা ষাড় ।

পত্রালিতে হাওয়ার কম্পন ছুঁয়ে নওল হয়েছে তরুবর
আমি তার অটাম স্নিগ্ধ সোনালি সহবতে বসি ছায়াতলে,
উড়ে যাওয়ার অভিলাষউত্তর মেরুতে বাঁধতে চায় ঘর
পরিযায়ী হতে চায় বৃক্ষপত্র হাওয়াই মেঘের বিবাগি ছলে ।

হ্রদটিও পরিকল্পনা করছে বিমুখ মাছের অনুরাগীরা
জলতলে গড়ে তুলবে সম্পূর্ণ সাবমার্জ এক নগর,
স্কুবা ড্রাইভিংয়ের গিয়ার পরে ডুবুরিরা
তালাশ করবে নাবাহো রাজকুমারের রৌপ্যবাসর ।

প্রেক্ষাপটে সটান দাঁড়িয়ে মাউন্ট সান হোয়ান
টিলা বেয়ে উঠে পড়ি তার শীলাদন্ত মিনারে,
জগদ্দল পাথরে ছড়ানো ক্যাকটাস অফুরান-
বন্তে আঁকো আমাকে তুমি
তুলির নিশিডাকে নিয়ে যাও রঙের অভিসারে ।

বেলা যে চলে গেলো

শেখর ভট্টাচার্য

ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তিনি,
নৌকার ভেতরে নিঃশ্বাসের শব্দ, আর বাইরে
সেতারের সুরের মতো অতীন্দ্রিয় জল তরঙ্গ ।

আবীরের ক্যানভাসে ম্লান হতে হতে সূর্য তন্দ্রাচ্ছন্ন
প্রজাপতির মতো, আকাশের গায়ে হেলে পড়ে ।
"বেলা যে চলে গেলো", কে যেনো বলে উঠলো,
ধ্বনি, প্রতিধ্বনিতে, নৌকা, আকাশ, বৈঠা,
আগত সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে উঠলো ।

তিনি চোখ খুলে, নৌকা থেকে নেমে
আলধরা পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন ।
নদী যেখানে সরু সুতো হয়ে আকাশ ছুঁয়েছে,
সেই পর্যন্ত তাঁকে দেখা গেলো ।
এরপর দিগন্তের শেষ প্রান্তে কুয়াশার ছায়া,
দৃষ্টি সীমায় আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া গেলোনা ।
দৃশ্যান্তর হলো, পুরোনো দৃশ্য দিগন্ত রেখার
বাইরে, কমলা সমুদ্রে ডুব দিয়ে আর উঠে এলোনা ।

প্রতিগল্প

রেজাউদ্দিন স্টালিন

ঘরের আছে একটা দেয়াল থাক সে,
জন্ম আমার বিশ শতকের বাক্সে ।

আর কিছু নয় অন্ধ ছাদের বক্ষে,
বন্দী ছিলাম শূন্য ধুসর কক্ষে ।

পা বাড়ালাম বাইরে যাওয়ার জন্য,
একুশ শতক বললো জীবন ধন্য ।

চোখ ধাঁধানো অজস্র সব যন্ত্র,
ড্রোন মুঠোফোন নেটের নানা মন্ত্র ।

কিন্তু আমি পিছলে পড়া বিশ্ব,
উপনিবেশ- ফন্দিতে সব নিঃস্ব ।

ঋণের স্রোতে ভাসছে বোকার ফূর্তি
দাতাগণতো যিশুর প্রতিমূর্তি ।

দিচ্ছে সবই খাদ্য এবং বস্ত্র,
শর্ত কেবল কিনতে হবে অস্ত্র ।

যাক ভেসে সব দুর্যোধনের চুক্তি
কি প্রয়োজন হত্যার এ প্রযুক্তি ।

আমরাতো চাই শুনতে বাঁচার গল্প,
চোখ ধাঁধানো লোভের যা বিকল্প ।

আমি জন্মসূত্রে ক্যাকটাস

হিলারী হিটলার আভী

তুমি তোমার উষ্ণ জীবন-ভূমির জন্যে জল চেয়েছো
আমি তো জল দিতে পারবো না
তবে হৃদয় কেটে একটু রক্ত দিতে পারবো
আমি জন্মসূত্রে ক্যাকটাস তুমি আজও তা জানোনি!

মরুঝড়ের সাথে সংগ্রাম করে করে বেঁচে আছি
উটের কামড়ে মাঝেমধ্যে ভীষণভাবে আহত হই!

চলো আমরা মুখোমুখি বসে অঙ্কের সংখ্যাগুলো দেখি
যদি তোমার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ পছন্দ হয়
তবে তোমাকে মরুদ্যান বানিয়ে দিবো
প্রয়োজনবোধে আরও একটি জমজমের জন্যে প্রার্থনা ব্রত হবো
তখন আর তোমার উষ্ণ জীবন-ভূমির জন্যে মোটেও জলের অভাব হবে না!

অভিশপ্ত পুরুষ

মোহাম্মদ শামছুজ্জামান

চাঁদ ওঠে হররোজ
বসে জানালা গলে
বড় জোর শিয়রের ঠিক ওপাশে,
তার চেয়ে বেশি দূরে না ।
তা কী পূর্ণিমা!

আহা পূর্ণিমা যেন!
বিভ্রমে ঝুলে আমার ঘোলা দৃষ্টি;
কিছু দেখি কাস্তের মতো,
কিছু ঠোঁটের বাঁকা হাসি,
আর কিছু কাকের ডানায় ঢাকা আকাশ ।

চাঁদ কি জাদু জানে?
সেই তান্ত্রিক যুগের ছোঁয়ায়
আমার চোখের পর্দার ঝাঁপি বদলায়!
অথচ প্রতিদিন হাঁটে আমার পাশে
দয়িতার মতো আমার চলার সাথে,

আমার অভিশপ্ত প্রাচ্য পুরুষ চোখ ঢাকতে;
কখনো হেজাব, কখনো কার্পাসের নেকাব,

অমাবস্যায় ঝুলাও কখনও বোরকার ঢাল ।
আবার কখনো বাদার হরিণী যেমন
কামনার উত্তুঙ্গে পর্দা হটিয়ে
নগ্নতায় ভাসো পূর্ণিমা তুমি ।

তারপরও অহর্নিশ আমার ঈক্ষণের পূর্ণিমা তুমি
ইজেলে আঁকা রাইন-মোজেলের বাঁকে সেই ভূমি ।

অন্ধকারের ভীড়ে

পলি শাহীনা

অন্ধকারে প্রাণের ভেতর বাসা বাঁধা স্মৃতিরা বেরিয়ে আসে । কিছু বেগুনি রঙের প্রতিশ্রুতি দুই হাতে কচলাতে কচলাতে, ফিরে যাই সেই ভেজা বিকেলের কাছে । নিচু হয়ে আসা জলজ আকাশ তলে, হাতে হাত ঠোঁটে ঠোঁট ফুল ফোটে । বন চঞ্চল পাখী সুর তোলে শরীরে ।

অতঃপর, কে যেন প্রাচীর তোলে পথে । কত বসন্ত গেলো, সময়ের পিঠে চড়ে দীর্ঘ জীবনের আমন্ত্রণে । অন্ধকারের ভীড়ে অতীত ডেকে উঠে নিঃশব্দে । ঠিক সেই ছায়াতলে কত শব্দ ফুটে ওঠে । তার হাসি, গন্ধ ভেসে আসে । অন্ধকারের ভেতর বড় মন পোড়ে ।

অন্ধকারের শরীর ফুঁড়ে রাঙা আলো ফোটে । স্বপ্নের ওড়াউড়ি, সব থেমে যায় এইখানে । কথাহীন চেয়ে রই তার প্রস্থানের পথে । আর কোন প্রিয় শব্দ নেই, গন্ধ নেই, গতানুগতিক গুঞ্জনে । মানুষ অবিরত এভাবে তার ভালোবাসা চলে যাওয়া দেখে ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



আবারো সাংবাদিকদের ওপর গুলি চালালো ইসরাইলি সেনারা, হতাহত ৭

ঢাকা ডেস্ক, ৭ অক্টোবর : দখলকৃত পশ্চিমতীরের নাবলুসের কাছে অভিযান চলাকালে ইসরাইলি বাহিনী স্থানীয় এক টিভি চ্যানেলের দুই সাংবাদিকের ওপর গুলি চালিয়েছে। তাদের হামলায় এক ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সাংবাদিকসহ ছয়জন।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে।

এর আগে চলতি বছরই ইসরাইলি সেনাদের গুলিতে আল-জাজিরার প্রভাবশালী সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহের মৃত্যু হয়। তার মাথার পেছনের অংশে গুলি লাগে।

ফিলিস্তিনের সরকারি বার্তা সংস্থা ওয়াফার খবরে বলা হয়, সংঘর্ষ চলাকালে ইসরাইলি বাহিনীর গুলিতে আহত হন রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক প্যালেস্টাইন টিভির দুই কর্মী মাহমুদ ফাউজি ও লোয়া আল সামহান। তাদের একজনের হাতে এবং একজনের কাঁধে গুলি লাগে।

ইসরাইলি সেনারা অভিযান চালানোর সময় নিউজ কাভার করছিলেন এই দুই সাংবাদিক। তাদের লক্ষ্য করে সরাসরি গুলি চালায় ইসরাইলি সৈন্যরা।

এই হামলায় ২১ বছর বয়সী আলা নাসের আহমেদ জগাল নিহত হন। ইসরাইলি বাহিনীর ছোঁড়া গুলি তার মাথা লাগে।

এদিকে ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানায়, তারা 'হামাস সক্রিয় কর্মী' হিসেবে অভিহিত করে ৩৫ বছর বয়সী সালমান এমরানকে গ্রেফতারে সেখানে অভিযান চালায়। হামলার পরিকল্পনা করা হামাস সামরিক নেটওয়ার্কের হয়ে কাজ করায় আগে তার কারাদণ্ড হয়েছিল।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের মহাসচিব হোমেসন আল-শেখ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সাথে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটন সফর করার পর সেখানে এ অভিযান চালানো হলো।

হোয়াইট হাউস মঙ্গলবার জানায়, সুলিভান সন্ত্রাসবাদ দমনের মাধ্যমে পশ্চিম তীরে উত্তেজনা হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছর ১৬৫ জন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইলি বাহিনী। এদের মধ্যে অবরুদ্ধ গাজ উপত্যকার ৫১ জন। এবং পশ্চিমতীর ও পশ্চিম জেরুসালেমের ১১০ জন। অপরদিকে গত মে থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে দু'জন ইসরাইলি সেনার মৃত্যু হয়েছে ফিলিস্তিনিদের গুলিতে।

আমি 'কট্টর ইহুদিবাদী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক, ৭ অক্টোবর : যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস সম্প্রতি এক বক্তৃতায় নিজেকে 'কট্টর ইহুদিবাদী' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

একইসঙ্গে ইহুদিবাদী ইসরাইল এবং ব্রিটেনের মধ্যে আরও গভীর সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।খবর জিয়োস নিউজ ডট ইউকের।

পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা বহু বছর ধরে সর্বক্ষেত্রে ইহুদিবাদী ইসরাইলের বর্ণবাদী আচনণের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে আসছে। দশকের পর দশক ধরে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠী ফিলিস্তিনিদের ওপর কঠোর নিপীড়ন, নির্বিচারে হত্যা, অবৈধ বসতি নির্মাণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকারকে উপেক্ষা এমনকি ফিলিস্তিনিদেরকে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ডে তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে।



নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর দমনপীড়নমুলক নীতি বিশ্ব জনমতের ক্ষোভের কারণ হয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকার কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে যখন ইসরাইলের নীতিগুলোকে অনুসরণ করছে এবং নিজেদেরকে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর সমর্থক হিসেবে জাহির করছে তখন লিজ ট্রাসের স্বীকারুক্তি সবার সামনে এলো।

লন্ডনের মাধ্যমে ইসরাইলের কাছে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির বিষয়টি ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংগঠনগুলো কঠোর সমালোনা করে আসছে।

সম্প্রতি ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার শহরের বার্কলেস ব্যাংকের সামনে একদল ফিলিস্তিনি অধিকার কর্মী জড়ো হয়ে ইসরাইলি অস্ত্র কোম্পানিগুলিকে এই ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া আর্থিক সহায়তা বন্ধের দাবি জানায়।

এখন ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী লিস ট্রাস তেল আবিব থেকে অধিকৃত জেরুজালেম আল কুদসে ব্রিটিশ দূতাবাস সরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এ পর্যন্ত আমেরিকা, কসোভো, গুয়াতেমালা এবং হন্ডুরাস ইসরাইলের সমর্থনকারী এ চারটি দেশ তাদের দূতাবাস অধিকৃত জেরুজালেমে সরিয়ে নিয়েছে।

তবে বেশিরভাগ দেশ তাদের দূতাবাস তেল আবিব থেকে অধিকৃত জেরুজালেম আল কুদসে স্থানান্তর করতে অস্বীকার জানিয়েছে।

কারণ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ জেরুজালেমের পূর্ব অংশের ওপর ইসরাইলি দখলদারিত্বের স্বীকৃতি দেয় না এবং এটিকে অবৈধ বলে মনে করে।

রমজান কাদিরভকে পুরস্কৃত করলেন পুতিন



ঢাকা ডেস্ক, ৭ অক্টোবর : চেচনিয়ার নেতা রমজান কাদিরভকে কর্ণেল জেনারেলের পদে পদোন্নতি দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ পদ। রমজান কাদিরভকে পুতিন এমন সময় পুরস্কৃত করলেন যখন রুশ সেনারা ইউক্রেনের কাছে পরাস্ত হচ্ছে, ইউক্রেনের একের পর এক অঞ্চল তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

৪৬ বছর বয়সী রমজান কাদিরভ বলেছেন, কর্ণেল জেনারেল পদে পদোন্নতি পাওয়া তার জন্য 'অনেক বড় সম্মান'।

চেচনিয়ার শাসক যুদ্ধবাজ কাদিরভ জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট পুতিন এ পুরস্কারের ব্যাপারে তাকে ব্যাক্তিগতভাবে অবহিত করেছিলেন।

সেনাবাহিনীর উচ্চপদে পদোন্নতি পাওয়ার বিষয়টি টেলিগ্রামে জানিয়েছে কাদিরভ বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আমাকে কর্ণেল জেনারেল পদ দিয়েছেন। এটি আমার জন্য একটি পদোন্নতি। এদিকে এর আগে সপ্তাহে ইউক্রেনের ওপর 'লো ইয়েল্ড' পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন রমজান কাদিরভ। তবে তার এ অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেননি রুশ কর্মকর্তারা।



যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ ছাড়াল ৩১ লাখ কোটি ডলার

ঢাকা ডেস্ক, ৭ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ প্রথমবারের মতো ৩১ লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। এদিকে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে সর্বোচ্চ করেছে। এতে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এ তথ্য প্রকাশ করলো। বুধবার (৫ অক্টোবর) আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

ট্রেজারি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩১ দশমিক এক লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস (সিবিও) ধারণা করে, এই বছরের শেষ নাগাদ মার্কিন ফেডারেল ঋণ জিডিপির ৯৮ শতাংশের সমান হবে।

সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩১ লাখ কোটি ডলারের কাছাকাছি দাঁড়ায়। করোনা সম্পর্কিত ফেডারেল ব্যয় ধীর হওয়ার পরও ঋণের এমন পরিসংখ্যান দেখা যায়।

করোনা মহামারি শুরুর পর দেশটিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ধীর হয়ে যায়। পাশাপাশি বেড়ে যায় ফেডারেল ব্যয়। সে সময় সরকার রেকর্ড তিন দশমিক এক লাখ কোটি ডলার ব্যয় করে, যা রাজস্ব আয়ের চেয়েও বেশি। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণের পরিমাণ ৩০ লাখ কোটি ডলার ছাড়ায়। মূলত করোনা মহামারি মোকাবিলা করতে দেশটির সরকারি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে দেশটি আক্রমণাত্মক ব্যয়নীতি প্রয়োগ করে। ২০১৯ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ বেড়েছে সাত লাখ কোটি ডলারের বেশি।

একজন নিকৃষ্ট খোদাদ্রোহী ফ্যাসিস্টের আত্মকথা!



গোলাম মাওলা রনি

আমার বয়স যে এখন কত হলো তা শত চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছি না। আমাজনের গহিন অরণ্যের নির্জনতা, মানুষখেকো আদিবাসীদের আতঙ্ক এবং হিংস্র জন্তুজানোয়ারের সাথে দীর্ঘ দিন লড়াই করে টিকে থাকতে গিয়ে আমি আমার আত্মপরিচয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়ভীতি ও বাঁচা-মরার আকুতি হারিয়ে ফেলেছি। অথচ এমন একটি সময় ছিল যখন আমার রাজ্য ছিল, রাজধানী ছিল এবং পাইক-পেয়াদা-কোতোয়াল ছিল। আমার আগমনে সানাই-নহবত বেজে উঠত এবং আমার সিংহাসনের একটু কাছাকাছি আসার জন্য কোটি কোটি লোভী স্বার্থপর ও ইবলিশের প্রেতাত্মারা দিবানিশি মরণপণ প্রতিযোগিতা করত। আমার গুণকীর্তনকারী চাটুকাররাও আমাকে বিশ্বের অবিনশ্বর পরাক্রমশালী মানুষরূপী দেবতা বানানোর জন্য মহাভারতের চেয়ে বড় আকৃতির অসংখ্য অপাঠ্য মহাকাব্য রচনা করত।

আজ সকালে আমাজনের একটি ঝরনার মধ্যে আত্মরক্ষার্থে ঝাঁপ দিয়ে যে বিপদে পড়েছি সেখান থেকে হয়তো আর রক্ষা পাবো না। তাই ঝরনার পানিতে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ করেই ভুলে যাওয়া কথাগুলো মনের মধ্যে চলে এলো এবং তীরে উঠে বালুকারাশির ওপর একটি বৃক্ষের ক্ষুদ্রকায় ডালকে কলম বানিয়ে মনের কথাগুলো লিখতে শুরু করলাম। লেখার শুরুতেই আমি দাঁতাল বুনো শুয়োরটিকে ধন্যবাদ জানাই। আজ সকালে একটি মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করতে গিয়ে আমি ওটার রোষানলে পড়ি। প্রথম দিকে আমি শুয়োরটির সাথে শুয়োরের মতো আচরণ করে ওটিকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আমাজনের দাঁতাল শুয়োরের বুদ্ধি-কৌশল ও শক্তিমত্তার কাছে পরাজিত হয়ে প্রাণভয়ে দৌড়াতে শুরু করি এবং এই ঝরনাটির কিনারে এসে লাফ দিয়ে ঝরনার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। শুয়োরটি আমার করুণ দশা দেখে দয়াপরবশ হয়ে ফিরে যায়। ঝরনার পানির স্পর্শে আমি স্মৃতিশক্তি ফিরে পাই এবং প্রথমেই অবাক হয়ে ভাবি, দাঁতাল বুনো শুয়োরটির মনে এত দয়া ও করুণা এলো কোত্থেকে!

আমার উল্লিখিত উপলব্ধি ও আমাজনে অবস্থান সম্পর্কে যদি আপনার মনে কোনো কৌতূহলের সঞ্চার হয় তবে শুনুন- আমার যখন ক্ষমতা ছিল তখন মনুষ্যসমাজে মানুষের আকৃতিতে বসবাস করলেও আমি ছিলাম হিংস্র দাঁতাল শুয়োরের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমার ভয়ে কত মানুষ পাহাড় থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, কত মানুষ গহিন অরণ্যে পালিয়ে বেড়িয়েছে এবং কত মানুষ যে জবান-বিবেক-বুদ্ধি স্তব্ধ করে মানবেতর জীবন কাটিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মানুষের কোনো করুণ দশাই কোনোকালে আমার মনে করুণার সঞ্চার করেনি; বরং তাদের কান্না হাহাকার ও রক্ত দেখলে আমার মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত এবং আমার রাজ্যের সব নির্যাতিত মানুষের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, আমার সব জুলুম অত্যাচার মাটিচাপা দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে শামিল হওয়া। এসব কারণে আমার পুরো রাজ্যটি জীবন্ত মৃত্যুপুরী বা জীবন্ত শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। মাইকেল জ্যাকসনের বিখ্যাত মিউজিক ভিডিও থ্রিলারে যেভাবে করে স্থান থেকে লাশেরা উঠে এসে শিল্পীর সাথে নাচগান শুরু করে তদ্রূপ আমার রাজ্যের সব ক্ষুধার্ত, ক্রসফায়ারে মৃত, গুম-খুনের শিকার ও জেল-জুলুম-হুলিয়ার আসামিদের মনোরঞ্জনের জন্য হাসতে-গাইতে-নাচতে হতো।

আমার কথা শুনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আমার পরিচয় ও আমাজনের জঙ্গলে কিভাবে এলাম তা জানার প্রবল আগ্রহ হয়েছে। আমি ছিলাম পূর্ব ফ্যাসিল্যান্ডের সম্রাট। আমার দেশটির একটি নাম ছিল, যা হাজার বছর ধরে দেশ-বিদেশে পরিচিত ছিল। কিন্তু ক্ষমতা লাভের কয়েক মাসের মাথায় আমি দেশটির নাম পরিবর্তন করে ফেলি। ইতালির দুনিয়া কাঁপানো স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনির ফ্যাসিবাদে আমি দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলাম এবং মুসোলিনির আদলে সব কিছু করার মানসে দেশের নাম পূর্ব ফ্যাসিল্যান্ড রাখার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ ইতালির অবস্থান পশ্চিম গোলার্ধে হওয়ার দরুন সেটিকে আমি মনেপ্রাণে পশ্চিম ফ্যাসিল্যান্ড মনে করলাম এবং আমার মানসপিতা মুসোলিনির প্রতি সম্মান জানিয়ে তার শাসন-চিন্তাচেতনা ও চরিত্রকে আরাধ্য বানিয়ে আমি আমার রাজ্যটির নাম পাল্টানোর পাশাপাশি রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তিগুলোও ফ্যাসিবাদের আদলে পরিবর্তন করে ফেলি।

রাষ্ট্র পরিচালনায় ফ্যাসিবাদের সাথে হিটলারের নাৎসিবাদের সংমিশ্রণ করে ফেলি এবং এই দু'টি নীতির ওপর মধ্যযুগীয় শয়তান বলে পরিচিতি পাওয়া ইতালির কুখ্যাত রাজনীতিবিদ ম্যাকিয়াভেলির মতাদর্শকে স্থান দিয়ে এমন এক ফ্যাসিবাদ চালু করি, যা দেখলে মুসোলিনি ও হিটলার যারপরনাই চমকিত হয়ে আমাকে চুমো দিতেন। আমার নয়া ফ্যাসিবাদের প্রভাবে আমি ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সম্রাটরূপে পূর্ব ফ্যাসিল্যান্ডের মানুষের মনে এমন ভয় জাগিয়ে তুলি যার ফলে তারা মনে করতে থাকে যে, হিমালয়ের উচ্চতা অতিক্রম করা সম্ভব কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের অতলান্তে পৌঁছানো সম্ভব; কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমা-পরিসীমা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

উল্লিখিত অবস্থায় আমার রাজ্যে হররোজ কী ঘটত, আমি কিভাবে প্রথমে মোনাফেক এবং পরে মিথ্যার রাজায় পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে খোদদ্রোহী হয়ে গেলাম তা বলার আগে আমার জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যটুকু আপনাদের কাছে আগে বলে নিই। অর্থাৎ আমি কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত হলাম- কিভাবে পালালাম ও কিভাবে আমাজনের জঙ্গলে এলাম সেই কাহিনী শুনলে আপনারা অবাক না হয়ে পারবেন না।

ঘটনার দিন আমি ছিলাম দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষদের একজন। নিজের স্বর্ণকমল প্রাসাদে মধ্যাহ্নভোজনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছিলাম। অর্থাৎ সব লোভনীয় খাদ্য টেবিলে পরিবেশন করে আমার চাকরবাকররা দাঁড়িয়ে ছিল ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়। কারণ আমার তিন বেলা আহার এবং তিন বেলা হালকা নাশতা বা পানীয় গ্রহণের সাথে বাবুর্চি-খানসামা-আয়া-বুয়া প্রকৃতির কয়েক শ' লোকের পদোন্নতি-পদাবনতি, চাকরিচ্যুতি, নির্বাসন ও ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুদণ্ড তাদের মাথার ওপর ঝুলত। ফলে খাবার গ্রহণ শেষে তৃপ্তির ঢেঁকুর না তোলা পর্যন্ত তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপত এবং তাদের সেই কাঁপাকাঁপি না দেখলে আমার আবার খাদ্য গ্রহণে কোনো রুচি আসত না। উল্লিখিত কারণে আমি খাবার টেবিলে বসে দুই-চার মিনিট একটু ঢং করতাম যেন ওরা ভয় পায়। তারপর মহা বিরক্তি নিয়ে দানাপানি মুখে দিতাম। তো, সে দিন যখন মুখে দানা তুলব ঠিক তখন আমার প্রধান দেহরক্ষী গত কয়েক যুগের প্রটোকল ভেঙে হঠাৎ আমার নাশতার টেবিলে এসে আমার হাতে ঝটকা টান মেরে আমাকে দাঁড় করিয়ে ফেলল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকে একটি গালি দিলাম। সেও পাল্টা গালি দিয়ে বলল- আরে কুত্তার বাচ্চা! জনগণ প্রাসাদ আক্রমণ করেছে এখনই পালাতে হবে। তারপর আমাকে টেনে হিঁচড়ে হেলিকপ্টারে তুলে প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধুরা আমার সাথে বেঈমানি করল। কয়েক দিন গৃহবন্দী করে রাখল; তারপর আটলান্টিক মহাসাগরের একটি মিলিটারি ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য সাবমেরিনের মধ্যে ঢুকাল।

আমার জীবনের দুঃসময়গুলো এত আকস্মিকভাবে এবং এত দ্রুততার সাথে একের পর এক এমনভাবে আসতে থাকল যা আমার শরীর, মন ও মস্তিষ্ক ধারণ করতে পারছিল না। অনেক কিছু ঘটল আমার মনে নেই, আবার এমন কিছু ঘটল যা আমি কারো কাছে বলতে পারব না। আমাকে বহনকারী সাবমেরিনটি একদিন হঠাৎ গভীর মহাসমুদ্রের তলদেশের এক পাহাড়ি উপত্যকায় থেমে গেল। আমি পেরিস্কোপের পর্দায় সমুদ্রের তলদেশের ভয়ঙ্কর সব প্রাণীদের দেখতে লাগলাম এবং অজানা ভয় আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের কারণে অস্থির হয়ে পড়লাম। এমন সময় দেখতে পেলাম যে, একটি ফ্যান্টশিপ এসে সাবমেরিনের বিশেষ কামরায় ঢুকে পড়ল। আমাকে ফ্যান্টশিপে তোলা হলো, যা কয়েক মিনিটের মধ্যে সাগরের অতলান্ত থেকে সাগরবক্ষে ভেসে উঠল এবং কিছুক্ষণ পর হেলিকপ্টাররূপে উঠতে শুরু করল।

> আজ আমার আরো মনে পড়ছে যে, আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার চাটুকারদের কথাবার্তায় ধারণা হয়েছিল যে, আমিই প্রজাদের খাওয়াই পরাই, লালন পালন করি। স্রষ্টা বলতে কিছু নেই। যদি থাকত তবে আমার কর্মে নিশ্চয়ই অলৌকিক বাধা আসত। কিন্তু কোনো রকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই আমি যেভাবে ইচ্ছেমতো সব কাজ করে যাচ্ছি তাতে আমার মনে এই কথার আছর হয় যে, আমিই সব- আমার ইচ্ছাই সব এবং আমার হুকুম সব।

আমি রুদ্ধশ্বাসে পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম এবং নিয়তির ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এ অবস্থায় হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমার শরীরে প্যারাস্যুট বাঁধা হচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না যে, উড়ন্ত ফ্যান্টশিপ থেকে আমাকে ফেলে দেয়া হবে এবং ঘটলও তাই। আমার যখন জ্ঞান ফিরল তখন টের পেলাম যে, আমি কাদামাটিতে ডুবন্ত অবস্থায় আছি এবং আমাকে ভক্ষণ করার জন্য হায়েনা, চিতা ও জঙ্গলের মানুষখেকো আদিবাসীও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ-ই কাদার মধ্যে নেমে আমাকে দখল করার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না। এমন সময় হঠাৎ শুরু হলো অঝোরে বৃষ্টি এবং মাত্র এক ঘণ্টার বৃষ্টিতে পুরো এলাকা ডোবায় পরিণত হলো। এ অবস্থায় বনের পশুদেরকে হারিয়ে আদিবাসীরা আমাকে দখলে নিলো এবং আমি তাদের কবলে পড়ে আবার সংজ্ঞা হারালাম। উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে আজকে ঝরনার পানিতে লাফিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত আমার জীবনের কতটা সময় পার হয়েছে এবং কী কী ঘটেছে তা এই মুহূর্তে মনে আসছে না। আমার কেবলি মনে আসছে, পূর্ব ফ্যাসিল্যান্ডে আমি কিভাবে সফলতার স্বর্ণশিখরে উঠে আবার আপন কুকর্মের কারণে সবকিছু হারালাম তার হাজারো উপাখ্যান। সব কথা লেখার সময় হয়তো পাবো না। কারণ আমি টের পাচ্ছি যে, আমার জীবনবায়ু শেষ হতে চলেছে এবং আমার মরদেহ ভক্ষণের জন্য অনেক শকুন বসে আছে। কাজেই সময়ের অপচয় না করে আমি খুব সংক্ষেপে এমন কিছু বলতে চাই যা কিনা অনাগত পৃথিবীর জন্য একটি বার্তা বহন করতে পারে।

আমার পতনের মূল কারণটি শুরু হয়েছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো হরণ এবং পুরো গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা হত্যা করার মাধ্যমে। ক্ষমতার দম্ভে আমি মানুষের বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরা, সভা-সমিতি করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছিলাম। ফলে পুরো রাজ্যে কোনো শব্দ ছিল না। মানুষের মর্মবেদনা ও বোবাকান্নার প্রতি সমর্থন জানিয়ে পশু-পাখিরাও নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমার চাটুকারদের তোষণমূলক কথাবার্তা ছাড়া আমি আর কিছুই শুনতে পেতাম না। এ অবস্থায় আমার আচরণ, চিন্তাচেতনা ও চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন চলে আসে এবং সেই পরিবর্তনগুলো আজ এই মুহূর্তের আগে আমার মনে একটিবারের জন্যও সাড়া দেয়নি। অর্থাৎ পূর্ব ফ্যাসিল্যান্ডের সম্রাট হিসেবে আমার শেষ দিনটি পর্যন্ত আমি ছিলাম কার্যত বধির। আর বক্তব্য ছিল শিশুতোষ কিংবা যান্ত্রিক। আমার বিবেক মরে গিয়েছিল এবং চোখের ওপর এমন রঙিন পর্দা পড়েছিল যে, নিজের স্বার্থের বাইরে কোনো কিছুই আমার নজরে আসত না।

আজ আমার আরো মনে পড়ছে যে, আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার চাটুকারদের কথাবার্তায় ধারণা হয়েছিল যে, আমিই প্রজাদের খাওয়াই পরাই, লালন পালন করি। স্রষ্টা বলতে কিছু নেই। যদি থাকত তবে আমার কর্মে নিশ্চয়ই অলৌকিক বাধা আসত। কিন্তু কোনো রকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই আমি যেভাবে ইচ্ছেমতো সব কাজ করে যাচ্ছি তাতে আমার মনে এই কথার আছর হয় যে, আমিই সব- আমার ইচ্ছাই সব এবং আমার হুকুম সব। ফলে আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস ফ্যাসিবাদ এবং ব্যক্তিগত ফেরাউনবাদ পুরো পূর্ব ফ্যাসিল্যান্ডকে তছনছ করে দিয়েছিল এবং মানুষের মনে আমার বিরুদ্ধে কিরূপ ঘৃণা ক্ষোভ বিক্ষোভ ব্যথাবেদনা কান্না জড়ো হয়েছিল তা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি যখন হেলিকপ্টারে করে স্বর্ণকমল থেকে পালাচ্ছিলাম তখন। পালানোর সময় আমি লক্ষ করলাম যে, বিস্তীর্ণ জনপদের কোটি কোটি নারী-পুরুষ আবালবৃদ্ধবনিতা রাস্তায় নেমে এসেছে এবং যারা টের পেয়েছে যে আমি পালাচ্ছি তারা আমার হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে নিজেদের জুতো স্যান্ডেল ছুড়ে মারছে, যা বড় জোর পাঁচ দশ ফুট উপরে যাচ্ছে অথচ আমি দশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য



আইএমএফের প্রতিবেদন

বৈশ্বিক বিনিয়োগ মন্দায় বাড়বে বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকবে

ঢাকা ডেস্ক: *বিদ্যমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল দুঃসংবাদই দিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, আগামী বছরেও বিশ্বের প্রায় সব দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমবে, মূল্যস্ফীতির থাবা আরও বেড়ে যাবে। বিনিয়োগ মন্দায় বাড়বে বেকারত্ব,শ্রমের মূল্য কমে যাবে। একই সঙ্গে উৎপাদনশীলতাও কমে যাবে। কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এ খাতেও উৎপাদন কমবে। এতে পণ্যের দাম আরও বেড়ে যেতে পারে।*

বিশ্বের প্রায় সব দেশ এখন চড়া মূল্যস্ফীতির কবলে আক্রান্ত। আগামী বছরে এ হার আরও বাড়বে। মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় অস্থিরতা আরও বেড়ে যাবে। সুদের হার বেড়ে গিয়ে বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে। এর মধ্যে বাংলাদেশের মুদ্রার মান আরও কমে যাবে। রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আইএমএফ 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক অক্টোবর' শীর্ষক প্রতিবেদনটি বুধবার তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। এছাড়া আইএমএফ এ দিনে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আরও কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় যে বিঘ্ন করোনার সময় থেকে ঘটছে, তা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর আরও বেশি প্রকট হয়েছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় একদিকে দাম বেড়েছে, অন্যদিকে উৎপাদনও কম হয়েছে।

পণ্যমূল্য বাড়ার কারণে প্রায় সব দেশেই মূল্যস্ফীতির হার রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি এখন। থাইল্যান্ডে গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে সুদের হার বেড়ে গেছে। এ হার আরও বাড়বে। সুদের হার বাড়ার কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব আরও বাড়বে।

এতে বলা হয়, মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে উন্নত দেশগুলো সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। এতে অর্থের প্রবাহ কমে যাবে। কিন্তু এতে মূল্যস্ফীতির হার কতটুকু কমবে সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা বিশ্ববাজারে পণ্য বাড়ছে এবং মুদ্রার মান কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সরবরাহ ব্যবস্থাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

তবে প্রতিবেদনে সুখবর দিয়ে বলা হয়, আগামী বছরে জ্বালানি তেলের দাম আরও কমবে। এর প্রভাবে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা কমতে পারে। তবে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় কর্মসংস্থানের গতি বাড়বে না। ফলে বেকারত্ব আরও বেড়ে যাবে।

প্রতিবেদনে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীনের অর্থনীতি পর্যালোচনা করে বলা হয়, এদের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার কমার কারণে ভোগের মাত্রা কমে যাবে। এর প্রভাবে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত করবে।

যা ওইসব দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টে আঘাত করবে। বেসরকারি খাতের প্রবাহ কম হওয়ার কারণে শ্রমিকদের ভাতা কমে যাবে। এতেও ভোগের মাত্রা কমে যাবে।

এতে বলা হয়, ২০২৪ সাল পর্যন্ত অর্থনীতিতে একটি অস্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। এরপর থেকে অর্থনীতি স্বাভাবিক ধারায় এগোবে।

আইএমএফ'র অন্য এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়বে। তবে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বাড়তে পারে। ইউরোপ-আমেরিকার মন্দার কারণে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

করোনার প্রভাবে গত বছর মজুরির হার বৃদ্ধি পায়নি। এ বছরও এ খাতে সুখবর নেই। কারণ মুদ্রা সরবরাহ কমানোর কারণে বেসরকারি খাতের তৎপরতা কমে যাবে। ইতোমধ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ফলে মজুরিতে নেতিবাচক প্রভাব চলতি বছরও অব্যাহত থাকবে। সূত্র জানায়, ইউরোপ-আমেরিকার মন্দার কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় সেপ্টেম্বরে কমে গেছে।

আগামীতে এ হার আরও কমতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া রেমিট্যান্সও কমেছে। তবে রেমিট্যান্স বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

৮ বছরেও সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছিল ২০১৪ সালের ১ নভেম্বর। সেই ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি কারিগরি ত্রুটি, দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধতা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, কারিগরি সব ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ২০ দফা সুপারিশ করেছিল। কিন্তু আট বছরেও সেসব সুপারিশ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। ওই সুপারিশগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে গত মঙ্গলবারের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হতো বলে মত দিয়েছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও বিদ্যুৎ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, বাংলাদেশের বিদ্যুতের সঞ্চালনব্যবস্থার আধুনিকায়নে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সঞ্চালন লাইন আধুনিকায়নের পাশাপাশি 'গ্রিড রিলায়েবিলিটি স্টাডি' ও 'স্মার্ট গ্রিড স্টাডি' এবং বিদ্যুৎ খাতের সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও কাজ করা হচ্ছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা হয় পূর্বাঞ্চলের গ্রিডের মাধ্যমে। আর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে সঞ্চালন করা হয় পশ্চিমাঞ্চল গ্রিডের মাধ্যমে। দুটি গ্রিডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোড থাকে পূর্বাঞ্চলে। কারণ এই গ্রিডে শিল্প-কারখানা ও ব্যাবসায়িক কর্মকান্ড বেশি হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও কোনো গ্রিড অঞ্চল ঝুঁকিতে নেই বলে দাবি বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা পাওয়ার গ্রিড কম্পানি অব বাংলাদেশের (পিজিসিবি) কর্মকর্তাদের। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সঞ্চালনব্যবস্থার আধুনিকায়ন না হওয়ায় এখনো পুরনো পদ্ধতিতে লোড ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। এ কারণেই জাতীয় গ্রিডে ঘন ঘন বিপর্যয় হচ্ছে। তাঁদের মতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো করে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি সঞ্চালনব্যবস্থার আধুনিকায়নকে। পুরনো পদ্ধতিতে লোড ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ করছে জাতীয় গ্রিড লাইনকে। পাশাপাশি আধুনিক গ্রিড ব্যবস্থা না হওয়ায় গ্রিড বিপর্যয়ের কারণ উদঘাটন করাও সম্ভব হচ্ছে না।

২০১৪ সালের বিপর্যয়ের পর তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে পিজিসিবির নির্বাহী পরিচালক এবং গত মঙ্গলবারের বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান মো. ইয়াকুব ইলাহী চৌধুরী বলেন, 'গ্রিড বিপর্যয় ঠেকাতে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ঝুঁকিপূর্ণ সঞ্চালন লাইন পরিবর্তন করে নতুন লাইন করা হয়েছিল, দুর্বল সঞ্চালন লাইনগুলোকে শক্তিশালী করা হয়েছিল, সাবস্টেশনেও বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তখন থেকেই সঞ্চালন ও সাবস্টেশনগুলো আধুনিকায়নের গুরুত্ব দেয় সরকার। ধাপে ধাপে এগুলোর আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ানো হচ্ছে।'

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার দুপুর ২টা ৫ মিনিটে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের শুরু। সাড়ে তিন ঘণ্টা পর বিকেল সাড়ে ৫টায় প্রাথমিকভাবে রাজধানীর কিছু এলাকায় সরবরাহ শুরু করে বিতরণ কম্পানিগুলো। পরে রাত ১০টার দিকে রাজধানীর ৮০ শতাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। তবে রাজধানীর বাইরে তখনো ৫০ শতাংশ এলাকা বিদ্যুৎহীন ছিল। তারপর রাতের মধ্যেই রাজধানীতে শতভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও রাজধানীর বাইরে তা সম্ভব হয়নি।

তদন্ত কমিটির অনুসন্ধান শুরু

জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে গতকাল বুধবার সকাল থেকেই তদন্ত শুরু করেছেন পিজিসিবির তদন্ত কমিটির সদস্যরা। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান ইয়াকুব ইলাহী চৌধুরী বলেন, 'আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছিলাম নরসিংদীর ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত হতে পারে। কিন্তু আজ (গতকাল) সকালে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে আসার পর বুঝতে পারি, বিপর্যয়টি এখান থেকে হয়নি। তবে আমাদের যেসব জায়গাকে সন্দেহভাজন মনে হচ্ছে সেগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করছি।'

বারবার কেন বিপর্যয়

২০১৪ সালে বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের পর ২০১৭ সালের মে মাসেও গ্রিড বিপর্যয়ে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ৩২টি জেলা কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ছিল। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেও জাতীয় গ্রিড বিপর্যয়ে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল বিভাগসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা দেড় ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ছিল।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available

30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:
ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

নির্ভুল জন্ম, মৃত্যু সনদের অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে

ঢাকা ডেস্ক: জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমে ২১ বছরেও নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করতে পারছে না সরকার। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ের বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এ ব্যর্থতার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

গত জুনে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে নির্ভুল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সাতটি সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো নতুন সফটওয়্যারের সীমাবদ্ধতা দূর করা, একাধিক নিবন্ধন বাতিল করা, জন্মের ৪৫ দিনের মধ্য নিবন্ধন নিশ্চিত করার হার বৃদ্ধি, মৃত্যু নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে নতুন সফটওয়্যারের সংযোগ স্থাপন, জন্ম তারিখ সংশোধনের অস্বাভাবিক প্রবণতা কমানো এবং প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব।

তবে বাস্তবে মানুষ জন্ম নিবন্ধন করতে গিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে কিছু বলা হয়নি। উল্টো নির্ভুল তথ্য দিয়ে সনদ দিতে না পারার জন্য নাগরিকদের দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনে অভিভাবকের অনীহা। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধনের জন্য স্কুলে ভর্তির আগ পর্যন্ত অপেক্ষা। পরবর্তী সময়ে স্কুলের সনদ দিয়ে জন্ম নিবন্ধন করা বা সংশোধনের আবেদন করা।

কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য লিপিবদ্ধ করার সময় কর্মীদের ভুলের কারণে সেবাগ্রহীতার দুর্ভোগের বিষয়ে প্রতিবেদনে কিছু বলা হয়নি। নিবন্ধনের সময় একটি তথ্য ভুল হলে সেবাগ্রহীতাকে অন্তত দুটি দপ্তরে সংশোধনের জন্য ঘুরতে হয়– সিটি করপোরেশন বা ইউনিয়নে এবং জেলা প্রশাসক বা ইউএনওর কার্যালয়ে।

এ অবস্থায় 'নির্ভুল জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করব, শুদ্ধ তথ্যভান্ডার গড়ব'–এই প্রতিপাদ্যে এক কোটি টাকা খরচ করে আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উদযাপন করছে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, জন্ম নিবন্ধন সংশোধনে অনেকে হয়রানির শিকার হচ্ছে। এ ব্যাপারে কাউকে হয়রানি না করতে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২০০১ সালে হাতে লিখে প্রথম নিবন্ধন শুরু হয়। ২০১০ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় ডিজিটাল নিবন্ধন শুরু হয়। সেই সফটওয়্যার অকেজো দাবি করে ২০১৯ সালে সরকার নিজেই নতুন সফটওয়্যারে জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণ শুরু করে। তিন বছরের মাথায় এসে এখন বলা হচ্ছে, এই সফটওয়্যারটিও হালনাগাদ (আপডেট) করতে হবে।

জন্ম নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেল রাশেদুল হাসান বলেন, নতুন সফটওয়্যারে কিছু চাহিদার কমতি আছে। ম্যানুয়ালি যেসব তথ্য যুক্ত করা হয়েছে সেখানে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। প্রয়োজন হলে সফটওয়্যার আবার আপডেট করা হবে।

নতুন এই সফটওয়্যার তৈরির জন্য ১৫ কোটি টাকা দিয়েছে ইউনিসেফ। সংস্থাটির চাইল্ড প্রটেকশন স্পেশালিস্ট জামিলা আক্তার বলেন, নতুন সফটওয়্যারের অর্ধেক কাজ এখনো হয়নি। চাহিদার বেশির ভাগ শর্ত পূরণ করেনি সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি। ফলে নিবন্ধনের কাজ নির্ভুল করা যাচ্ছে না। আগে একই ব্যক্তির দুইবার নিবন্ধন বা দ্বৈততা ছিল। আবার অনেকে অজ্ঞতার কারণে নিবন্ধনে ভুল করছে। কোনো কোনো নিবন্ধন কার্যালয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। এমন নানা জটিলতার কারণে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের ডাটাবেইস বা তথ্যভান্ডার নির্ভুল করা যাচ্ছে না।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের এই তথ্যভান্ডার তৈরি করতে ইউনিসেফ ২১ বছরে ১৭০ কোটি টাকা খরচ করেছে। বাংলাদেশ সরকার গত দুই বছরে খরচ করেছে ৬০ কোটি টাকা। এর আগের ১৯ বছর সরকার কত টাকা খরচ করেছে সে তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় সূত্রের দাবি, ২০১০ সালে ইউনিসেফের তৈরি পুরনো সফটওয়্যারে নিবন্ধন করা তথ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ দ্বৈততা আছে। এটা দূর করার জন্যই নতুন সফটওয়্যার নেওয়া হয়। কিন্তু নতুন সফটওয়্যারে বেশির ভাগ সময় কাজ করা যাচ্ছে না। বেশ কয়েকটি ফিচার ঠিকভাবে কাজ করছে না।

সফটওয়্যার জটিলতা কাটছে না

সব মানুষকে জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আনতে ২০০১ সালে ইউনিসেফ-বাংলাদেশের সহায়তায় প্রকল্প শুরু হয়। তখন হাতে লেখা জন্ম ও মৃত্যু সনদ দেওয়া হতো। এরপর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ২০১০ সালে বার্থ রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন সিস্টেম (বিআরআইএস) নামে সফটওয়্যার চালু করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পাসকনের কাছ থেকে সফটওয়্যার তৈরি করে নেয় ইউনিসেফ। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য যাচাই করা এবং দ্বৈততা চিহ্নিত করার সুযোগ ছিল না। ফলে অনেকে একাধিক জন্ম সনদ নিয়েছে। স্কুলে ভর্তি, বাল্যবিবাহ, চাকরি, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো বয়স নির্ধারণ করেছে। এ সুযোগে রোহিঙ্গারাও নিয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র। নানা অনিয়ম করছে জালিয়াতচক্র।

এই পরিস্থিতিতে নির্ভুল এবং দ্রুতগতির জন্মনিবন্ধন সার্ভার তৈরির জন্য ২০১৯ সালে বার্থ-ডেথ রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন সিস্টেম (বিডিআরআইএস) নামে নতুন সফটওয়্যার চালু করা হয়। 'রিভ সিস্টেম' নামে একটি সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এটি তৈরি করেছে। তবে একবার মেয়াদ বাড়ানোর পরও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এটি বুঝিয়ে দেয়নি।

২০ কোটি ১২ লাখ জন্ম নিবন্ধন

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ুম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম প্রেস্ক্রিপশন বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা সমাপ্ত



ঢাকা ডেস্ক: প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। সনাতনী বিশ্বাস-মানুষের মনের আসুরিক প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লালসা বিসর্জন দেওয়াই দুর্গাপূজার মূল তাৎপর্য। এ প্রবৃত্তিগুলোকে বিসর্জন দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে-এমন প্রত্যাশার মধ্য দিয়েই বুধবার শেষ হয় দুর্গোৎসব। পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজার বিজয় দশমীতে দর্পণ বিসর্জনসহ দেবী বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। এ সময় ঢাক-শঙ্খধ্বনি, মন্ত্রপাঠ, উলুধ্বনি আর অঞ্জলি চলে। ধান-দূর্বা, মিষ্টি, আবির দিয়ে ভক্তরা দেবীকে বিদায় জানান।

এদিন একদিকে ছিল বিদায়ের সুর, অন্যদিকে ছিল উৎসবের আমেজ। ঢাকেশ্বরী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, বনানী, স্বামীবাগসহ বিভিন্ন মন্ডপে চলে বিষাদে-আনন্দে বিদায় উৎসব। 'মা তুমি আবার এসো' ভক্ত কণ্ঠের এই আকুতি ছিল মন্ডপে মন্ডপে।

পুরাণ মতে, বিজয়া দশমীর অন্যতম আয়োজন 'দেবী-বরণ'। রীতি অনুযায়ী, সধবা নারীরা স্বামীর মঙ্গল কামনায় দশমীর দিন সিঁদুর, পান ও মিষ্টি নিয়ে দুর্গাকে সিঁদুর ছোঁয়ান। দেবীর পায়ে সিঁদুর ছোঁয়ানোর পর সেই সিঁদুর প্রথমে সিঁথিতে মাখান, পরে একে অন্যের সিঁথি ও মুখে মাখেন। মুখ রঙিন করে হাসিমুখে দেবীকে বিদায় জানান, যা সিঁদুর খেলা নামে পরিচিত। ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে এদিনের সিঁদুর খেলা ছিল সত্যিই অনন্য।

করোনার কারণে গত দুই বছর দুর্গাপূজায় বিজয়া শোভাযাত্রা হয়নি। সেদিক থেকে এবারের দুর্গাপূজার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই এবার বিজয়া শোভাযাত্রাকে ঘিরে উৎসাহ আর উদ্দীপনার বন্যা বয়ে যায়। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি এবং বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা শুরু হয়। এ সময় শতাধিক ট্রাক প্রতিমা নিয়ে সদরঘাটের ওয়াইজঘাটের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। ঢাকেশ্বরী থেকে শুরু হয়ে পলাশী মোড় হয়ে শোভাযাত্রাটি হাইকোর্ট, গোলাপ শাহ মাজার, কোর্ট এলাকা হয়ে সদরঘাট পৌঁছে। প্রতিটি ট্রাকে দুর্গার পাশাপাশি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের প্রতিমাও ছিল। সেই সঙ্গে ছিল উৎফুল্ল বিভিন্ন বয়সি নারী-পুরুষ। তারা নেচে-গেয়ে শোভাযাত্রাকে আরও বর্ণিল করে তোলেন। অধিকাংশ মন্ডপের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হলেও ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিমাটি রেখে দেওয়া হয়। শোভাযাত্রার সময় রাস্তায়, বিভিন্ন ভবনে পুলিশ সতর্কাবস্থায় ছিল। রাস্তার দুপাশে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

শোভাযাত্রা শুরুর আগে পূজা উদ্যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ পোদ্দার বলেন, সার্বিকভাবে এবার খুব ভালোভাবে দুর্গাপূজা উদ্যাপিত হয়েছে। সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিভিন্ন সংস্থার সবাই আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। সরকার, দেশবাসী, সাংবাদিকসহ সবার সহযোগিতায় উৎসব সফল হয়েছে।

এদিকে বিকালে বুড়িগঙ্গার দুই তীরে হাজারও ভক্ত ও দর্শনার্থী প্রতিমা বিসর্জন দেখতে ভিড় করেন। অনেকে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকায় করে নদীতে আনন্দ করেন। এ উপলক্ষ্যে ওয়াইজঘাট এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। প্রথা অনুযায়ী প্রতিমা বিসর্জনের পর সেখান থেকে জল এনে (শান্তিজল) মঙ্গলঘটে নিয়ে তা আবার হৃদয়ে ধারণ করা হয়। আগামী বছর আবার এ শান্তিজল হৃদয় থেকে ঘটে, ঘট থেকে প্রতিমায় রেখে পূজা করা হবে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়ার মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের শুরু হয়। ১ অক্টোবর মহাষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শারদীয় দুর্গাপূজা। এবার দেবী মর্ত্যে এসেছেন হাতিতে চেপে। হাতি চড়ে দেবীর আগমনের অর্থ হলো শুভ। মনে করা হয়ে থাকে, দেবী যদি হাতি চড়ে মর্ত্যে আসেন তাহলে তিনি সঙ্গে করে সুখ, সমৃদ্ধি নিয়ে আসেন। আর আজ বিজয়া দশমীতে দেবী মর্ত্য ছাড়েন নৌকায় চড়ে। নৌকায় চড়ে মর্ত্য ছাড়লে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। পৃথিবী হয়ে ওঠে শস্যশ্যামলা। কিন্তু সেই সঙ্গে অতি বর্ষণ বা প্লাবনের আশঙ্কাও দেখা দেয়।

পূজা উদ্যাপন পরিষদের হিসাবে দেশে এবার ৩২ হাজার ১৬৮ মন্ডপে দুর্গাপূজা হয়েছে। ঢাকা মহানগরে পূজা হয়েছে ২৪১টি মন্ডপে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চোখের জলে দেবী দুর্গাকে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা শেষে নগরীর পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত রাসমনি ঘাট, কর্ণফুলী নদীর অভয়মিত্র ঘাটের আশপাশের এলাকায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে মানুষের ঢল নামে।

সকাল থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন পূজামন্ডপ থেকে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ট্রাকবাহী প্রতিমা নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে ভক্তরা জড়ো হতে শুরু করেন পতেঙ্গা সৈকতে। দুপুর থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনের পালা। এছাড়া অনেক পূজার্থী নিজ নিজ সুবিধাজনক স্থানে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন।

আগে সকালে দশ উপাচারে দেবীর বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জন সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়েই শেষ হয় শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা। লাল রঙকে শক্তির প্রতীক হিসাবে মনে করে নারীরা একে অপরের মাথায় সিঁদুর ছোঁয়ান। পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এরপর মন্ডপগুলোতে বেজে ওঠে বিদায়ের সুর।

কক্সবাজার প্রতিনিধি জানান, বিজয়া দশমীতে সমুদ্রসৈকতের লাবণি পয়েন্টে দেবী দুর্গাকে বিসর্জন দেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। গেল বছর করোনা মহামারির থাবায় এই উৎসব উল্লেখযোগ্যভাবে পালন করতে পারেনি এই সম্প্রদায়ের মানুষ। যে কারণে এ বছর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল এই উৎসবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দেবী দুর্গা বিসর্জন অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি পর্যটকসহ সব সম্প্রদায়ের মানুষকে দেখা গেছে।

প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠানকে ঘিরে লাবণি পয়েন্টে দুপুর ২টার পর থেকে জেলার উখিয়া, টেকনাফ, সদর, ঈদগাহ, চৌফলদন্ডী ছাড়াও নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা আসতে শুরু করে। এ পর্যায় প্রতিমায় ভরে যায় সৈকতের অনুষ্ঠানস্থল। লাবণি পয়েন্টে বেলা ৩টা থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কক্সবাজার জেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদ। বিকাল প্রায় ৫টা পর্যন্ত সৈকতের বালুচরে রাখা দুর্গা প্রতিমা ঘিরে চলে ভক্তদের শেষ আরাধনা। শুধু তাই নয়, নাচে-গানে এক অন্যরকম আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় বিশ্বের দীর্ঘতম এ সৈকতে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে সমাগম ঘটে পর্যটকসহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লাখো মানুষের।

কক্সবাজার জেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি উজ্জ্বল করের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বেন্ট দাশের সঞ্চালনায় বিসর্জন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিরাজুল মোস্তফা, মহেশখালী কুতুবদিয়া আসনের সংসদ-সদস্য আশেক উল্লাহ রফিক, জেলা প্রশাসক মামুনুর রশিদ, পুলিশ সুপার মাহাফুজুর রহমান, কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মেয়র মু-জিবুর রহমান, কক্সবাজার জেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদেও প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রনজিত দাশ প্রমুখ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



মে-জুলাইয়ে আয় বেড়েছে ৩৫ পয়সা, ব্যয় ৫.৮৫ টাকা

মূল্যস্ফীতিতে বিপর্যস্ত ভোক্তা

এক যুগে সর্বোচ্চ আগস্টে ৯.৫ ও সেপ্টেম্বরে ৯.১ শতাংশ * মূল্যস্ফীতির এ হারকে এখনো কম বলা যায় না-পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী * মূল্যস্ফীতির তথ্য নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়-ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

ঢাকা ডেস্ক: এক যুগের মধ্যে দেশের মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। এ হার যেভাবে বেড়েছে সেভাবে মানুষের আয় বাড়েনি। একদিকে খরচ বেড়েছে, অন্যদিকে আয় কমেছে। এই দুইয়ে মিলে চড়া মূল্যস্ফীতির চোখ রাঙানিতে মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের সমন্বয় না হওয়ায় ভোক্তারা জীবনযাত্রার মানে অনেক ছাড় দিতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে মূল্যস্ফীতির যে হিসাব প্রকাশ করা হচ্ছে তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। তাদের অনেকেই মনে করেন মূল্যস্ফীতির হার ১২ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। কারও কারও মতে এ হার আরও বেশি হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে গত আগস্টে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৯ দশমকি ৫ শতাংশ। যা গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে গত ২০১০-১১ অর্থবছরে গড় হিসাবে এ হার ছিল ১০ দশমিক ৯২ শতাংশ। এরপর আর কখনো ওই পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ওঠেনি। শুধু এবার আগস্টে এ হার সর্বোচ্চ সাড়ে ৯ শতাংশে উঠল। যদিও তা সেপ্টেম্বরে সামান্য কমে ৯ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে। জুলাইয়ে এ হার ছিল ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ এবং জুনে ছিল ৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এ বছরের জানুয়ারিতে এ হার ছিল ৫ দশমকি ৮৬ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি থেকেই এ হার বাড়তে শুরু করে।

সূত্র জানায়, করোনার পর হঠাৎ করে পণ্যের চাহিদা বাড়ায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম হু-হু করে বাড়তে থাকে। গত ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন আক্রমণ করলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে দেশীয় বাজারেও। আমদানিসহ সব ধরনের পণ্যের দাম বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে গত বছরের মে মাস থেকে ডলারের দামে পাগলা ঘোড়া দেখা দেয়। এর দাম মে মাসে ছিল ৮৫ টাকা। এখন তা বেড়ে ১০৭ টাকা হয়েছে। এতে টাকার মান কমে গেছে। ফলে পণ্যের দাম বেড়েছে। এসব মিলে মূল্যস্ফীতির পালে হাওয়া লেগেছে। যে জন্য এ হার বেড়েই চলেছে।

জানতে চাইলে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বুধবার বলেন, দেশে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির কারণে আগস্ট মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়ে ৯ দশমিক ৫ শতাংশে উঠেছিল। সেপ্টেম্বরে তা কমে ৯ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে।' এটাকে এখনো কমেছে বলা যায় না বলেও মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর সব দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক এখন মূল্যস্ফীতি। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠেছে।

এক মাস ধরে মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ নিয়ে সময়ক্ষেপণ করছিল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবারও পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, আমি বলেছি সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি কমেছে। তবে কবে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেওয়া হবে সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। তথ্য নিয়ে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং করা হবে না।

এদিকে বিবিএসের মজুরি হার সূচকে (ডব্লিউআরআই) দেখা যায়, গত মে মাসে যে কর্মী ১৯৪ টাকা ৪৭ পয়সা আয় করতেন, গত জুলাইয়ে তিনি আয় করেছেন ১৯৪ টাকা ৮২ পয়সা। ওই সময়ে তার আয় বেড়েছে মাত্র ৩৫ পয়সা।

এদিকে মূল্যস্ফীতির হিসাবে গত মে মাসে ৩০৯ টাকা ২৮ পয়সায় যে পণ্য কেনা যেত, একই পণ্য জুনে কিনতে খরচ হয়েছে ৩১৫ টাকা ১৩ পয়সা। আলোচ্য সময়ে খরচ বেড়েছে ৫ টাকা ৮৫ পয়সা। অর্থাৎ সরকারি হিসাবে মে থেকে জুলাই মাসে আয় বেড়েছে মাত্র ৩৫ পয়সা। অথচ খরচ বেড়েছে ৫ টাকা ৮৫ পয়সা।

সরকারি হিসাবের বাইরে বাস্তবের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। আলোচ্য সময়ে মানুষের আয় তো বাড়েইনি। উলটো কমেছে। করোনার আঘাত ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনৈতিক মন্দায় অনেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন। অনেকের বেতন-ভাতা কমেছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার কমায় ওইসব খাতেও খণ্ডকালীন কাজের সংস্থান কমেছে।

এদিকে পণ্যমূল্যের দাম বেড়েছে আকাশছোঁয়া গতিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে কিছু পণ্যের দাম কমলেও দেশের বাজারে কমেনি। উলটো ডলারের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে দাম আরও বেড়েছে। গত আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতির হার কম দেখানো হয়েছে। বাস্তবে সেপ্টেম্বরে পণ্যের দামও বেড়েছে। চাল, আটাসহ প্রায় সব পণ্যের দামই বেড়েছে। কিন্তু তারপরও জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ৫ টাকা কমানোর কারণ দেখিয়ে মূল্যস্ফীতির হার দশমিক শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ কমানো হয়েছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, মূল্যস্ফীতির হিসেবে নানা প্রশ্ন থেকে যায়। সরকারি সংস্থার লোকজন একদিন বাজারে গিয়ে হিসাব নিয়ে আসে তারপর সেটি গড় করে মূল্যস্ফীতির হিসাব করে থাকে। ফলে প্রকৃত চিত্র উঠে আসে কিনা সেটি নিয়ে সমালোচনা হয়। কিন্তু তারপরও আগস্টে যে মূল্যস্ফীতি হয়েছে সেটি অনেক বেশি। বলা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে কমেছে। কিন্তু ৯ দশমিক ৫ আর ৯ দশমিক ১-এর মধ্যে পার্থক্য তেমন নেই। দেশে এই মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। এটা কমানোর ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ দরকার সেগুলো দ্রুত নিতে হবে সরকারকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কয়েক মাস ধরেই দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জুলাই মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এ সময় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ। তার আগে জুন মাসে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ওই সময় খাদ্য ৮ দশমিক ৩৭ এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ। মে মাসে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। সে সময় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয় ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয় ৬ দশমিক ০৮ শতাংশ।

বিবিএস-এর তথ্যে আরও দেখা যায়, মূল্যস্ফীতির হার গত এক যুগের মধ্যে সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে কখনো অর্থনীতিতে বড় ধরনের আঘাত করেনি। কিন্তু এবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় চড়া মূল্যস্ফীতির হার বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বরে ছিল ৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এর আগে ২০২০ সালের আগস্টে ৫ দশমিক ৬৮ এবং সেপ্টেম্বরে ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ ছিল। ২০১৯ সালের আগস্টে ৫ দশমিক ৪৯ এবং সেপ্টেম্বরে ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ২০১৮ সালের আগস্টে ৫ দশমিক ৫৩ এবং সেপ্টেম্বরে ৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ওই সময়ে মূল্যস্ফীতির হার ৫ শতাংশের ঘরেই ওঠানামা করেছে। এরপর থেকে সামান্য বেড়ে কখনো ৬ শতাংশের ঘরে উঠেছে।

বিবিএসের হিসাবে ২০১৭ সালের আগস্টে ৫ দশমিক ৮৯ এবং সেপ্টেম্বরে ৬ দশমিক ১২ শতাংশ। ২০১৬ সালের আগস্টে ৫ দশমিক ৩৭ এবং সেপ্টেম্বরে ৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ হয়। এছাড়া ২০১৫ সালের আগস্টে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর মাসে হয় ৬ দশমিক ২৪ শতাংশ।

সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ সব ধরনের খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বে কয়েক মাস ধরেই দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ছিল। এরই মধ্যে গত ৫ আগস্ট সরকার জ্বালানি তেলের দাম ৪২ থেকে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। ডিজেলের দাম লিটারে ৩৪ টাকা, অকটেনের দাম লিটারে ৪৬ টাকা ও পেট্রোলের দাম লিটারে ৪৪ টাকা বাড়ানো হয়। এটি ছিল একবারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার রেকর্ড বৃদ্ধি। এর পরপরই সব ধরনের পরিবহণ ভাড়া বাড়ানো হয়। এরই প্রভাব পড়ে দেশের অন্যান্য পণ্যের দামের ওপর। এরপর গত ২৯ আগস্ট দাম সমন্বয়ের নামে জ্বালানি তেলের দাম ৫ টাকা কমায় সরকার। কিন্তু এর প্রভাব বাজারে তেমন পড়েনি। সেপ্টেম্বর মাসে দেশে দেশে মূল্যস্ফীতির হার এখন ৯ দশমিক ১ শতাংশ। এর অর্থ হলো গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দেশের মানুষ যে পণ্য বা সেবা ১০০ টাকায় পেয়েছিলেন, এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে তা কিনতে ১০৯ টাকা ১০ পয়সা খরচ করতে হয়েছে। আগস্টে একই পরিমাণ পণ্য কিনতে তাদের লেগেছিল ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা।

উন্নত ওষুধ তৈরিতে বড় ভূমিকার স্বীকৃতি

ঢাকা ডেস্ক: এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কে. ব্যারি শার্পলেস, ক্যারোলিন আর বার্তোজি এবং ডেনমার্কের মর্টেন মেলডান। ক্লিক রসায়ন ও বায়োর্থোগোনাল রসায়ন উন্নয়নে অবদানের জন্য তাঁদের এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তিনজনই পৃথকভাবে ক্লিক রসায়ন নিয়ে কাজ করেছেন। ওষুধ তৈরিতে তাঁদের গবেষণা ভূমিকা রেখেছে।

ক্লিক রসায়ন হলো অণুগুলোকে জীবন্ত কোষের মধ্যে থাকা অণুর মতো করে সংযুক্ত করা। রয়াল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস বলেছে, বিজ্ঞানী শার্পলেস এবং মেলডান ক্লিক রসায়নের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যা কিনা রসায়নের একটি প্রায়োগিক রূপ। অন্যদিকে বার্তোজি রসায়নের এ ধারাকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গিয়ে জীবন্ত কোষে এর ব্যবহার শুরু করেছেন। আর জীবন্ত কোষে ক্লিক রসায়নের ব্যবহারকেই বলা হয় বায়োর্থোগোনাল রসায়ন।

রয়াল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস আরো জানিয়েছে, অণুকে একত্রে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ওষুধ প্রস্তুতকারীদের ভাবনায় নতুন বিপ্লব এনেছে এই গবেষকদের কাজ। অন্যান্য ব্যবহারের পাশাপাশি ওষুধ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে ক্লিক রসায়ন। এ উদ্ভাবন মানুষের শরীরে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আরো কমিয়ে আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশেষ অবদান রাখতে পারে এ গবেষণা। ডিএনএ ম্যাপিং এবং দরকারি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক উপকরণ তৈরির কাজে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটির বহুল ব্যবহার হচ্ছে বিশ্বে।

বাংলাদেশ সময় গতকাল বিকেল পৌনে ৪টায় এই তিনজনের পুরস্কারের জয়ের ঘোষণা দেন একাডেমি অব সায়েন্সেসের সেক্রেটারি জেনারেল হান্স এলেগ্রেন।

ব্যারি শার্পলেস দ্বিতীয়বারের মতো নোবেল পুরস্কার পেলেন। ২০০১ সালে প্রথমবার এই পুরস্কার জেতেন তিনি। ইতিহাসে পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে দুটি নোবেল জিতলেন শার্পলেস।

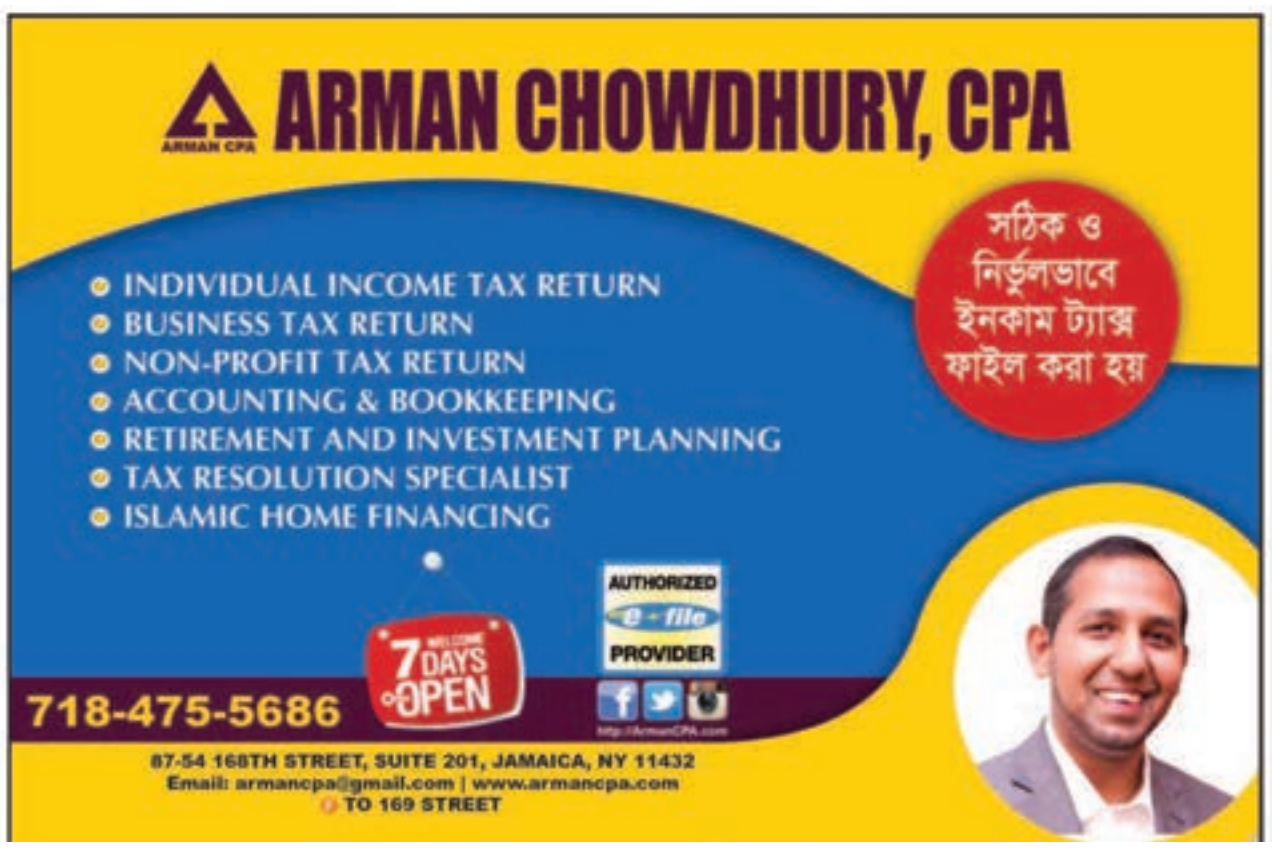
কে. ব্যারি শার্পলেস ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৬৮ সালে পিএইচডি লাভ করেন। শার্পলেস ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ও স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৯০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রসায়ন বিষয়ে ডাব্লিউ এম কেক অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত।

ক্যারোলিন আর. বার্তোজি ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি বার্কলে থেকে তিনি পিএইচডি অর্জন করেন। বর্তমানে বার্তোজি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যান টি এবং রবার্ট এম বাস স্ট্যানফোর্ড অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

মর্টেন মেলডালের জন্ম ১৯৫৪ সালে ডেনমার্কে। টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ১৯৮৬ সালে পিএইচডি লাভ করেন। বর্তমানে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

নোবেল পুরস্কার প্রচলনের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১১৪ বার রসায়নে নোবেল দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন দুইবার রসায়নে নোবেল পেলেন। এর আগে ব্রিটিশ জৈব রসায়নবিদ ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার ১৯৫৮ ও ১৯৮০ সালে রসায়নে নোবেল জেতেন।







কাতার বিশ্বকাপই শেষ: মেসি

(শেষের পাতার পর)

ডি'অরজয়ী? তখন জবাব আসে, ম্যারাডোনার মতো বিশ্বকাপ এনে দিতে পারেননি মেসি। সে কথা ভালোই জানা মেসিরও। তাই আসন্ন কাতার বিশ্বকাপ খেলতে মুখিয়ে তিনি।

কোপা আমেরিকার শিরোপা এনে আলবিসেলেস্তেদেও ২৮ বছরের খরা ঘুচিয়েছেন। এবার বিশ্বকাপটা জিতলেই স্বদেশি কিংবদন্তির পাশে নিজের নাম লেখাতে পারবেন নিশ্চিত। কিন্তু এরই মধ্যে ৩৫ বছর চলছে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের বয়স। তাই অবসরের চিন্তাই এলো মাথায় তার। এক সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি সরাসরি জানিয়ে দিলেন, কাতার বিশ্বকাপই তার শেষ। এর পর আর তাকে ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যাবে না। আর্জেন্টিনার সাংবাদিক সেবেস্তিয়ান ভিগনোলোকে সাক্ষাৎকার দেন মেসি।

সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার বলেন, 'সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। আমি দিন গুনছি কবে বিশ্বকাপ শুরু হবে। সত্যি বলতে, আমি উত্তেজিত। মনের মধ্যে চলছে যে কী হবে বিশ্বকাপে। এটিই আমার শেষ, কেমন যাবে বিশ্বকাপটা? একদিকে আমি যেমন বিশ্বকাপে নামার জন্য ছটফট করছি, তেমনি যাতে ভালো খেলতে পারি সেটির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি।'

এবার আর্জেন্টিনা ফেভারিট কিনা প্রশ্নে মেসির ভাষ্য প্রতিটি বিশ্বকাপেই শিরোপা ঘরে তোলার মিশনে মাঠে নামে। তাই ফেভারিট প্রশ্নে কিছুই বলার নেই তার। তিনি বলেন, 'আমি জানি না, আর্জেন্টিনা ফেভারিট কিনা। তবে আর্জেন্টিনা সবসময়ই বিশ্বকাপ জয়ের দাবিদার। কারণ দেশটির ফুটবল ইতিহাস। এখন তো বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আরও বেশি দাবিদার। কারণ আমরা এখন সে পথেই রয়েছি। এর পর অন্যসব দলকে সমীহ করলেন মেসি। তিনি বলেন, 'আমরা ফেভারিট নই। আমি মনে করি, এখানে আরও দল আছে, যারা আমাদের ওপরে রয়েছে।'

এবার দল হিসেবে আর্জেন্টিনা দারুণ ছন্দে আছে। মানসিক ও শারীরিক সব দিক দিয়েই সপ্রতিভ আলবিসেলেস্তেরা। মাঠে এর ভালো প্রভাব পড়লেও বিশ্বকাপ মঞ্চ বড়ই কঠিন বলে জানালেন মেসি।

পিএসজি তারকা বলেন, 'একটা বিশ্বকাপে যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে। প্রতিটি ম্যাচই হয় খুব কঠিন। ফেভারিটরা সবসময় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারে না।'

১৯৭৮ ও ১৯৮৬ সালে দুটি বিশ্বকাপ জয় করেছে আর্জেন্টিনা। এর পর ১৯৯০ এবং ২০১৪ সালের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিলেন তারা। এবারের বিশ্বকাপে তারা রয়েছে গ্রুপ 'সি'তে। ২২ নভেম্বর প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে সৌদি আরবের। এর পর তাদের বাকি দুই প্রতিপক্ষ মেক্সিকো ও পোল্যান্ড।

আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বরকতময়

(শেষের পাতার পর)

যে দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র চায় তাকে দুনিয়ার অংশ থেকেই দিয়ে থাকি। কিন্তু আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।"(সুরা আশ শূরা:২০)

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সত্য ছোট্র আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের প্রত্যেককে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যাতে আমরা আমাদের জীবনের সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারি। আমাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি।

যারা আখিরাতের শস্যক্ষেত্র চায় আল্লাহ তার শস্যক্ষেত্র বাড়িয়ে দেন। তাই বলে সে দুনিয়া লাভ করবে না, আয়াতটিতে তা বলা হয়নি। কম বা বেশী যাই হোক না কেন দুনিয়া তো সে পাবেই। কারণ এখানে আল্লাহর মেহেরবানী সবার জন্য সমান এবং তার মধ্যে তারও অংশ আছে। তাই ভাল-মন্দ, কম-বেশী সকলেই এখানে রিযিক পাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাকে দুনিয়া লাভের সুসংবাদ দান করেননি বরং তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন এই বলে যে, তার আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হবে। কেননা সে সেটিই চায় এবং সেখানকার পরিণামের চিন্তায় সে বিভোর। তার দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ আল্লাহর যিকরকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। সে তাঁর কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়েও আল্লাহকে ভুলে যায় না। বরং সর্ববস্থায় আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণে রাখে। প্রতিটি কাজ করার সময় সংশ্লিষ্ট কাজে আল্লাহর হুকুমকে বিচার-বিবেচনাকে মাথায় রেখে কাজটি সম্পাদন।

দুনিয়ার শস্য বপণকারী ও আখিরাতের শস্য বপণকারী উভয়েই ভুমি প্রস্তুত করা থেকে ফসল হওয়া পর্যন্ত উপর্যুপরি ঘাম ঝরায় এবং প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়। তারা মাঠে যে বীজ বপন করছে তার ফসল আহরণ করে যেন উপকৃত হতে পারে সে জন্য এতসব পরিশ্রম করে কিন্তু দু'জনের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য থাকে এবং বেশীর ভাগই কর্মপদ্ধতির পার্থক্য ও আখিরাতের ফসল বপনকারী কৃষক এবং পার্থিব ফসল বপনকারী কৃষকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে তাই উভয় পরিশ্রমের ফরাফলও ভিন্ন রেখেছেন। অথচ এই পৃথিবীই উভয়ের কর্মক্ষেত্র।

আখিরাতের শস্যক্ষেত্র যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে তিনি নিম্নলিখিত আয়াতের আলোকে কাজ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তারপর যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভু-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"(সুরা জুম'আ:১০)

আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরণের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগৎ অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরেদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে। আহার শেষ করবে আলহামদুল্লিাহ বলে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙ্গবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বারবার বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশা'আল্লাহ, মাশা'আল্লাহ, যাযাকা'আল্লাহ, হাইয়্যাকা'আল্লাহ এবং এ ধরণের অন্যান্য শব্দ ও বাক্য উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেকটি নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রত্যেকটি বিপদ আসার পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেকটি সংকটে তাঁর দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে এবং সুযোগকে ফিরিয়ে দিবে। কোন ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মহুর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। মোট কথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্নে।

উপরের আয়াতে কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি করার উপায় আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য এ দুনিয়াতেই খুলে দিবেন। সে যতটা সদুদ্দেশ্য নিয়ে আখিরাতের জন্য নেক আমল করতে থাকবে ততবেশী নেক আমল করা সুযোগ দেয়া হবে এবং তার হৃদয়-মন নেব কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। যখন সে পবিত্র উদ্দেশ্যেও জন্য পবিত্র উপায় অবলম্বন করার সংকল্প করবে তখন তার জন্য পবিত্র উপায়-উপকরণের মধ্যে বরকত দান করা হবে। তার জন্য কল্যাণের দরজা বন্ধ হবে না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো, তার এই পৃথিবীর সামান্য নেকীও আখিরাতে কমপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর বেশীর তো কোন সীমাই থাকবে না। আল্লাহ যার জন্য চাইবেন হাজার বা লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।

আখিরাতের শস্য বপণকারীর মন সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁর কণ্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকে। তাঁর প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ও অন্যান্য দীনি কাজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার ইবাদাত ও অন্যান্য দীনি কাজ ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ যেমন একটি চারাগাছকে তার প্রকৃতির অনুকুল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে উঠে। আর দুনিয়ার কৃষি বপনকারী যে আখিরাত চায় না এবং দুনিয়ার জন্যই সব কিছু করে। তার দৃষ্টান্ত হলো, তার চারাগাছটি প্রকৃতির প্রতিকুল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালির বিশেষ তত্বাবধানের কারণে বেঁচে থাকে। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তার এই চেষ্টা-সাধনার দু'টি ফলের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিয়েছেন। এক, সে যত চেষ্টাই করুক না কেন দুনিয়া যতটা অর্জন করতে চায় তা সে পুরোপুরি পাবে না, বরং তার একটা অংশ মাত্র অর্থাৎ আল্লাহ তার জন্য যতটা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ততটাই পাবে। দুই, সে যা কিছু পাবে এই দনিয়াতেই পাবে। আখিরাতের কল্যাণে তার কোন অংশ থাকবে না।

চোখ ধাঁধাঁনো চাকচিক্যময় ঢ়িত্ত হরণীর পৃথিবীটা আখিরাতের তুলনায় খুবই নগন্য ও তুচ্ছ। পৃথিবীর জীবন প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষণস্থায়ী জীবন। এখানকার বসন্তকাল যেমন অস্থায়ী তেমনি শরৎকালও। এখানে চিত্ত হরণের বহু উপকরণ আছে, যা মোহনীয় লোভনীয়, মানুষকে প্রবলাকারে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এতটাই নগন্য যে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে মানুষ ঐগুলোকে বড় বড় জিনিস বলে মনে করে এবং প্রতারিত হয়ে মনে করে ঐগুলো লাভ করতে পারাই যেন চরম সফলতা। অথচ যেসব বড় বড় স্বার্থ এবং আনন্দের উপকরণই এখানে লাভ করা সম্ভব তা নিতান্তই নগন্য ও তুচ্ছ এবং কেবল কয়েক বছরের ধার করা জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনরুপার স্তুপ, সেরা ঘোড়া, গবাদী পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রীমাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। (হে মুহাম্মদ!) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, এ গুলোর চাইতে ভালো জিনিস কি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান, তার নিম্নদেশ ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগিনী এবং তার লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কর্মনীতি ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন।"(সুরা আলে ইমরান:১৪-১৫)

কিন্তু আখিরাতের জীবন এক বিশাল ও স্থায়ী জীবন। সেখানকার কল্যাণও বিশাল ও স্থায়ী এবং সেখানকার ক্ষতিও বিশাল ও স্থায়ী। সেখানে কেউ যদি আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি পেয়ে যায় তাহলে সে চিরদিনের জন্য এমন নিয়ামত লাভ করলো যার সামনে গোটা পৃথিবীর ধন-সম্পদ এবং রাজত্বও অতিশয় নগন্য ও হীন। আর সেখানে যে আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হলো, সে যদি দুনিয়াতে এমন কিছুও পেয়ে যায় যা সে নিজে বড় মনে করতো তবুও সে বুঝতে পারবে যে, সে ভয়ানক ক্ষতিকর কারবার করেছে। আমরা দুনিয়ার জীবনে সফলতার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছি মূলত: সেই সংজ্ঞা ভুল ও ভয়ানক ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত সফলতা হলো, আখিরাতের সফলতা। আর প্রকৃত ব্যর্থতা বা ক্ষতি হলো, আখিরাতের ব্যর্থতা ও ক্ষতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যায় না। তার সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যয় ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে। যাতে আল্লাহ তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেন এবং তদুপরি নিজ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন।"(সুরা নুর: ৩৭-৩৮)

সুতরাং আখিরাতের জীবনের জন্য শস্য বপন করুন। আখিরাতের জীবনকে কেন্দ্রকরে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করুন। মহান আল্লাহ আপনার সকল কিছুতেই বরকত দিবেন।



ইমাম কারাজাওবির ইন্তেকাল



মো: বজলুর রশীদ

আল্লামা ইউসুফ আল-কারাদাওবি বা কারাজাওবি, মুসলিম বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে পরিচিত সমসাময়িক আলেম। তিনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম স্কলারস এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া অ্যান্ড রিসার্চের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। গত মাসের ২৬ সেপ্টেম্বর দোহা, কাতারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার নিজস্ব আরবি ভাষার ওয়েবসাইট রয়েছে এবং জনপ্রিয় সাইট ওংষধসড়হষরহব.হবঃ ইংরেজি ও আরবিতে, নিজে তত্ত্বাবধান করেন। তিনি ইসলামের ওপর ১২০টিরও বেশি বই লিখেছেন। তার সহকর্মীদের মধ্যে, শাইখের খ্যাতি অত্যন্ত সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয় : প্রসিদ্ধ মুস্তাফা আল-জারকা ঘোষণা করেছিলেন যে, তার আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল-ইসলামের একটি অনুলিপির মালিক হওয়া প্রতিটি মুসলিম পরিবারের দায়িত্ব। বিখ্যাত আবু আল-আলা আল-মওদূদী তার ফিকহ আল-জাকাকে ইসলামী আইনশাস্ত্রে এই শতাব্দীর সেরা বই হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল-জাজিরা আরবি চ্যানেলে সম্প্রচারিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান আল-শরিয়াহ ওয়াল-হায়াত নিয়মিত উপস্থিতির জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। আল-কারাদাওবি মিসরে নীল নদের ব-দ্বীপের একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারা বাবা মাত্র দুই বছর বয়সে মারা যান, মায়ের সাথে মামা আহমদের বাড়িতে বড় হয়েছিলেন। মামা দরিদ্র ভাড়াটে কৃষক হলেও তাকে পুত্র বলে মনে করতেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'বেশির ভাগ লোকের কেবল একটি বাড়ি থাকে, তবে আমার দুটি বাড়ি। একটি চাচার অপরটি মামার।' তার চাচা আহমাদ দিনে পাঁচবার মসজিদে সালাতে যেতেন, এমনকি তাহাজ্জুদের নামাজের জন্যও এবং তার আরেক চাচা কুরআনে হাফেজ ছিলেন।

সরকারি বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করার আগেই কুট্টাব বা কোরানিক স্কুলে যোগ দেন। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি কোরআনে হাফেজ হন। তার চাচা ব্যবসা করার উপদেশ দিলেও তিনি তান্তায় আজহারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করেন। সেখানে মুসলিম ব্রাদার্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম নেতা হাসান আল-বান্নার কথা শোনার সুযোগ পেতেন। হাসান আল-বান্নাকে তিনি তার আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখেছিলেন এবং এটি ছিল ইসলাম সম্পর্কে পরবর্তীকালের বিস্তৃত ধারণা, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা জনজীবনে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে আল-কারাদাওবির উপলব্ধিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৪ বছর বয়সে, আল-কারাদাওবি ইতোমধ্যে রমজানের মতো অনুষ্ঠানে তার গ্রামের মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি তার গ্রামে ইসলামী আইনশাস্ত্রের বা ফিকহর পাঠ দিতে শুরু করেন। আজহারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়, তিনি ছাত্রনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আলজাজিরা আরবিতে কারাদাওবির নিজস্ব শো হোস্ট করেছেন, 'আশ-শরিয়াহ ওয়াল-হায়াত বা শরিয়াহ এবং জীবন' নামে; আল-হায়াত টিভি, বিবিসি আরবি, ফিলিস্তিনি টিভি, আলফারিন টিভি, আল-হিওয়ার টিভিতে তিনি নিয়মিত উপস্থিতি থেকে ইসলামী বিষয় ও মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে কথা বলেছেন।

আল-কারাদাওবির সাপ্তাহিক প্রাইম-টাইম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শরিয়াহ এবং জীবন, প্যান-আরবি চ্যানেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় শোগুলোর মধ্যে একটি। লাখ লাখ দর্শক সাপ্তাহিক এই অনুষ্ঠান দেখতেন। ১৯৯৬ সালে এই শো যাত্রা শুরু করেন। সোশ্যাল মিডিয়া টুইটার এবং ফেসবুকে ৪০ লাখের বেশি অনুসরণকারী রয়েছে।

আল-কারাদাওবি বিশ্বের সর্বাধিক দেখা আরবি নিউজ নেটওয়ার্কে তার নিজস্ব টিভি শোসহ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ছিলেন এবং তিনি তার অনেক লেখার মধ্যে যে ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তা প্রচার করার জন্য আধুনিক এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করেছিলেন। মিসরে না থাকলেও মিসরবাসীর জন্য তার অনলাইন নির্দেশনা ও বক্তৃতা বারুদের মতো কাজ করত।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৩০ বছরের নির্বাসন শেষে তিনি মিসরে ফিরে আসেন মুবারকের পদত্যাগের এক সপ্তাহ পর তাহরির স্কয়ারে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতেতে জুমার নামাজের নেতৃত্ব দেন। জুমার খুৎবায় তিনি বলেছিলেন, 'কেউ যেন আপনার কাছ থেকে এই বিপ্লব চুরি না করে- মুনাফিকরা তাদের জন্য উপযুক্ত নতুন মুখ খুঁজে বের করবে।' সামরিক বাহিনী মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আল-কারাদাওবি তাকে 'অভ্যুত্থান' হিসেবে বর্ণনা করেন ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে ফতোয়া জারি করেন। ফতোয়ায় বলেন যে, মুরসিকে সমর্থন করা মিসরের জনগণের জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে, কেননা এখানে ইসলামের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। মিসরীয় জনগণ ও সেনাবাহিনীর কাছে তিনি বৈধ নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিতে লবিং শুরু করেন। ২০১৩ সালে পুনরায় নির্বাসনে বাধ্য করা হয়েছিল এবং ২০১৫ সালে মিসরের একটি ফরমায়েশি আদালত ব্রাদারহুডের অন্য নেতাদের সাথে আল-কারাদাওবিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

আল-কারাদাওবির লিখিত শৈলী সহজতর ছিল। তিনি প্রাক-আধুনিক ইসলামী আইনি ম্যানুয়ালগুলোর অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ভাষা থেকে দূরে সরে গিয়ে সাধারণ পাঠক পড়তে ও বুঝতে পারে, সে দিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন।

তিনি ধর্মীয় এনডাওমেন্টস মন্ত্রণালয় এবং আল-আজহারের সাংস্কৃতিক বিভাগে সংক্ষিপ্তভাবে কাজ



করেছিলেন এবং ১৯৬২ সালে এই প্রতিষ্ঠান তাকে কাতারে পাঠিয়েছিল তার কেন্দ্র পরিচালনার জন্য। দোহায় তিনি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং ইসলামী আইন ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি আল-আজহার থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন, 'সামাজিক সমস্যার সমাধানে আইনি দীক্ষা জাকাতের ভূমিকা'র ওপর থিসিস করে।

এরপর থেকে তিনি অসংখ্য বই লিখেন। ইসলামী সমাজে তার অসংখ্য অবদানের জন্য বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান আল-কারাদাওবি পুরস্কার ও স্বীকৃতি প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) পুরস্কার- ১৯৯১, ইসলামিক স্টাডিজের জন্য কিং ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার-১৯৯৪, সুলতান হাসান আল বলকিয়াহ (ব্রুনাইয়ের সুলতান) ইসলামী আইনশাস্ত্রের জন্য পুরস্কার ১৯৯৭, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সুলতান আল ওয়াইস পুরস্কার-১৯৯৮-১৯৯৯, দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড ফর ইসলামিক পার্সোনালিটি অব দ্য ইয়ার-২০০০ The State Acknowledgement Award for Contributions in the field of Islamic Studies from the Government of Qatar–2008। কাতার ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন, সায়েন্স অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের অংশ, ২০০৯ সালে 'শেখ ইউসুফ আল কারাদাওবি স্কলারশিপ' প্রতিষ্ঠা করে। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট অধ্যয়নের জন্য প্রতি বছর পাঁচজন শিক্ষার্থীকে তাদের পুরস্কার করে। এটি তার প্রতিষ্ঠিত গবেষণা কেন্দ্রের নামকরণও করেছিল।

কারাদাওবি সেন্টার ফর ইসলামিক মডারেশন অ্যান্ড রিনিউয়াল। ইসলামিক স্টাডিজের জন্য স্টেট মেরিট প্রাইজ ৩ নভেম্বর ২০০৯ সালে কাতারের সংস্কৃতি, কলা ও ঐতিহ্য মন্ত্রণালয় কারাদাওবিকে প্রদান করে।

তিনি অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের ট্রাস্টি এবং ব্যারি অসবোর্ন প্রযোজিত 'মোহাম্মদ'কে নিয়ে বহু মিলিয়ন ডলারের ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন। ২০০৮ সালের ফরেন পলিসি অনলাইন জরিপে তাকে বিশ্বের শীর্ষ ২০ জন বুদ্ধিজীবীর তালিকায় ৩ নম্বরে রাখা হয়। আল-কারাদাওবি ১২০টিরও বেশি বই লিখেছেন এবং তার একাডেমিক শৈলী এবং উদ্দেশ্যমূলক চিন্তাভাবনা তার কাজের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। অনেক বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। যেমন ফিকহ আল-যাকাত, এই বইটিকে যাকাতের সবচেয়ে ব্যাপক কাজ হিসেবে বিবেচনা করে অনেকে বলেন যাকাতের বিশ্বকোষ। বাংলা ভাষায়ও বইটি অনূদিত। এমন আরেকটি বই ফিকহ আল-জিহাদ, এই বইটি নিয়েও ইসলামী বিশ্বে প্রচুর প্রশংসা রয়েছে।

পরবর্তী দশকগুলোতে অবৈধ সহিংসতা এবং এর কারণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সূক্ষ্ম এবং প্রভাবশালী সমালোচনা লিখেছিলেন, ১৯৮২ সালে লিখেন, ইসলামিক জাগরণ : প্রত্যাখ্যান এবং চরমপন্থা, ৯/১১-তে আল-কায়েদা, আইএসআইএল বা আইএস যে সহিংসতা চালিয়েছে, তার বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন নিন্দা জানান। মূলধারার মুসলমানরা এ ধরনের গোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হিসেবে কারাদাওবিকে অনুসরণ করে।

১৯৬১ সালে আল-কারাদাওবি একজন শিক্ষক হিসেবে কাতারে যান, যাতে মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যদের মতো নিপীড়ন থেকে বাঁচতে পারেন। কাতারে তিনি আমির শেখ আহমদ বিন আলি আল থানির সাথে ঘনিষ্ঠ হন যিনি ১৯৭৭ সালে মারা যান। আমির তাকে উচ্চ মর্যাদায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন এবং তাকে কাতারের নাগরিকত্ব প্রদান করেছিলেন। মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে মিসরের শাসকদের তখন প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব হতো। বিক্ষোভ মারামারি ধাওয়া নিয়মিত চলত। এর ফলে ১৯৪০ এবং ৫০ এর দশকে কারাদাওবি বারবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তার কারারক্ষীদের হাতে তিনি নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

সৌদি সরকারী পত্রিকা আরব নিউজ বলেছে : 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্যতম উৎসস্থল। এটি একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠন। কিছু উপসাগরীয় দেশ এবং অনেক পশ্চিমা দেশে এই দল অননুমোদিত ও নিষিদ্ধ।' ২০১৩ সালে কায়রো এই আন্দোলনকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করে। এই সম্পর্ক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হত্যার আদেশ দেয়া (সিসির বানোয়াট অভিযোগ), মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে তার সম্পর্ক, ইসলামী বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় ঘৃণাকে উস্কে দেওয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সহিংসতার একটি কাল্ট প্রচার, এসব অভিযোগ আনা হয়েছিল। পত্রিকার ভাষায় 'তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকে সমর্থন করেছিলেন, বারবার একটি সম্প্রদায় হিসেবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন এবং মহিলাদের অবজ্ঞা করে, এমন ফতোয়া জারি করেছিলেন। কারাদাওবি ইসলামী আধিপত্যের একটি বিষাক্ত উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।' ওই নিবন্ধে কারাদাওবির কিছু ফতোয়া তুলে ধরে বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়। কতটুকু বিতর্কিত পাঠকমন্ডলী নিজেরাই বিবেচনা করতে পারবেন।

২০০৩-২০০৫: ইসরাইল এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানিয়ে বেশ কয়েকটি ফতোয়া জারি করেছিলেন, যেখানে তিনি ফিলিস্তিনে বসবাসকারী সব প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদিকে 'দখলদার' এবং যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, যা তাদের যুদ্ধের বৈধ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। ২০০৪ : ইরাকে মার্কিন উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানকে ন্যায়সঙ্গত করে এবং যারা লড়াই করে তাদের হত্যার অনুমতি দেন।

২০১০: দাবি করা হয় যে, আত্মঘাতী বোমারুরা আসলেই আত্মহত্যা করে না, বরং তাদের অপারেশন চালানোর একটি আকস্মিক পরিণতি হিসেবে মারা যায়, যা পবিত্র যুদ্ধে একটি গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগ হিসাবে গণনা করা হয় এবং তাদের শহিদ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। তিনি ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুতে ফিলিস্তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকেও সমর্থন করেন। ২০১৩ সালে হামাসের ক্ষমতাসীন ইসলামী গোষ্ঠী শাসিত গাজায় সফরকালে কারাদাওবি বলেন, 'আমাদের উচিত ফিলিস্তিনকে, পুরো ফিলিস্তিনকে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে মুক্ত করার চেষ্টা করা।'

২০১৩: আরব বসন্তের সময় মিসরে হোসনি মুবারকের সরকারকে উৎখাত করার পক্ষে ছিলেন।

২০১৫: মোহাম্মদ মুরসি মিসরে ক্ষমতা গ্রহণের পর যে কেউ দেশের বৈধ নেতার বিরুদ্ধে গিয়েছিল তাকে 'খাওয়ারিজ' বা ইসলামের শত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন : 'আমি প্রায় এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে চরমপন্থা ও চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি দীন ও দুনিয়া (ধর্ম ও সমসাময়িক জগৎ), ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি এর হুমকি দেখেছি এবং আমি আমার কলম, জিহ্বা এবং চিন্তাধারাতে সংযমের আহ্বানকে শক্তিশালী করেছি এবং অতিরঞ্জন এবং অবহেলা প্রত্যাখ্যান করেছি, তাবলিগ এবং দাওয়াহ (নির্দেশনা ও প্রচার)-এর ক্ষেত্রেও।' তিনি ফতোয়ায় বলেন, 'শাহাদাত হচ্ছে জিহাদের একটি উচ্চতর রূপ।' ২০০৪ সালে বিবিসির নিউজনাইট প্রোগ্রামে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইসরাইলি অধিকৃত ফিলিস্তিনে আত্মঘাতী বোমা হামলাকে আল্লাহর নামে শাহাদাত হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, 'আমি শাহাদাত অভিযানকে সমর্থন করেছি, এবং আমিই একমাত্র নই।' কারাদাওবি মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্যতম বুদ্ধিজীবী নেতা। তিনি ১৯৭৬ এবং ২০০৪ সালে তাদের সরাসরি নেতা হওয়ার প্রস্তাব দুইবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পছন্দ করতেন। এই আওয়াজ যখন বুলন্দ হতে শুরু করে তখন তিনি ১৯৯৭ সালের গোড়ার দিকে মিডিয়ায় বলেছিলেন যে, তিনি ব্রাদারহুডের সদস্য নন। জীবনের শুরুর দিকে, মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্কের জন্য তাকে তিনবার কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৭০ দশকে তার মিসরীয় নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছিল। মিসরে নিষিদ্ধ সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে যুক্ত আরো ১০০ জনেরও বেশি মিসরীয়র সাথে মিসরের একটি আদালত কারাদাওবিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। মজার বিষয়, ইন্টারপোল ২০১৭ সালে তাদের 'ওয়ান্টেড' ও কালো তালিকা থেকে কারাদাওবিকে বাদ দেয়। নতুবা বিন লাদেন, আলজাওয়াহিরির মতো ভাগ্যবরণ করতে হতো। কারাদাওবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে '৯/১১' হামলার প্রকাশ্যে নিন্দা করতেন।

কারাদাওবি আরব বসন্তের গণঅভ্যুত্থানের একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন, লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে হত্যা এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাশার আল-আসাদের শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছিলেন ফলে উপসাগরীয় দেশগুলোতে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও ভারসাম্য উভয় দিকে যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়েছিল।

তিনি ধর্ম থেকে শুরু করে রাজনীতি, পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্যালেস্টাইনসহ মুসলিম বিশ্বের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য ইসলামকে 'ব্যবহার' করেছিলেন। এর ফলে তিনি গ্লোবাল মুফতি উপাধি অর্জন করতে পেরেছিলেন যার কারণে নিন্দুকরা আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তিনি কখনো তার দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত পরিবর্তনকে দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করতেন না। তার ফতোয়াগুলোতে অপরিসীম জ্ঞান ও বিচার বিশ্লেষণে সূক্ষ্মতা ছিল। তার ইন্তেকাল উম্মাহর শতাব্দীর বিয়োগান্ত ঘটনা।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

কাতার বিশ্বকাপ মাতাবেন 'দিলবারখ্যাত' নোরা ফাতেহি

(শেষের পাতার পর)

করা যায় না। এ মুহূর্তে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে আইটেম গানে ঝলক দেখাচ্ছেন নোরা ফাতেহি। হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কয়েকটি সুপারহিট গানে নৃত্যের ঝলক দেখিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতি কুড়িয়েছেন এ গ্ল্যামার কুইন। ভারত ছাড়িয়ে তার পরিচিতি ছড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। যার ফলে বড় এক প্রাপ্তি যোগ হতে যাচ্ছে 'দিলবারখ্যাত' পারফরমারের ক্যারিয়ারে।

পিংক ভিলার এক প্রতিবেদন অনুসারে, আসন্ন কাতার বিশ্বকাপ আয়োজনে নাচবেন নোরা। সে অর্থে হলিউড সেননেশন জেনিফার লোপেজ ও 'ওয়াকা ওয়াকা'খ্যাত তারকা শাকিরার পর এবার ফিফা বিশ্বকাপে পারফর্ম করবেন এ মরোক্কান সুন্দরী।

কাতার বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে নোরার জন্য গান তৈরি করেছে 'রেড ওয়ান'। যারা ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা



বিশ্বকাপের থিম সং শাকিরার 'ওয়াকা ওয়াকা' গানও প্রযোজনা করেছি।

জেনিফার লোপেজ 'ওলে ওলা' শিরোনামে ২০১৪ ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গান গেয়েছিলেন। এর পর 'লা লা লা' গানটিও প্রযোজনা করেছিল 'রেড ওয়ান'।

পিংক ভিলা বলছে, শুধু নাচই নয়; কাতার বিশ্বকাপের সমাপনী অনুষ্ঠানেও হিন্দিতে গান গাইবেন নোরা। ফিফা অ্যান্থেম বা মূল সংগীতে নাচের পাশাপাশি কণ্ঠও মেলাবেন আবেদনময়ী এ নৃত্যশিল্পী।

উল্লেখ্য, জন্মসূত্রে নোরা ফাতেহি একজন মরোক্কান। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কানাডায়। মুম্বাইয়ে এসে ফিল্মে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেন নোরা।

২০১৮ সালের 'সত্যমেভ জয়তে' সিনেমায় 'দিলবার' গানে তার নাচ সেই সময় ইন্টারনেট দুনিয়ায় ঝড় তোলে। এর পর 'সাকি সাকি', 'কুসু কুসু', 'পাচতাওগে', 'গারমি', 'কামারিয়া', 'ড্যান্স মেরি রানি'সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গানে পারফর্ম করেছেন নোরা। সব গান ও নোরার নাচ দর্শকের হৃদয় কেড়ে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯ নভেম্বর শুরু হয়ে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ফুটবল বিশ্বকাপ। কাতারে ইতোমধ্যে ভেন্যু ও সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত। দলগুলোও তাদের স্কোয়াড গুছিয়ে ফেলেছে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

নিউইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধ

যেখানে সবকিছুকেই হুমকি হিসেবে দেখা হয়

ঢাকা ডেস্ক: এই বাংলাদেশী খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক নিয়ম মেনে সবকিছু করার চেষ্টা করেছেন। সিনেমার শুটিং শুরুর আগেই মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী তার চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশের তথ্য ও সমপ্রচার মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা দিয়েছিলেন। সে সময় তাকে ভারত ও ফিলিস্তিন থেকে অভিনেতাদের নেয়ার অনুমতিও দেয়া হয়েছিল। 'শনিবার বিকেল' নামের ওই চলচ্চিত্রটি মূলত ২০১৬ সালে ঢাকার একটি বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করা হয়। ওই হামলায় ২৪ জন নিহত হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রটি বিদেশের বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে অংশ নিয়ে একাধিক পুরস্কার জিতলেও, বাংলাদেশ সরকার এটি মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। গত তিন বছর ধরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ফারুকীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আসছে। বিশ্লেষক ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, এ ঘটনা ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশ সরকার কীভাবে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে ফেলেছে, কখনো কখনো স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতিতেও। সেন্সর বোর্ডে চলচ্চিত্রটি আটকে যাওয়া প্রসঙ্গে ফারুকী বলেন, তারা আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানায়নি। কেবল বলেছে, ছবিটি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে পারে বা ধর্মীয় অস্থিরতা উস্কে দিতে পারে।

কর্মকর্তারা তাদের কর্মকান্ডকে ন্যায্যতা দিতে ইসলামী জঙ্গিবাদ থেকে উদ্ভূত বিশ্বাসযোগ্য হুমকির কথা উল্লেখ করেন। তারা বলছেন, এ ধরনের হুমকি দেশের অর্থনৈতিক সমপ্রসারণ ও দারিদ্র্যবিমোচনের প্রচেষ্টাকে লাইনচ্যুত করতে পারে।

শাসক দল আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, তাদের বিরোধীরা চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য কর্মকান্ডের সমালোচনার রাজনীতি করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়া বলেছেন, যারা প্রচার করছে যে, স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে, তারা আসলে সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার চালাচ্ছে। সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে, এমন সব অধিকার সমুন্নত রাখতে চাই আমরা। বাংলাদেশে অবশ্য অনেকেই বলছেন, বাস্তবে এই অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হচ্ছে। সামপ্রতিক বছরগুলোতে সরকার সাংবাদিক, অ্যাক্টিভিস্ট ও বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেপ্তারের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। জাতিসংঘ ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে 'ত্রুটিপূর্ণ আইনের একটি উদাহরণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এতে 'অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কাজের জন্য বিস্তৃত পরিসরে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ঢাকাভিত্তিক থিংক ট্যাংক সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের তথ্য অনুযায়ী, শুধু গত দুই বছরে প্রায় ২২০০ জনকে এই আইনের অধীনে আটক করা হয়েছে। লন্ডন-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা আর্টিকেল ১৯ বলছে, গত ৯ মাসে প্রধানমন্ত্রী ও তার মিত্রদের সমালোচনা করার অভিযোগে ২৫টি মামলা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে আছেন ৫৩ বছর বয়সী লেখক মোশতাক আহমেদ। তিনি সরকারের কোভিড মোকাবিলা সংক্রান্ত উদ্যোগের সমালোচনা করেছিলেন। ছয়বার জামিন আবেদন নাকচ হওয়ার পর কারাগারে তার মৃত্যু হয়। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন ডিজিটাল আইন সম্পর্কে বলেন, এটি সেলফ সেন্সরশিপের পরিবেশ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি নিউজরুম ক্ষমতাসীন দল বা সরকারের জন্য সমালোচনামূলক স্টোরি করার আগে দুইবার চিন্তা করে। গত জুলাইয়ে পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক পরিচিতি পাওয়া একজন অপেশাদার সংগীতশিল্পীে ডেকে পাঠায়, যিনি বিখ্যাত বাঙালি লেখকদের গান গেয়েছিলেন। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অনলাইনে হিরো আলম নামে পরিচিত গায়ক আশরাফুল আলম বিকৃত সুরে গান গেয়েছিলেন। এর মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতির অপমান হয়েছে। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হাফিজ আল আসাদ জানান, একটি লিখিত অঙ্গীকার করার পর হিরো আলমকে মুক্তি দেয়া হয়। এতে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এমন কোনো কিছু তিনি তৈরি বা প্রকাশ করবেন না। ব্যঙ্গাত্মক, মানহানিকর ও অবমাননাকর কিছু বানাবেন না। চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অন্য শিল্পীদের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ, যেখানে কর্তৃপক্ষ যেকোনো কিছুতে হুমকি এবং সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মূল্যবোধ-বিরুদ্ধ উপাদান খুঁজে পেতে পারে। কয়েক সপ্তাহ আগে চলচ্চিত্র পরিচালক এবং অন্য শিল্পীদের একটি দল দফায় দফায় আইনি লড়াই এবং সেন্সরশিপের খড়্গের প্রতিবাদে একটি সংবাদ সম্মেলন করে।



সেখানে একটি প্রতীকী বিবৃতি দেয়ার জন্য নির্মিত কাঁটাতারের একটি প্রাচীরের আড়াল থেকে কথা বলতে গিয়ে তারা বলেন, বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকলে তাদের পক্ষে গল্প বলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দুই জায়গাতেই জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। তিনি বলেন, শিল্পের ওপর চাপ তৈরির প্রতিটি কাজ বন্ধ করা উচিত। শুধু চলচ্চিত্র নয়, সব ধরনের শিল্প উন্মুক্ত হওয়া উচিত। অন্যথায়, আমরা কীভাবে লিখতে পারি, অভিনয় করতে পারি বা এমনকি আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারি? শনিবার বিকেল'-এর পরিচালক ফারুকীর জন্য লড়াইয়ের সবচেয়ে কঠিন অংশটি ছিল, তার সিনেমায় ঠিক কোন বিষয়টি আপত্তিজনক, সেটি খুঁজে বের করা। সন্ত্রাসীদের জিম্মি করার সময় মানুষের সংগ্রামের উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে চিত্রিত করা এই চলচ্চিত্রটি স্পষ্টতই সন্ত্রাসীদের ভন্ডামিকে উন্মোচন করে। হামলায় আটকে পড়া বেশ কিছু চরিত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সাধারণ নাগরিক। একজন হিজাব পরিহিত নারী অশ্রু সংবরণ করে অন্য নারীদের রক্ষার জন্য পাল্টা লড়াই করেন, যাদের আক্রমণকারীরা অপমান বা তাচ্ছিল্য করছিল। এই নারীদের মধ্যে তার নিজের মা-ও ছিলেন।

সেখানে ছিঁড়ে যাওয়া জিনস ও সোয়েটার পরা এক তরুণীকে ধার্মিকতার পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয়। সেন্সর বোর্ডের সদস্য মুশফিকুর রহমান গুলজার জানান, ছবিটি নিয়ে তার কোনো আপত্তি নেই। আর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, ছবিটিকে সনদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর। এ বিষয়ে সমপ্রতি স্থানীয় গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তথ্য ও সমপ্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, পরিচালক সেন্সর বোর্ডের পরামর্শ মেনে চললে মন্ত্রণালয় ছবিটির সনদ দেবে। তবে ফারুকী বলেন, তিনি বোর্ডের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো পরামর্শ পাননি। মন্ত্রী অবশ্য সাক্ষাৎকারে আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। সেটি হচ্ছে, চলচ্চিত্রটিতে হলি আর্টিজানের হামলায় নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তার আত্মত্যাগ দেখানো হয়নি। আর ফারুকী বলেন, আমার চলচ্চিত্রটি হামলার তথ্যচিত্র নয়। এটি একটি ফিকশনাল ফিচার, যেখানে কোনো বাস্তব চরিত্রের অস্তিত্ব নেই। তার ভাষায়, এমনকি যদি আমার সত্যিকারের চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করার অভিপ্রায় থাকতো তাহলেও কি তারা একটি গল্পের নির্দেশনা দিতে পারে?

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222



ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক

(শেষের পাতার পর)

বিশেষে দিক হচ্ছে স্বনামধন্য বলিউড অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরির অংশগ্রহণ। জ্যামাইকার অ্যামাজুরা অডিটরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এটি ২০তম আসর।

গত ৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য জানান শো টাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ এবং মেগা হোম রিয়েল্টির মঈনুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে আলমগীর খান আলম জানান, ৩টি বিভাগে ৩৫টি ক্যাটাগরিতে ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়াড প্রদান করা হবে। তিনি অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তিতে গণমাধ্যম কর্মীদের সহায়তা কামনা করেন। তিনি বলেন, এবারের আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ বলিউড অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরি। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আসছেন বিশের অধিক জনপ্রিয় তারকাবৃন্দ। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠান শুরু হলেও দর্শকদের আসন গ্রহণ করতে বিকাল ৫টায় গেট খুলে দেওয়া হবে।

আলমগীর খান আলম বলেন, এবার ৩টি মূল্যে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। ৫০ ডলার, ১০০ ডলার ও ১৫০ ডলার মূল্যের টিকিট বিভিন্ন গ্রোসারীতে পাওয়া যাচ্ছে। এবারের অ্যাওয়ার্ডের প্লাটিনাম স্পন্সর হচ্ছে 'ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি' এবং 'গ্র্যান্ড স্পন্সর 'উৎসব ডটকম'।

সংবাদ সম্মেলনে শাহ নেওয়াজ এবং রিয়েল্টির মঈনুল ইসলাম এবারের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

মিউজি আয়োজিত ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড-২০২২' ১৬ অক্টোবর রোববার জ্যামাইকার আমাজুরা কনসার্ট হলে। সিলেট এমসি এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভা ১৬ অক্টোবর বেলা ২টায় জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে।

ভোলা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নির্বাচন (২০২২-২০২৪) ৩০ অক্টোবর রোববার।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নির্বাচন ৩০ অক্টোবর রোববার।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের নতুন কমিটি

(শেষের পাতার পর)

ভার্জিনিয়ায় অবস্থানকালে হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে দারুণ উচ্ছসিত নেতা-কর্মীরা। এসময় প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তিনি দলের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সরকারের উন্নয়ন এবং বিএনপি আমলের অপশাসন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার নেতাদের কাছে তুলে ধরার আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নেতৃবৃন্দ মূলধারায় কাজ করার অঙ্গীকার করেন। বৈঠক সূত্র বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে এসব তথ্য জানান।

সংশ্লিস্টরা জানান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে সবাই যখন খোঁজ মেজাজে, ঠিক তখনই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এক নেতা কমিটি গঠনের কথা জানাতে চান। মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগেরও একজন নেতা দলীয় প্রধানের কাছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি দাবি করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী কিছুটা বিরক্ত হলেও দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন- আগে আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন, পরে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এখন নয়, ২০২৬ সালে কমিটি হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই কথার পর সবাই চুপ হয়ে যান এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১১ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটি বহাল রয়েছেন। এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। আর নতুন কমিটি গঠনের দাবীতে সংগঠনের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

কোভিড ফান্ডের ৫৬৪ বিলিয়ন ডলার প্রতারণা!

(প্রথম পাতার পর)

করেছে, সুযোগ নিয়েছে। ফলে এই ফান্ডের ৩২৮ বিলিয়ন থেকে ৫৬৪ বিলিয়ন ডলার দূর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। আন এমপ্লয়মেন্ট ছাড়াও ফুড এবং ফার্ম অনুদান সহ বিভিন্ন খাত থেকে এই দূর্নীতি হয়েছে। যা ফেডারেল ফ্রড এবং এখন তা তদন্ত হচ্ছে। এদিকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উল্লেখিত দূর্নীতিতে জড়িত ১৫০০ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং ৫০০ জন অভিযুক্ত হয়েছে বলে ইউএস লেবার ডিপার্টমেন্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বাংলাদেশী ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার এই প্রতিনিধিকে জানান, কোভিড-১৯ এর চরম দূর্দিনের সময় ফেডারেল সরকার আমেরিবানদের জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করলেও অপ্রিয় হলেও সত্য যে কোন কোন বাংলাদেশী আমেরিকান সহ অনেক আমেরিকান দূর্নীরি আশ্রয় নিয়েছে। আর তখন বিশেষ সময় বিবেচনা করে ইউএস সরকার আবেদন পাওয়া মাত্রই তা মঞ্জুর করেছে। কিন্তু এখন সেগুলো তদন্ত করা হচ্ছে এবং বিপুল দুর্নীতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডকুমেন্টে গোজামিল পাওয়া যাবে তাদের অবশ্যই আইনের আওয়ায় আসতে হবে। প্রয়োজনে অর্ত ফেরৎ দিতে হবে। অন্যথায় জেল-জরিমানা গুনতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি সংশ্লিষ্টদের আগেভাগেই অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার বা এটর্নী সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের পুরস্কৃত করছে বাংলাদেশ সরকার হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

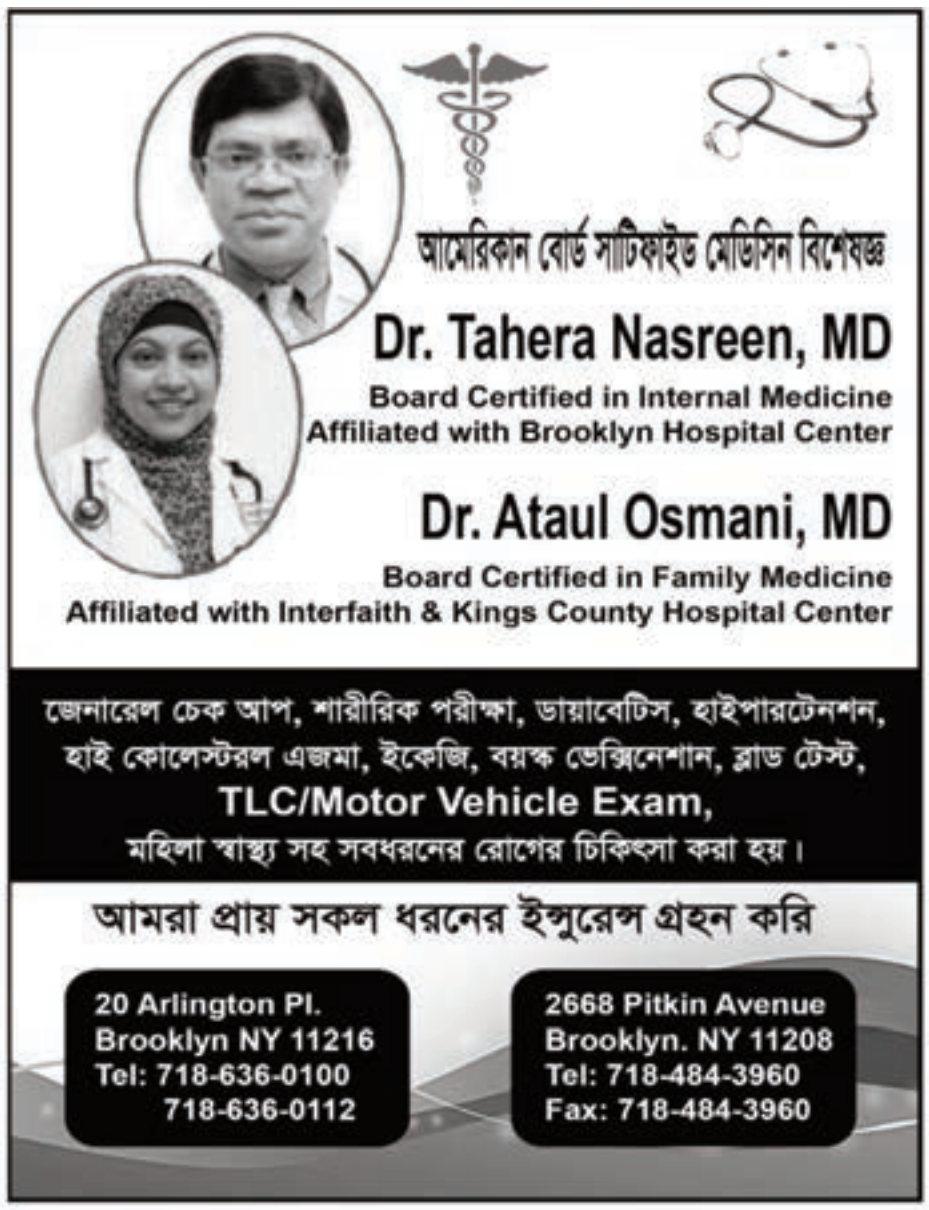
(৪৬ পাতার পর)

দায়িত্বে ছিলেন। সেসময় র ্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সে ঘটনার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাকে পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এদিকে, এতদিন এ দায়িত্বে থাকা ড. বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, তিনি র ্যাবের মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় তার অধীনে থাকা কর্মকর্তারা মোট ১৩৬ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ১০টি গুমের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এ জন্য বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সফরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে বাংলাদেশ সরকার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের একটি সম্মেলনে পাঠানো প্রতিনিধি দলের সদস্য করে তাকে।

যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের তরফ থেকে র ্যাবকে সংস্কারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের কাছে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমরা এমন কিছু করছি না যে জন্য আমাদের র ্যাবকে সংস্কার করতে হবে। তাই সংস্কারের কোনো প্রশ্নই নেই। এ বছরের প্রথমে আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা র ্যাবের আরেক কর্মকর্তা এডিজি কর্নেল খান মোহাম্মদ আজাদকে তাদের সাহসিকতা ও সেবার জন্য পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের বিবৃতিতে বলেছে, এমন পদক্ষেপ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর কাছে এই বার্তা দেয় যে, সরকার শুধু তাদের বিরুদ্ধে থাকা অপব্যবহারের অভিযোগগুলো উপেক্ষাই করবে না, বরং তাদেরকে আরও পুরস্কৃত করবে।







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B
জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী
আমাদের সেবা সমূহ
• ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
• বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
• সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
• ওপেন নিউ বিজনেস
• ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
• ফ্যামিলী পিটিশন
• স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
• সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
• ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
• পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট
সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫ সে-১২/১৯

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট। **যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

পার্কচেস্টার ৬ ট্রেন স্টেশনে এক ব্লক। প্রাইম লোকেশনে ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী অথবা মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। মোস্তফাঃ ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮
অক্টো-৩১

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

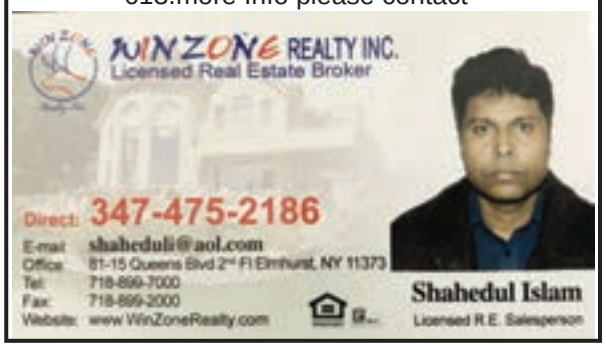
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে।

শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ
৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

আ.লীগ নেতা নাদেলের সাথে কুলাউড়াবাসীর মতবিনিময়















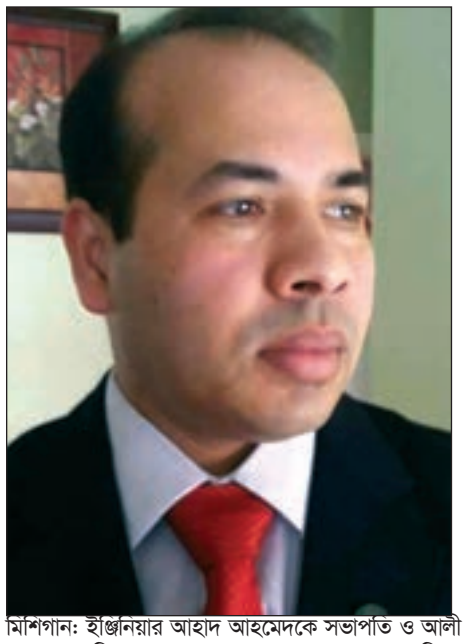
(শেষের পাতার পর)

মতবিনিময় করেছেন প্রবাসী কুলাউড়াবাসী। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ অক্টোবর সোমবার নর্দান বুলেভার্ডের এক রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন কুলা-উড়া এসোসিয়েশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল কালাম। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক লুৎফর রহমান চৌধুরী হেলাল, ফোবানা'র সাবেক কনভেনর বেদারুল ইসলাম বাবলা, ভাটেরা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ও আব্দুল জলিল। সভা পরিচালনা করেন সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ।

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমদ। সভায় বক্তারা কুলাউড়া উপজেলার সার্বিক কল্যাণে আওয়ামী লীগ নেতা শফিউল আলম নাদেলের সাবির্ক সহযোগিতা কামনা করেন।

জবাবে শফিউল আলম নাদেল কুলাউড়ার উন্নয়নে আপোষহীনভাবে কাজ করার আশ্বাস দেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে টাইম টেলিভিশনের অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, বিশিষ্ট রাজনীতিক শাহেদ দেওয়ান চৌধুরী, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, জামাল উদ্দিন লিটন, মোসাইদ জে রাসেদ, তোফায়েল আহমদ, লুৎফর রহমান, মঈনুর রহমান সোয়েক, আলতাপ হোসেন, এডভোকেট সিরাজ আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন রাশেদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম।



বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগানের নতুন কমিটি গঠিত

সভাপতি আহাদ, সাধারণ সম্পাদক আলী

মিশিগান: ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদকে সভাপতি ও আলী আহমদ ফারিস-কে সাধারণ সম্পাদক করে বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগান-এর নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২১ আগস্ট রোববার মিশিগানের হ্যামট্রামক শোকাবহ আগস্টের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল শেষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগান-এর আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তীতে পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে জানানো হয়। ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী, প্রধান আলোচক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা হাসান মাহমুদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মিশিগান ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক আহমদ চান ও সাধারণ সম্পাদক আবু আহমদ মুসা, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ সভাপতি নজরুল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া ও কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্য, ৩ নভেম্বরে নিহত জাতীয় চার নেতা এবং ২০১৪ সালের ২১ আগস্টে গ্রেনেড হামলায় নিহত সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ডে যারা জড়িত ছিল তাদের বংশধরেরাই ২০০৪ সালে ২১ আগস্টের হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। তাদের টার্গেট ছিল তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা, কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য ভাগ্যক্রমে সেদিন তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন বলেই বাংলাদেশের জনগণ আজকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। তিনি প্রবাস থেকে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ড. নুরুন নবী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে' জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকল সদস্যদের হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে পাকিস্তানী ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, হত্যাকারীদের নাম যদিও আমরা জেনেছি, কিন্তু সেই মহ-ষড়যন্ত্রের সাথে আরও যারা জড়িত ছিল সেইসব কুশীলবদের নাম জাতি এখনো জানতে পারেনি। আমরা যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে আসছি, যেন একটি জাতীয় কমিশন গঠন করে সূক্ষ্ম তদন্তের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেশি বিদেশি সকলের নাম জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়। তিনি ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচারও দাবি করেন।

রানা হাসান মাহমুদ বলেন, যদি আমরা সত্যিকারের মানুষ হতে চাই, তাহলে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের স্টাডি করতে হবে, গবেষণা করতে হবে। মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে বঙ্গবন্ধু তার কর্মের মাধ্যমে এক মহাকাব্যে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তার সততা, তার আপোষহীনতা, তার ধর্মনিরপেক্ষতা, সাধারণ মানুষকে বুঝার তার অসাধারণ ক্ষমতা, তার স্বপ্ন এবং তার ত্যাগ, সবকিছু মিলিয়েই তিনি হয়েছিলেন একটি জাতিকে মুক্ত করার একমাত্র কান্ডারি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' এই দুইটি বই আমাদের বারবার পড়তে হবে, তাহলেই আমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবো এবং সত্যিকারের বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মানুষ হতে পারবো।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মাধ্যে বক্তব্য রাখেন মিশিগান ষ্টেট আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম আহমদ, মিশিগান স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাবেক সহকারী সচিব আকলাসুর রহমান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আখতারুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মিশিগান ষ্টেট আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা যথাক্রমে রফিকুল ইসলাম, এজাজ আহমদ ও মিলাদ চৌধুরী, সহ সভাপতি যথাক্রমে আলহাজ্ব অলিউর রহমান, মুস্তাক আহমেদ মুক্তা ও আবুল হোসেন সোলেমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দিন তালুকদার, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ মিশিগানের সভাপতি ইব্রাহিম জাবেদ চৌধুরী, এম সি কলেজের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক কামরুজ্জামান টিপু, রুহুল আহমেদ রুহেল, ইসলাম আহমেদ, সাইদুল হক খান জাহাঙ্গীর আলম, ফারুক আহমেদ, শাহিন আহমদ, বদরউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সুলতান শরিফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



সভায় গঠিত বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগান-এর আংশিক নতুন কমিটি: সভাপতি- ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ, সহ সভাপতি- সৈয়দ মতিউর রহমান সিমু ও ইসলাম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক- আলী আহমদ ফারিস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মহসিন উদ্দিন টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক- শাহিন আহমদ এবং প্রচার সমাপদক- ফয়েজ উদ্দিন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ত্বকের দাগে ভিটামিন

(শেষের পাতার পর)

কারণে ত্বকে দেখা দেয় নানা সমস্যা। আর যাদের ত্বকের ধরন তৈলাক্ত, তারা আরো সমস্যায় ভোগেন। কারণ তৈলাক্ত ত্বকে বেশি ময়লা জমে, এতে লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায় আর সেখান থেকেই ব্রণের সৃষ্টি হয়। অনেকের ত্বকে দেখা যায়, ব্রণ সারলেও ওই স্থানে কালচে দাগ কিংবা গর্ত হয়ে যায়। তাই ত্বকের যত্নে নেয়া আবশ্যক। তবে শুধু বাইরে থেকে ত্বকের যত্নে নিলেই হবে না বরং পুষ্টিকর ও ভিটামিন সমৃদ্ধ বৈচিত্রময় খাদ্যের মাধ্যমে ভেতর থেকেও ত্বকের যত্নে নিতে হবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, যা ব্রণসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধান ঘটায়। জেনে নিন খাদ্যতালিকায় কোন কোন ভিটামিন রাখা জরুরি-

ভিটামিন এ: চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা, ব্রণের চিকিৎসায় ভিটামিন এ গ্রহণের পরামর্শ দেন। ভিটামিন এ ত্বকের কোষের টার্নওভার নিয়ন্ত্রণ করে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। যা ত্বকের লোমকূপ আটকে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন এর রেটিনয়েডগুলো কোলাজেন উৎপাদনকেও বাড়িয়ে তোলে, যা ব্রণের দাগ দূর করে ও ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

ভিটামিন বি ৩: চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের যত্নে আরেকটি অপরিহার্য ভিটামিন হলো ভিটামিন বি ৩। এর অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য ব্রণের চিকিৎসায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। ত্বকের তৈলাক্তভাব কমাতেও সাহায্য করে এই ভিটামিন।

ভিটামিন সি: বেশির ভাগ চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ব্রণের সমস্যার সমাধানে ও ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ভিটামিন সি গ্রহণের পরামর্শ দেন। এটি ত্বকের বিভিন্ন দাগছোপ পড়ার সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারে। ভিটামিন সি এর অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য ত্বকের লালচে ও ফোলাভাব কমাতে সহায়তা করে।

জিংক: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, জিংক বা দস্তা অতিরিক্ত গ্রহণে ত্বকে ব্রণের সমস্যা আরো বাড়ে। উচ্চমাত্রায় জিংক গ্রহণে বমি বমি ভাব, বমি ও ডাইরিয়া হতে পারে। আপনি যদি ব্রণের চিকিৎসার জন্য জিংক সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন ও সঠিক মাত্রায় সেবন করুন জিংক। প্রত্যেকের ত্বক ভিন্ন। একেকজনের ক্ষেত্রে ব্রণের সমস্যার কারো ভিন্ন হয়। তবে বেশির ভাগ গবেষণা ও প্রমাণে দেখা গেছে, ভিটামিন এ, সি বি ৩ ও জিংক ব্রণের সমস্যার সমাধান ও দাগ দূর করে। পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি ত্বকের যত্ন নেয়াটাও জরুরি। এ জন্য সব সময় ত্বক পরিষ্কার রাখুন, ত্বকে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করুন, কেমিক্যালযুক্ত প্রসাধনী এড়িয়ে চলুন। -ইন্টারনেট।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // October 10 // 2022

মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের পুরস্কৃত করছে বাংলাদেশ সরকার হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

ঢাকা ডেস্ক: মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরেও নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারদের পদোন্নতিসহ নানাভাবে পুরস্কৃত করছে বাংলাদেশ সরকার। গত ৫ অক্টোবর বুধবার মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। এতে সংস্থাটির দক্ষিণ এশিয়া পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি লিখেছেন, জোরপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং নির্যাতনসহ নানাভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত এসব কর্মকর্তারা। কিন্তু তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে উল্টো তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। এর আগে তিনি র‍্যাবের মহাপরিচালকের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাংবাদিক আড্ডা

গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম

বিশেষ প্রতিনিধি: তথ্যপ্রযুক্তি ও সোস্যাল মিডিয়ার বদৌলতে বিশ্ব আজ উন্মুক্ত। পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে সময় লাগে এখন মাত্র কয়েক সেকেন্ড। আর এর পেছনে নিরন্তণ কাজ করে যাচ্ছে গণমাধ্যম কর্মী তথা সাংবাদিক সমাজ। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে গণমাধ্যম কর্মীরা সমাজ ও জাতির দর্পণ। সবখানেই মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে। মিডিয়া ছাড়া সরকারও চলতে পারেনা, বিরোধীদলও চলতে পারেনা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আয়োজিত 'সাংবাদিক আড্ডা'র আলাপচারিতায় এ বিষয়গুলো উঠে আসে। এসময় সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব, কর্তব্য, জনগণের প্রত্যাশাসহ বিভিন্ন বিষয় 'আড্ডা'য় উপস্থিত সাংবাদিকগণ তুলে ধরেন।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এই আড্ডায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রথম নারী সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। এতে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম আলোর চীফ রিপোর্টার মনজুরুল হক।

আড্ডায় ফরিদা ইয়াসমিন তার বক্তব্যে বলেন, সাংবাদিকতার ধরণ ধারণ পাল্টে গেছে। আর এর কারণ স্যোসাল মিডিয়ার আধিপত্য। এখন আর পত্রিকার জন্য কেউ অপেক্ষা করেন না। হাতের মুঠোয় ডিভাইসে সব কিছু পেয়ে যায়। এজন্য সাংবাদিকতা পেশার চ্যালেঞ্জ বেশি। কারণ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার খবর অনেক যাচাই বাছাই করে তারপর প্রকাশ করতে হয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই কাজ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে সবক্ষেত্রে একটা অবক্ষয় চলছে। সাংবাদিকরা এর বাইরে নয়। তবে এতো কিছুর মধ্যেও সাংবাদিকদের সৎ থাকতে হয়। সাংবাদিকতায় যদি সৎ না থাকা যায় তাহলে তাদের চাল-ডালের ব্যবসা করা উচিৎ। কারণ আমরা সাংবাদিকতার নামে পাঠকদের প্রতারিত করতে পারিনা।

ফরিদা ইয়াসমিন আমেরিকায় বসবাসকারী এ প্রজন্মের সন্তানদের বাংলা শেখানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যাতে তাদের শেকড় ভুলে না যান সে দিকে খেয়াল রাখবেন। তিনি বলেন,বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এটি আপনারা ইতিবাচকভাবে তুলে ধরুন। কারন আপনারা





প্রত্যেকেই বাংলাদেশের এম্বাসেডর।

সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ হাসলে আমরাও হাসি। বাংলাদেশ ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকি। তাই বাংলাদেশকে ভালো রাখার জন্য দলমত নির্বিশেষে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। দায়িত্বরত সাংবাদিকদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, আলাপচারিতা, সহভাগিতা ও পেশাগত মান উন্নয়নে একে অপরের সহযোগিতা অপরিহার্য।

সাধারণ সম্পাদক ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক মনজরুল হক বলেন, আপনাদের সকলের উপস্থিতি এ আড্ডা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করেছে। আগামীতেও আমরা সময় ও সুযোগ পেলে একত্রিত হবার আশা রাখি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশ থেকে আগত ও প্রধানন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের সাথে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের এই মতবিনিময় আড্ডায় বাংলাদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিজনেস এডিটর রুহুল আমিন রাসেল, দৈনিক পূর্বাঞ্চলের বিশেষ প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম টুটুল, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াদুর রহমান জিহাদ।

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক প্রবাসের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ওয়ালিউল আলম, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও খবর ডট কম সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার, প্রেসক্লাব কর্মকর্তা আবুবকর সিদ্দিক, সাপ্তাহিক প্রবাসের রিপোর্টার স্যামুয়েল এস পিনারু, পাপিয়া বেগম, বাংলাট্রিবিউন এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন, আইবিটিভি ইউএসএর বিশেষ প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান।

আড্ডা আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক, লেখক ও টিভি ব্যক্তিত্ব সাঈদ তারেক, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, জেবিবিএ'র (একাংশ) সভাপতি গিয়াস আহমেদ, কবি-সাংবাদিক সালেম সুলেরী, সিনিয়র সাংবাদিক আমান উদ দৌলা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, হককথা.কম ও বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ভোরের কাগজ-এর ইউএস প্রতিনিধি ও টিবিএন২৪ এর বিশেষ প্রতিনিধি শামীম আহমেদ, ইউএসএ নিউজ অনলাইনের সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, পাক্ষিক অর্থকণ্ঠ সম্পাদক এনামুল হক এনাম, ফটো সাংবাদিক এমডি হোসেন তুষার, বিডিফটো নিউজের সাংবাদিক মো: সাইফুল ইসলাম, শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ওয়াহিদ কাজী এলিন, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, কাজী তোফায়েল ইসলাম, জাতীয় দলের সাবেক বক্সার সৈয়দ এনায়েত আলী, বক্সার শাহ সেলিম উল্লাহ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহাদাত হোসেন রাজু ও তাসমিয়া তাহারিমা।

উল্লেখ্য, ওয়াশিংটনে থাকায় এ আড্ডা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান।





প্রধানমন্ত্রীর সাথে ড. নুরুন নবীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. নুরুন নবী গত ৩০ অক্টোবর শুক্রবার ভার্জিনিয়াতে একটি হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এসময় অন্যান্য বিষয়ের সাথে ড. নবী প্রধানমন্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যক্রম অভিহিত করেন। ড. নবী প্রধানমন্ত্রীর হাতে নিজের লেখা বঙ্গবন্ধুর উপর দুটি ইংরেজি এবং দুটি বাংলা ভাষার চারটি বই তুলে দেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী ড. নবীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বঙ্গবন্ধুর উপর ইংরেজিতে লেখা বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ড. নবী যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাশিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে গত বছর প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু' স্মারক গ্রন্থে শুভেচ্ছা বাণী প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

ড. নবী প্রধানমন্ত্রীকে আরও জানান যে, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ক্যালিফোর্নিয়া শাখা ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া-বার্কলে ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ বৃত্তি চালু করেছে। আগামী স্প্রিং সেমিস্টার থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক/জীবন আদর্শ অথবা বাংলাদেশের উপর কোন বিষয়ে যে কোন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট গবেষণা করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর উপর ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া-বার্কলে (UC-Berkeley) ক্যাম্পাসে গবেষণা বৃত্তি প্রতিষ্ঠার কথা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ধন্যবাদ জানান। এসময় ড. নবীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা দারা বিল্লাহ ও মোরশেদ আলম এবং ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডা. রবি আলম উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



এশিয়ান স্টার এ্যাওয়ার্ড পেলেন সাংবাদিক আবুল কালাম

(শেষের পাতার পর)

এই নান্দনিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এশিয়ান কালচারাল কমিউনিটি আব বাংলাদেশ (এসিসিবি)। বিনোদন সাংবাদিকতায় এশিয়ান স্টার এ্যাওয়ার্ড পেলেন আবুল কালাম। তিনি দৈনিক নয়া দিগন্তের সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সুরকার ও সংগীত পরিচালক শেখ সাদী খান। অনুষ্ঠানে দেশের খ্যতিমান তারকা শিল্পীদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেয়া হয়। আয়োজনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান। সভাপতিত্ব করেন এ্যাওয়ার্ড জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান কবি শাহীন রেজা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ সাদী খান বলেন- কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেকোনো পুরস্কার একজন আদর্শ মানুষকে পথ চলায় সাহসী এবং দায়িত্বশীল করে তোলে। তাই সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের স্বীকৃতি প্রদানে এমন আয়োজনের কোনো বিকল্প নেই।

সোহানুর রহমান সোহান বলেন- অপসংস্কৃতিরোধে দেশে এমন আয়োজনে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতাদানে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন নতুন সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রজন্মকে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজে উৎসাহী করতে হবে।

এসিসিবি'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কণ্ঠশিল্পী পথিক সবুজে'র গ্রন্থণা ও পরিচালনায় এবারের আসরে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে মোট ষোলজন তারকা শিল্পীকে এশিয়ান স্টার এ্যাওয়ার্ড- ২০২২ প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন- (অভিনয়ে) চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ, চঞ্চল চৌধুরী, বিদ্যা সিনহা মিম, সাবিলা নূর (কণ্ঠসংগীতে) রবি চৌধুরী, আঁখী আলমগীর, দিলসাদ নাহার কণা, শেফালী সারগাম (সংস্কৃতিসেবায়) রিয়াজ ওয়ায়েজ (বিনোদন সাংবাদিকতায়) আবুল কালাম (মানবকল্যাণে) ডাঃ খালেদ মোহাম্মদ ইকবাল, (শিশুসাহিত্যে) স. ম. শামসুল আলম (কবিতায়) ক্যামেলিয়া আহমেদ (কথাসাহিত্যে) উম্মে হাবীবা মুন্নী। উদীয়মান ক্যাটাগরীতে- তন্বী কেয়া (সংগীতে) এবং মানসী প্রকৃতি (অভিনয়ে)।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

শিক্ষকের গাফিলতি ব্রঙ্কসে স্কুল বন্ধ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শিক্ষকের গাফিলতিতে নিউ-ইয়র্ক সিটিরর ব্রঙ্কসে নর্থ স্টার সেন্টার নামে একটি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। হাল এভিনিউতে স্কুলটির অবস্থান। সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা জানান, স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীদের পার্কে নেয়া হয়েছিলো খেলাধুলার জন্য। এই সময় সুপারভাইজার ব্যক্তিগত মোবাইল দেখছিলেন। এই ফাঁকে একটি বাচ্চা কাউকে না জানিয়ে বাসায় চলে যায়। পরে তাঁর অভিভাবক জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, শিক্ষক মোবাইল দেখছিলেন। পরে আতংকিত অভিভাবকরা কর্তৃপক্ষকে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয় স্কুলটির বিরুদ্ধে। স্কুলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং শিক্ষকদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।

NYC Department of Education

আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বরকতময়

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যে আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র চায় আমি তার কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে দেই। আর (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)


এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন সাংবাদিক আবুল কালাম

এশিয়ান স্টার এ্যাওয়ার্ড পেলেন সাংবাদিক আবুল কালাম

ঢাকা ডেস্ক: জমকালো আয়োজনের মধ্যদিয়ে প্রদান হলো এশিয়ান স্টার এ্যাওয়ার্ড- ২০২২। গত ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

আ.লীগ নেতা নাদেলের সাথে কুলাউড়াবাসীর মতবিনিময়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম নাদেলের সাথে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

অ্যাসাল-এর মিডিয়া ডিনার জ্যামাইকার থমাস বেরী প্লেসে ১৪ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১০টা। শো টাইম (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ১৬ অক্টোবর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ১৬ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০২২ সালের ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড। এবারের এই আয়োজনের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৭পাতায়)

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নির্বাচন-২০২২

মানিক পুনরায় সভাপতি, জসিম সাধারণ সম্পাদক ৩ পদে ভোট ৩০ অক্টোবর

বিশেষ প্রতিনিধি: বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হয়েছেন 'মানিক-জসিম' প্যানেলের যথাক্রমে নাজমুল হাসান মানিক (পুন: নির্বাচিত) ও ইউসুফ জসিম। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নাজমুল হাসান





মানিক সংগঠনের বর্তমান সভাপতি এবং অ্যাসাল-এর ব্রুকলীন চ্যাপ্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বিশিষ্ট সংগঠক ও ব্যবসায়ী ইউসুফ জসিম সংগঠনের বর্তমান সহ সাধারণ সম্পাদক এবং খেলাফত মজলিশ নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক। আসন্ন নির্বাচনে ১৭ পদের (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পূজার আয়োজন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় দুর্গতিনাশিনী দশভুজা দেবীর বোধনের মধ্য দিয়ে গত ১ অক্টোবর শনিবার থেকে শুরু হওয়া শারদীয় দূর্গাপূজা প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য নিয়ে গত ৫ অক্টোবর বুধবার শেষ হয়েছে। দুর্গাপূজা বাঙালী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

সভাপতি শেখ হাসিনা বললেন

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের নতুন কমিটি ২০২৬ সালে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মীরা প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ পেলেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



বিশিষ্ট সমাজসেবী নাঈম টুটুল সংবর্ধিত

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মর্টগেজ ব্যাংকার ও সমাজসেবী নাঈম টুটুলকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। গত ৪ অক্টোবর রাতে ওজনপার্কের একটি রেষ্টুরেন্টে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি। এলাকার শিক্ষা উন্নয়ন সহ সমাজ সেবায় বিশেষ ভূমিকা রাখায় সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আজীবন (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

খেলার খবর

কাতার বিশ্বকাপই শেষ: মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক: ফুটবলের কিংবদন্তি দিয়োগো ম্যারাডোনার সঙ্গে কেউ কেউ লিওনেল মেসির তুলনা করেন। এটি মানতে পারেন না অনেকেই। তাদের উদ্দেশে মেসিভক্তদের প্রশ্ন গোটা ক্যারিয়ারে কী অর্জন করেননি সাতবারের ব্যালন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

ত্বকের দাগে ভিটামিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় কমবেশি সবাই ভোগেন। যার মধ্যে অন্যতম হলো ব্রণ ও কালচে দাগছোপ। অযত্ন, অবহেলা এমনকি সানস্ক্রিন ব্যবহার না করার (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

বিনোদন

কাতার বিশ্বকাপ মাতাবেন 'দিলবারখ্যাত' নোরা ফাতেহি

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডে আইটেম গার্ল হিসেবে একেক সময় একেক সুন্দরী ঝড় তোলেন। তাকে ছাড়া যেন পার্টি সং কল্পনাই (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/শপস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com